



কোচবিহার সংহিতা ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

প্রথম অধ্যায় ।

৬২ সূক্ত ।

অশ্বিষর দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

১। যাঁহারা কণমাতে শত্রু নিবারণ করেন এবং প্রভাতে পৃথিবীর পর্যন্ত প্রদেশ হইতে প্রভূত অঙ্ককার দূর করেন, দ্বালোকের নেত্র, এই (ভুবনের) দেশর, সেই অশ্বিষরকে স্তুতি করি এবং মন্ত্রসমূহদ্বারা স্তুতি করতঃ আহ্বান করি।

২। তাঁহারা যজ্ঞাভিমুখে আগমন করতঃ নির্মল তেজোবনে রথের দীপ্তি প্রকাশিত করেন এবং প্রভূত তেজঃ সমূহ অপরিসীমরূপে নির্মাণ করতঃ জলের জন্য অশ্বসমূহকে মকদেশ অতিক্রম করিয়া লইয়া যান।

৩। (হে অশ্বিষর) ! তোমরা উগ্র, তোমরা সেই অসমৃদ্ধগৃহে (গমন কর) এবং এই প্রকারে অতিলম্বণীয় ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণ দ্বারা স্তোভগণকে লইয়া যাও। তোমরা, ইবাদাতা মনুষ্যের হিংসাকারীকে দমন কর।

৪। তাঁহারা অশ্বযোজিত করিতে করিতে সুন্দর অন্ন, পুষ্টি এবং রস বহন করতঃ নূতন স্তোত্রকারীর মনোহর স্তোত্র সমীপে আগমন করেন। তাঁহারা যুবা। হোতা, দ্রোহশূন্য এবং পুরাণ (অগ্নি) তাঁহাদের যাগ করেন।

৫। যাহারা স্তুতিকারী এবং স্তোত্রকারী ব্যক্তিকে সুখশালী করেন এবং স্তুতিকারীকে বহুবিধ দান করেন, সেই রুচির, বহুকর্মবিশিষ্ট, পুরাণ এবং দর্শনীয় (অশ্বিদ্বয়কে) নূতন স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব।

৬। তোমরা তুংগের পুত্র ভূজ্যাকে রক্ষা করতঃ রেপূরহিত মার্গে রথ-যুক্ত, গমনশীল অশ্বগণদ্বারা জলের উৎপত্তি স্থান, সমুদ্রের জল হইতে রাখির করিয়াছ।

৭। হে রথারি (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা জয়শীল (রথদ্বারা) পর্বত বিনাশ কর। তোমরা অতীতবর্ষী, তোমরা পুত্রার্থিনীর আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অভিলষিত দান করিয়া থাক, তোমরা, স্তুতিকারীর (নিবৃত্ত প্রসবা) গাতীকে দুগ্ধযুক্ত কর এবং এই প্রকারে সুস্তুতিগামী হইয়া সর্কজগামী হও।

৮। হে পুরাতনী দ্যাবাপৃথিবী! হে আদিতাগণ! হে বসুগণ! হে কত্বপুত্রগণ! (অশ্বিদ্বয়ের পরিচারক) মনুষ্যাগণের প্রতি দেবগণের যে মহানু ক্রোধ আছে, তোমরা সেই তাপপ্রদ ক্রোধকে রাক্ষস স্বামীর হননার্থ প্রেরণ কর।

৯। যে ব্যক্তি, লোকসমূহের রাজা, এই (অশ্বিদ্বয়কে) যথাকালে পরিচর্যা করেন, মিত্র এবং বরুণ তাঁহাকে জানেন। তিনি, মহাবল রাক্ষসের বিকল্পে অস্ত্রক্ষেপ করেন, অভিদ্রোহাত্মক মনুষ্যাগণের বচনানুসারে অস্ত্রক্ষেপ করেন।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উত্তম চক্রবিশিষ্ট, দীপ্তিবিশিষ্ট, সারথি-যুক্ত রথে (আরোহণ করিয়া) সম্ভান দানের জন্য আমাদিগের গৃহে আগমন কর এবং ক্রোধ ত্যাগ করতঃ মনুষ্যাগণের বিদ্বাকারীদিগের মস্তক স্থির কর।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট অশ্বযোগে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, দৃঢ়, গোপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার অপারূত কর, আমি স্তুতি করিতেছি, আমাকে বিচিত্র ধন দান কর।

৬৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। দূতের ন্যায় প্রেরিত হব্যযুক্ত, স্তোম মনোহর, পুঙ্খহৃত অশ্বিদ্বয় যেখানেই অবস্থিত কখন যেন তাঁহাদিগকে লাভ করে। এই স্তোম নাসত্যদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে আবর্তিত করিয়াছিল। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতার স্তোত্রে শ্রীত হও।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের আহ্বান অনুসারে পর্যাপ্ত প্রকারে গমন কর, তোমরা সূর্যমান হইয়া সোমপান কর, আমাদের গৃহ শত্রু হইতে রক্ষা কর, দূরবর্তী অথবা নিকটবর্তী শত্রু যেন উহাকে হিংসা করিতে না পারে।

৩। তোমাদের জন্য সোমের বিস্তীর্ণ অভিষব প্রস্তুত করা হইয়াছে। মৃদুতম বর্হি বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, তোমাদিগকে অভিলাষ করিয়া কৃতাজলি হইয়া লোকে বন্দনা করিতেছে, প্রস্তুত সকল তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করতঃ সোমরস ব্যক্ত করিয়াছে।

৪। অগ্নি তোমাদিগের (যজ্ঞের জন্য) উর্দ্ধে উত্থিত হন এবং যজ্ঞ গমন করেন এবং হব্যপ্রদত্ত ও যতযুক্ত হন। যিনি নাসত্যদ্বয়ে স্তোত্রযুক্ত করেন, (সেই) হোতা, বহুকর্মা ও অত্যন্ত উদ্যুক্ত মনস্ক হন।

৫। হে অনেকের রক্ষক (অশ্বিদ্বয়)! সূর্য্যত্বহিতা, তোমাদিগের বহুরক্ষক রথ শোভিত করিবার জন্য অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তোমর দেবগণের এই জন্মে প্রজ্ঞাবলে প্রাজ্ঞ, মেতা এবং নৃত্যশালী হও।

৬। তোমরা এই দর্শনীয় কান্তিদ্বারা সূর্য্যের গোষ্ঠার জন্য পুষ্টি প্রাপ্ত হও। তোমাদিগের অশ্বগণ গোষ্ঠার জন্য প্রকর্ষরূপে অনুগমন করে। হে স্তুতিযোগ্য (অশ্বিদ্বয়)! সুন্দররূপে স্তুত স্তুতিসমূহ তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করে।

৭। হে নাসত্যদ্বয়! গমনশীল, অত্যন্ত বহনপটু অশ্বগণ তোমাদিগকে অন্ন অভিমুখে বহন করুক। তোমাদিগের মনের ন্যায় বেগশালী রথ, সম্পর্কযোগ্য এবং অভিনবণীয় প্রভূত অগ্নের জন্য বিস্মিত হইয়াছে।

৮। হে অনেকের রক্ষক (অশ্বিদ্বয়) ! তোমাদিগের অনেক ধন আছে, অতএব তোমরা আমাদিগকে প্রীত কর এবং অন্য সংক্রমণরহিত অন্ন দান কর। হে মাদয়িতা (অশ্বিদ্বয়) ! তোমাদিগের স্তোতা আছে, সুন্দর স্তুতি আছে এবং যাঁহা তোমাদিগের দানের উদ্দেশে গমন করে, এরূপ সোমরসও আছে।

৯। আর পুরয়ের ঋজুগামী এবং শীত্ৰগামী (বড়বাদ্য) আমার হইয়াছে। সুশীত্ৰের শত (গাভী) আমার হইয়াছে, পেককের পক্ক (অন্ন) আমার হইয়াছে। শান্ত রাজা অশ্বিদ্বয়ের স্তোতাকে হিরণ্যযুক্ত, সুদর্শন দশ (অশ্ব বা রথ) দিয়াছেন এবং তদনুরূপ শক্রনাশক দর্শনীয় (পুরুষও দিয়াছেন)।

১০। হে নাসত্যদ্বয় ! পুরুষদ্বা তোমাদিগের স্তোতাকে শত ও সহস্র অশ্ব দান করে। হে বীর (অশ্বিদ্বয়) ! তিনি স্তুতিকারী ভরদ্বাজকে শীত্ৰ দান করুন। হে বহুকর্মবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়) ! রাক্ষসসমূহ হত হউক।

১১। (হে অশ্বিদ্বয়) ! আমি যেন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সহিত তোমাদিগের সুখাবহ (ধনে) পরিবেষ্টিত হই।

৬৪ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। দীপ্তিমতী, শুক্লবর্ণা ঊষাসমূহ, শোভার জন্য জনোন্মির ন্যায় উদ্ভিত হইতেছেন। ঊষা সমস্ত স্থান, সুপথ বিশিষ্ট ও সুখে গমনযোগ্য করিতেছেন। ধনবতী (ঊষা) প্রশস্তা এবং সমর্দ্ধয়িত্রী।

২। হে ঊষাদেবী ! তুমি কল্যাণীরূপে দৃষ্ট হইতেছ এবং বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতেছ। তোমার দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষে উৎপত্তি হইতেছে। তুমি তেজঃ সমূহে শোভমানা ও দীপ্যমানা হইয়া রূপ প্রকাশ করিতেছ।

৩। লোহিতবর্ণ, দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহ, সুভাগা, বিস্তীর্ণা প্রাথমান এই (ঊষা দেবতাকে) বহন করে। ক্ষেপণশীল বীর ষে রূপ শত্রু হ্রাস করে, সেই

রূপ (উষা) তমঃ দূর করেন এবং ক্ষিপ্রগামী সেনানায়কের ম্যায় তমঃ সমূহকে বাধা দেন।

৪। পরিতমসমূহ এবং বান্ধুশূনা (প্রদেশ) তোমার পক্ষে অপথ এবং সুগম। হে স্বপ্রকাশবিশিষ্ট! তুমি অন্তরীক্ষ পার হইয়া থাক। হে মহৎ রথবিশিষ্টা, দর্শনীয়্য দ্ব্যলোকছুহিতা! তুমি আমাদিগকে অভিলষণীয় ধন দান কর।

৫। হে উষাদেবী! তুমি আমাকে ধন দান কর, তুমি অপ্রতিগত হইয়া প্রীতিপূর্বক অশ্বদ্বারা ধন বহন করিয়া থাক। হে দ্ব্যলোকছুহিতা! তুমি দীপ্তিমতী, তুমি প্রথম আহ্বানে পূজনীয়া হইয়া থাক, অতএব তুমি দর্শনীয়্য হও।

৬। হে উষাদেবী! তুমি প্রকাশ হইলে পর পক্ষীগণ বাসস্থান হইতে উৎখিত হয় এবং হব্যতাক্ মনুষ্যগণ উৎখিত হয়। তুমি, সমীপে বর্তমান হব্যদাতা মনুষ্যকে প্রভূত ধন দান কর।

৬৫ সূক্ত।

উষা দেবতা। ভরষাজ ঋষি।

১। যিনি, দীপ্তিমান্ কিরণযুক্ত হইয়া রাত্রিতে তেজঃ পদার্থ ও অন্ধকারসমূহ তিরস্কৃত করিয়া দৃষ্ট হন, এই সেই দ্ব্যলোকজাতা ছুহিতা (উষা) আমাদিগের জন্য (অন্ধকার) দূর করতঃ প্রজাগণকে প্রকাশিত করিতেছেন।

২। কান্তিযুক্ত রথবিশিষ্টা, উষাদেবী সেই সময়ে রহৎ যজ্ঞের প্রার্থনা সম্পাদন করতঃ অকণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা বিস্তীর্ণরূপে গমন করেন, বিচিহ্নরূপে শোভা পান এবং নিশার অন্ধকার সম্যকরূপে অপনোদন করেন।

৩। হে উষাদেবীগণ! তোমরা, হব্যদাতা মনুষ্যকে কীৰ্ত্তি, বল, অন্ন, এবং রস দান করিয়া থাক, তোমরা ধনবতী এবং গমনশীল। তোমরা অন্য পরিচর্যাকারীকে পুত্রপৌত্রাদিব্যক্ত অন্ন এবং ধন দান কর।

৪। হে উষাদেবীগণ! এক্ষণে তোমাদের পরিচর্যাকারীর জন্ম ধন আছে, এক্ষণে বীর হব্যদাতার জন্য তোমাদের ধন আছে, এক্ষণে প্রাজ্ঞ স্তুতিকারীর জন্য তোমাদের ধন আছে। যাহাতে উক্ত আছে, পূর্বকালের ন্যায় মৎসদৃশ ব্যক্তিকে (সেই ধন) দান কর।

৫। হে সানুপ্রিয় উষাদেবী! অঙ্গিরাগণ তোমার প্রসাদে সদ্যই গাভীসমূহ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং অর্চনীয় স্তোত্রদ্বারা (তমঃ) ভেদ করিয়াছিলেন। নেতা অঙ্গিরাগণের দেববিষয়ক স্তুতি সত্য বলবিশিষ্ট হইয়াছিল।

৬। হে হ্যালোকছুহিতা উষা! প্রাচীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমাদের জন্য তমঃ দূর কর। হে ধনবতী উষা! আমি ভরদ্বাজের ন্যায় পরিচর্যা করিতেছি, তুমি আমাকে পুত্র পাত্রাদিবিশিষ্ট ধন দান কর। তুমি আমাদের অনেকে গন্তব্য অন্ন দান কর।

৬৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (মরুৎগণের) সেই সম্মান, (স্থির পদার্থ সমূহেরও) অবনমন-কর, প্রীতিকর, গমনশীল বপুঃ বিদ্বান্ স্তোতার নিকট শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হউক। (উষা) অন্তরীক্ষে একবার শুক্লবর্ণ জল ক্ষরণ করে এবং মর্ত্যালোকে অন্য পদার্থ দোহন করিবার জন্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২। যাহারা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাহারা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেই মরুৎগণের (রথ) ধূলিরহিত এবং সুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট। তাহারা ধন এবং বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হন।

৩। অতিউর্বরী কজ্জের যে পুত্র (মরুৎগণ) আছেন এবং যাহাদিগকে ধারণকারী অন্তরীক্ষ ধারণ করিতে সক্ষম, সেই মহান্ (মরুৎগণের) মাতা মহতী। ঐ অন্তরীক্ষ (মরুৎগণের) উৎপত্তির জন্য গর্ভ (জল) ধারণ করেন।

৪। যাহারা স্তোত্রগণের নিকট যানযোগে গমন করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু (তাহাদের) অন্তঃকরণ মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া পাপসমূহ শোষিত

করেন, যাহারা দীপ্তিমান, যাহারা স্তোত্রগণের অভিলାষানুসারে (জল) দোহন করেন, যাহারা দীপ্তিযুক্ত হইয়া স্বশরীর (প্রকাশ করেন) এবং (ভূমি) সিন্ত করেন ।

৫। সম্প্রতি সমীপগামী (স্তোত্রগণ) যাহাদিগের উদ্দেশে মাকং নামক (শত্রু) উচ্চারণ করতঃ শীঘ্র অভিলষিত লাভ করিতেছেন এবং যাহারা অপহর্তা, গমনশীল ও মহত্বযুক্ত হইতেছেন, সম্প্রতি সুন্দর দানবিশিষ্ট (যজ্ঞমান) সেই উগ্র মকংগণকে বীত ক্রোধ করিতেছেন ।

৬। তাঁহারা উগ্র এবং বলশালী, তাঁহারা ধ্বংসক সেনাগণকে মুরূপা দ্যাবাপৃথিবীর সহিত যোজিত করেন । ইহাদিগের প্রতিরোদসী স্বদীপ্তি-বিশিষ্টা ; বলবান্ (মকংগণেতে) দীপ্তি থাকে না ।

৭। হে মকংগণ ! তোমাদিগের রথ পাপরহিত হউক । স্তোত্র সারথি না হইয়াও যাহাকে চালনা করে, (সেই রথ) অধ্বরহিত হইয়াও, আহার রহিত ও পাশ রহিত হইয়াও, জলপ্রেরক এবং অভীষ্টপ্রদ হইয়া দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষমার্গে গমন করে ।

৮। হে মকংগণ ! তোমরা যাহাকে সংগ্রামে রক্ষা কর, তাহার প্রেরকও নাই ও তাহার হিংসিতাও নাই । তোমরা যাহাকে পুত্র, পৌত্র, গাভী এবং জল বিষয়ে রক্ষা কর, তিনি সংগ্রামে দীপ্ত (শত্রুর) গাভীসমূহ বিদীর্ণ করেন ।

৯। হে অগ্নি ! যাহারা বলদ্বারা (শত্রুগণের) বল অভিভূত করেন, যে মহান্ (মকংগণ) হইতে পৃথিবী কম্পিত হয়, সেই শব্দকারী, দ্রবিত বলবান্ মকংগণকে দর্শনীয় অন্ন দান কর ।

১০। মকংগণ যজ্ঞের ন্যায় দ্যোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান এবং অর্চনীয়, তাঁহারা (শত্রুগণের) প্রকম্পক ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর, দীপ্ত শরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত ।

১১। আমি, সেই বর্জমান, দীপ্তিমান খড়্গবিশিষ্ট, কস্তুর পুত্র মকংগণকে স্তোত্রদ্বারা পরিচর্যা করি । স্তোত্রের নির্মল স্তুতিসমূহ উগ্র হইয়া মেঘের ন্যায় মকংগণের বলের প্রতি স্পর্শা করিতেছে ।

৬৭ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। ভরজাজ ঋষি।

১। সকলের জ্যেষ্ঠতম, হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা দুই জনে অসম ও যন্তুশ্রেষ্ঠ এবং রজ্জুর ন্যায় স্থায়ী বাহুদ্বারা জনগণকে সংযত কর। আমি তোমাদিগকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করি।

২। হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! আমাদের এই স্তুতি, তোমাদিগকে প্রস্তুত করে, হব্যের সহিত তোমাদিগের নিকট গমন করে এবং তোমাদিগের যজ্ঞাতিমুখে গমন করে। হে সুন্দর দানবিশিষ্ট (মিত্র ও বরুণ)! আমাদের স্তুতিদ্বারা নিবারণক অনভিভূত গৃহ দান কর।

৩। হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্তোত্রদ্বারা সুন্দররূপে স্তুত হইয়া উপাগত হও। কর্মনিযুক্ত পুরুষ যেমন কর্মদ্বারা অপ্রাভিনাষী ব্যক্তিগণকে সংযত করে, তোমরা মহিমা দ্বারা সেইরূপ কর।

৪। বাঁহারা অশ্বের ন্যায় বলশালী, পুতস্তোত্রবিশিষ্ট এবং সত্যভূত, অদিতি সেই গর্ভভূত (মিত্র ও বরুণকে) ধারণ করিয়াছিলেন। বাঁহারা জন্মিবামাত্রই মহানু হইতেও মহানু এবং হিংসক মনুষ্যের ঘাতক, (অদিতি) তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সমস্ত দেবগণ পরম্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাদের মহত্ত্ব কীর্তন করতঃ বল ধারণ করিয়াছেন। তোমরা বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভূত কর। তোমাদিগের অহিংসিত এবং অমৃত রশ্মি আছে।

৬। তোমরা প্রতিদিবস বল ধারণ কর এবং অন্তরীক্ষের উন্নত প্রদেশ খোঁটার ন্যায় দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তোমাদিগের কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত (মেঘ) অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বদেব মনুষ্যের হব্য (তৃণ হইয়া) ভূমিতে এবং দ্ব্যলোকে ব্যাপ্ত হয়।

৭। তোমরা (সোমদ্বারা) উদর পূর্ণ করিবার জন্য প্রাজ ব্যক্তিকে ধারণ কর। হে বিশ্বজিহ্বা (মিত্র ও বরুণ)! যখন ঋদ্ধিগণ যজ্ঞগৃহ পূর্ণ

করে এবং যখন তোমরা জল (প্রেরণ কর), তখন যুবতীগণ(১) মুগ্ধ হয় না, বরং অশুষ্ক হইয়া বিভূতি ধারণ করে ।

৮। মেধাবী ব্যক্তি তোমাদিগের নিকট বাণ্যদ্বারা সর্বদা এই (জল) যাচঞা করেন । হে যুতান্নবিশিষ্ট (মিত্র ও বরুণ) ! যেখানে তোমাদিগের অভিজ্ঞতা যজ্ঞে মায়ারহিত হয়, তোমাদিগের সেইরূপ মহিমা ইউক । তোমরা হব্যদাতার পাপ বিনাশ কর ।

৯। হে মিত্র ও বরুণ ! যাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া তোমাদিগের কর্তৃক বিহিত এবং তোমাদিগের প্রিয় কর্মের বিদ্বৎ করে, যে দেবগণ ও মনুষ্যগণ স্তোত্রযুক্ত হয় না, যাহারা কর্মবান্ হইয়াও যজ্ঞযুক্ত নহে এবং যাহারা পুত্রস্বরূপ নহে, (তাহাদিগকে বিনাশ কর) ।

১০। যখন মেধাবীগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন, কেহ কেহ স্তুতি করতঃ নিবিন্দসমূহ পাঠ করেন এবং আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে সত উকুথসমূহ উচ্চারণ করি, তখন তোমরা মহিমা করিয়া দেবগণের সহিত চলিয়া যাও না ।

১১। হে রক্ষক মিত্র ও বরুণ ! যখন স্তুতিসমূহ উচ্চারিত হয় এবং যখন ঋজুগামী, ধর্মক, অতীক্ৰবর্ষী সোমকে যজ্ঞে সংযুক্ত করে, তখন গৃহদানের জন্য তোমরা অভিজ্ঞ হইলে, তোমাদিগের কর্তৃক (দেয় গৃহ) যে অবিস্ক্রিয় হয় ইহা সত্য ।

৬৮ হুক্ত ।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা । তরদাজ ঋষি ।

১। হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ ! মনুর ন্যায় কুশ বিস্তারকারী যজ্ঞমাসের অমের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরদ্ধ হয়, অন্য তোমাদিগের জন্য কিপ্র সেই যজ্ঞ ঋত্বিকগণের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

(১) অর্থাৎ নদী অথবা দিক্‌সকল ধূলিদ্বারা অভিভূত হয় না । যারন ।

২। তোমরা শ্রেষ্ঠ, তোমরা যজ্ঞে ধন প্রেরক এবং শূরগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্ । তোমরা দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা, বহুবলশালী, সত্যের দ্বারা শক্রগণের হিংসক এবং সর্বদেনাবিশিষ্ট ।

৩। স্তুতি, বল এবং সুখের দ্বারা স্তুত সেই ইন্দ্র ও বরুণকে স্তুতি কর । এক জন বজ্রের দ্বারা রূত্রকে বধ করেন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অন্য জন উগস্রব (রক্ষা করিবার জন্য) বলযুক্ত হন ।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! নর জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এবং সমস্ত দেবগণ যখন স্বতঃ প্রেরিত হইয়া তোমাদিগকে বর্জিত করে, তখন তোমরা মহত্বযুক্ত হইয়া তাহাদিগের প্রভু হও । হে বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী ! তোমরা ইহাদিগের প্রভু হও ।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্বক (হব্য) দান করে, সে সুন্দর দানবিশিষ্ট, ধনবান্ এবং যজ্ঞবান্ হয় । দানবান্ সেই ব্যক্তি জয়লব্ধ অস্ত্রের সহিত শক্র হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং ধন ও ধনবান্ পুত্রসমূহ লাভ করে ।

৬। হে দেব ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা হব্যদাতাকে ধনানুবন্ধী, মহা অন্নবিশিষ্ট যে ধন দান কর এবং যাহা শত্রুকৃত অখ্যাতি ক্লান্তি করে, সেই ধন আমাদিগের হউক ।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! আমরা তোমার স্তোতা, যে ধন সুন্দর রক্ষা-বিশিষ্ট এবং দেবগণ যাহার রক্ষক, সেই ধন আমাদিগের হউক । আমাদিগের বল যুদ্ধে (শক্রগণের) অভিভাবিতা এবং হিংসক হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের বশঃ তিরস্কৃত করুক ।

৮। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা সূর্যমান হইয়া সুন্দর অস্ত্রের জন্য আমাদিগকে শীঘ্র ধন দান কর । হে দেবদ্বয় ! তোমরা মহান্, আমরা এই প্রকারে তোমাদিগের বলের স্তুতি করিতেছি, আমরা যেন নৌকাদ্বারা জন-সমূহের ন্যায় দূরিতসমূহ পার হইতে পারি ।

৯। যে এই (বরুণ) মহিমাবান্, মহাকর্মা, প্রাজ্ঞ, তেজোযুক্ত এবং জরারহিত, যিনি বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীকে বিভাসিত করেন, সেই সত্যাত্

এবং বৃহৎ বরুণদেবের উদ্দেশে অদ্য মনোহর ও সর্বতোভাবে পৃথু স্তোত্র উচ্চারণ কর।

১০। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা সোমপায়ী; এই মদকর, অতিমৃত সোম পান কর। হে ধৃতব্রত (মিত্র ও বরুণ)! তোমাদিগের রথ দেবগণের পানার্থে যজ্ঞাভিমুখে গমন করে।

১১। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা অত্যন্ত মধুমামু এবং অভীষ্টবর্ষী সোম পান কর। আমরা তোমাদের জন্য এই (সোমরূপ) অন্ন চালিয়াছি, তোমরা উপবেশন করত : এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৬৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। তরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমাদিগের উদ্দেশে স্তোত্র ও হব্য প্রেরণ করিতেছি। তোমরা এই কর্ম সমাপ্ত হইলে যজ্ঞ সেবা কর। তোমরা উপদ্রবশূন্য মার্গদ্বারা আমাদিগকে পার করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগকে ধন দান কর।

২। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন করিয়া থাক, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসস্বরূপ। উচ্চাখ্যমান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক এবং স্তোতাগণকর্তৃক গীতমান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক।

৩। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমসমূহের স্বামী। তোমরা দ্রবিল নামকরতঃ সোমভিমুখে আগমন কর। স্তোতাগণের স্তোত্রসমূহ শব্দের সহিত উচ্চাখ্যমান হইয়া তোমাদিগকে তেজ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করুক।

৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! হিংসকগণের অভিভবিতা এবং একত্রে মত্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করুক। তোমরা স্তোতাগণের সমস্ত স্তোত্র সেবা কর এবং আমার স্তোত্রসমূহ ও বাক্য সকল শ্রবণ কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সোমজানত হর্ষ উৎপন্ন হইলে পর, তোমরা বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রমণ কর; তোমরা অন্তরীক্ষকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়া

এবং লোকসমূহকে আমাদের জীবনের জন্য প্রথিত করিয়াছ। তোমাদিগের সেই (কর্মসমূহ) স্তুতি যোগ্য।

৬। হে দ্ব্যতান্বিণিষ্ট ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমদ্বারা বর্জিত হইয়া থাক এবং সোমগ্র ভোজন করিয়া থাক; (যজমানগণ) নমস্কারপূর্বক তোমাদিগকে হব্য দান করে, তোমরা আমাদের দান দান কর। তোমরা উদধির ন্যায়, তোমরা সোমনিধান কলস স্বরূপ।

৭। হে দশনীয় ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা এই মদকর সোম পান কর এবং উদর পূর্ণ কর। মদকর (গোমরূপ) অন্ন তোমাদিগের নিকট গমন করুক, তোমরা আমার স্তোত্র এবং আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা জয় করিয়াছ, কখনও পরাজিত হও নাই; তোমাদের দুই জনের মধ্যে কেহ পরাজিত হয় নাই। তোমরা যে দেবতার জন্য স্পর্ধা করিয়াছ, তাহা ত্রিধাছিত এবং অসংখ্যক হট্টলেও বিক্রমদ্বারা লাভ করিয়াছ।

৭০ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা উদকবতী, ভূতসমূহের আশ্রয়নীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুচুষা, সুরূপ বিশিষ্টা, বকনের ধারণ কার্যদ্বারা পৃথক রূপে ধারিতা, অজরা এবং বহু রেতস্কা।

২। অসদ্বতা, বহুধারাবিশিষ্টা, উদকবতী ও শুচিত্রতা (দ্যাবাপৃথিবী) স্রুতি ব্যক্তিকে উদক দান করেন, হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা এই ভুবনের রাজ্ঞী, তোমরা আমাদের যাহা মনুষ্যগণের হিতকর এরূপ রেতঃ স্বেচন কর।

৩। হে ধিষণা দ্যাবাপৃথিবী! যে মর্ত্য (তোমাদের) লুপ্ত গমনের জন্য (হব্য) দান করেন, তিনি সিদ্ধ মনোরথ হন এবং অপত্যগণের সহিত প্রবৃদ্ধ হন। কথের উপরি তোমাদিগের সিদ্ধ (রেতঃ) নানা বর্ণবিশিষ্ট এবং সমানকর্ম্ম (গদার্থরূপে) উৎপন্ন হয়।

৪। দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বারা আবৃত্তা এবং জলকে আশ্রয় করেন তাঁহারা জল সংপূর্ণতা, জলবর্ষায়িত্রী, বিস্তীর্ণা, প্রেমিতা এবং যজ্ঞে পূরস্কৃতা । প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট যজ্ঞার্থে সুখ যাক্তা করেন ।

৫। মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদ্রুঘা, মধুব্রতা, দেবভাজুতা এবং আশাদিগের যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশঃ, অন্ন ও সুবীৰ্য্য দানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আশাদিগকে মধুদ্বারা সিক্ত ককন ।

৬। পিতা দ্যুলোক এবং মাতা পৃথিবী আশাদিগকে অন্নদান ককন । বিশ্ববিৎ, সুকর্মা পরস্পর রমমাণ এবং সকলের সুখকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আশাদিগকে পুজাদি, বল এবং ধন প্রেরণ ককন ।

৭১ সূক্ত ।

সবিতা দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

১। সেই সুকর্মা সবিতাদেব দানার্থে হিরণ্য বাহুদয় উদ্যত করেন । মহান, যুবা, সুদক্ষ (সবিতাদেব), লোকের ধারণার্থ জনপূর্ণ বাহুদয় প্রেরণ করেন ।

২। আমরা যেন সেই সবিতাদেবের প্রসবকার্য্যে ও শ্রেষ্ঠধন দান বিষয়ে (সমর্থ) হই । (হে সবিতাদেব) ! তুমি, সমস্ত দ্বিপদের স্থিতি ও প্রসব কার্য্যে (সক্ষম) এবং চতুষ্পদের স্থিতি ও প্রসব কার্য্যে সক্ষম ।

৩। হে সবিতাদেব ! তুমি অন্য অহিংসিত এবং সুখকর তেজদ্বারা আশাদিগের গৃহ রক্ষা কর । তুমি হিরণ্য জিহ্বাবিশিষ্ট, তুমি সবতর সুখ দান কর এবং (আশাদিগকে) রক্ষা কর । আশাদিগের অনিচ্ছাশংসী ব্যক্তি যেন প্রভুত্ব করিতে পারে না ।

৪। প্রশান্তান্তঃকরণ, হিরণ্যপাণি, হিরণ্য হ্রুবিশিষ্ট, যাগযোগ্য, মনোরম বাক্যবিশিষ্ট, সেই সবিতাদেব রাত্রির অবসানে উত্থিত হউন । তিনি হব্যদাতাকে প্রভুত অন্ন প্রেরণ ককন ।

৫। সবিতাদেব উপবস্তার ন্যায় হিরণ্য এবং শোভনাবয়ব বাহুদয় উদ্যত ককন । তিনি পৃথিবী হইতে দ্যুলোকের উরত প্রদেশসমূহে

আরোহণ করেন এবং গমনশীল যে কিছু মহৎ বস্তু (তিরোহিত থাকে) তাহাদিগকে প্রীত করেন ।

৬ । হে সবিতা ! অদ্য আমাদিগকে ধন দান কর, কল্য আমাদিগকে ধন দান কর, প্রতিদিন আমাদিগকে ধন দান কর । হে দেব ! যেহেতু তুমি, নিবাসভূত প্রভূত ধনের (দাতা), অতএব আমরা এই স্তুতিদ্বারা ধন লাভ করিব ।

৭২ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও সোম দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

১ । হে ইন্দ্র ও সোম ! তোমাদিগের সেই মহত্ত্ব প্রভূত । তোমরা মহৎ এবং মুখ্য (ভূতসমূহ) করিয়াছ । তোমরা সূর্য্য লাভ করাইয়াছ, তোমরা জল লাভ করাইয়াছ । তোমরা সমস্ত তমঃ ও নিন্দকদিগকে বধ করিয়াছ ।

২ । হে ইন্দ্র ও সোম ! তোমরা উষাকে প্রকাশিত কর, সূর্য্যকে জ্যোতির সহিত উর্দ্ধে নীত কর এবং অন্তরীক্ষদ্বারা দ্ব্যলোককে স্তম্ভিত কর । তোমরা, মাতা পৃথিবীকে প্রথিত কর ।

৩ । হে ইন্দ্র ও সোম ! জল পরিবৃতকারী অহি রূত্রে বধ কর । দ্ব্যলোক তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল । তোমরা নদীর জলসমূহ প্রেরণ কর এবং বহু সমুদ্রকে (জল দ্বারা) পূর্ণ কর ।

৪ । হে ইন্দ্র ও সোম ! তোমরা গাভীসমূহের অপক উদ্যোদেশে পক (দুগ্ধ) নিহিত করিয়াছ এবং নানাবর্ণ এই গোলসমূহের মধ্যে অবজ্ঞ ও শুল্কবর্ণ (দুগ্ধ) ধারণ করিয়াছ ।

৫ । হে ইন্দ্র ও সোম ! তোমরা তারক, অপত্যবৃন্ত এবং অবগযোগ্য ধন শীঘ্র দান কর । হে উগ্র (ইন্দ্র ও সোম) ! তোমরা যথুধ্যগণের হিতকর এবং শক্রসেনার অভিতকর বল বর্দ্ধিত কর ।

৭৩ সূক্ত ।

রুহম্পতি দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

১। যে রুহম্পতি অগ্নি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত ইইয়াছেন, যিনি সত্যবানু, অঙ্গিরা ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকদ্বয়ে সুন্দররূপে গমন করেন, যিনি দীপ্তস্থানে বর্তমান এবং যিনি আমাদিগের পিতা, (সেই রুহম্পতি) বর্ষক ইইয়া দ্যাবাপৃথিবীতে গর্জজন করেন ।

২। যে রুহম্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি রত্নগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করেন এবং পুরী সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন ।

৩। এই রুহম্পতিদেব, ধন এবং গো সহিত গোব্রজসমূহ জয় করিয়াছেন। রুহম্পতি অপ্রতীত ইইয়া যজ্ঞকর্ম ভোগ করিতে ইচ্ছা করতঃ স্বর্গের অমিত্রকে অর্চনা সাধন মন্ত্রের দ্বারা বধ করেন ।

৭৪ সূক্ত ।

সোম ও রুদ্র দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

১। হে সোম ও রুদ্র ! তোমরা অসূর্য্য (বল) দান কর । যজ্ঞ সকল প্রতিগৃহে তোমাদিগকে পর্য্যাপ্তরূপে ব্যাপ্ত ককক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হও ।

২। হে সোম ও রুদ্র ! যে রোগ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সংক্রামক (রোগ) বিষোজিত কর এবং নিষ্কৃতি বাহাতে পরাঙ মুখ হয়, সেই রূপে বাধা দান কর । আমাদিগের কল্যাণজনক অন্ন হউক ।

৩। হে সোম ও রুদ্র ! তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্ম এই সকল ভেবজ ধারণ কর । আমাদের কৃত যে পাপ আমাদিগের শরীরে বদ্ধ আছে, তাহা শিথিল কর এবং আমাদিগের ইহিতে যুক্ত কর ।

৪। হে সোম ও বরুণ ! তোমাদের দীপ্ত ধনুঃ আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর মুখ প্রদান করিয়া থাক। তোমরা শোভন স্তোত্র অভিলাষ করতঃ আমাদেরিগকে ইহলোকে অত্যন্ত সুখী কর। তোমরা আমাদেরিগকে বরুণের পাশ হইতে প্রযুক্ত কর এবং আমাদেরিগকে রক্ষা কর।

৭৫ সূক্ত।

প্রথম মস্তকের বর্ষ্ম দেবতা ; দ্বিতীয়ের ধনুঃ ; তৃতীয়ের জ্যা ; চতুর্থের আর্তমী ; পঞ্চমের ইমুধি ; ষষ্ঠের পূর্বাঙ্কের সারথি ; ষষ্ঠের উত্তরাঙ্কের রথি ; সপ্তমের অশ্ব ; অষ্টমের রথ ; নবমের রথগোপগণ ; দশমের স্তোতা, পিতা, সোম্য, দ্যাবা, পৃথিবী ও পৃষা দেবতা ; একাদশ ও দ্বাদশের ইমু দেবতা ; ত্রয়োদশের প্রতোদ ; চতুর্দশের হত্তয় ; পঞ্চদশ ও ষোড়শের ইমুদেবতা ; সপ্তদশের মুচ্ছভূমি, ব্রহ্মগম্পতি এবং অদিতি দেবতা ; অষ্টাদশের কবচ, সোম ও বরুণ দেবতা ; ঊনবিংশের দেবগণ ও ব্রহ্মদেবতা(১)। ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি।

১। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে (এই রাজা) যখন বর্ষ্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার জীমূতের ন্যায় রূপ হয় (হে রাজা) ! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয়লাভ কর ; বর্ষ্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক।

২। আমরা ধনুদ্বারা গাভী জয় করিব ; ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করিব ; ধনুদ্বারা ভীত মদোন্মত্ত (শত্রুসেনা) বধ করিব। ধনু শত্রুর কামলা মর্ট করুক, (আমরা) ধনুদ্বারা সর্কদিক্ জয় করিব।

৩। এই ধনু সংলগ্ন জ্যা সংগ্রাম কালে যুদ্ধের পারে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যেন প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই (ধনুর্দ্বারীর) কর্ণের নিকট আগমন করে এবং স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বানকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে।

(১) বৃহৎ ষাটকালে রাজাকে বর্ষ্মাদি পরিধান করাইবার সময় এই সূক্তোক্ত ঋকগুলি উচ্চারণ করিতে হয়। এই সূক্ত হইতে বৃহদের অস্ত্র শস্ত্র ও আরোহণ জব্যাসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। সেই (ধনুস্ফোটিদ্বয়) অনন্যমনস্কা জ্বীর ন্যায় আচরণ করিয়া (শত্রুকে) আক্রমণ করিবার সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য (রাজাকে) রক্ষা করুক এবং স্বকার্য্য উত্তমরূপে অবগত হইয়া গমনপূর্ব্বক এই রাজার অমিত্রদিগকে হিংসা করিয়া শত্রুগণকে বিদ্ধ করুক ।

৫। এই তুণীর বহুতর (বাণের) পিতা ; অনেকগুলি (বাণ) ইহার পুত্র ; (বাণ তুলিবার সময়) এই তুণীর (চিহ্না) শব্দ করে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠ-ভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে (বাণ) প্রসবপূর্ব্বক সমস্ত সেনাজয় করে ।

৬। সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানেই লইয়া বাইতে ইচ্ছা করে, সেই থানেই লইয়া যায় । রশ্মিসমূহ (অশ্বের) পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে, তাহাদিগের মহিমা স্তব কর ।

৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে এবং পলায়ননা করিয়া হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে ।

৮। হব্য যেমন অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ এই রাজার রথবাহিত ধন ইহাকে বর্দ্ধিত করুক । রথে ইহার অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে, আমরা সর্বদা প্রসন্নমনে সেই সুখকর রথের সমীপে গমন করি ।

৯। (রথের) রক্ষকগণ বিপক্ষদিগের সুস্বাদু (অন্ন) নষ্ট করিয়া (স্বপক্ষীয়দিগকে) অন্ন দান করে । বিপৎকালে ইহাদিগের আশ্রয় লওয়া যায় । ইহারা শক্তিমান, গম্ভীর, বিচিত্র সেনাযুক্ত, বাণ বলবিশিষ্ট, অহিংস, বীর, মহান্ এবং বহুতর শত্রুকে জয় করিতে সক্ষম ।

১০। হে স্তোতাগণ(২) ! হে পিতৃগণ ! হে যজ্ঞবর্দ্ধক সোম্যগণ ! ✓ তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মঙ্গলকর হও । পৃষা আমাদের পাপ হইতে রক্ষা করুন ; আমাদের পাপশংসী (শত্রু) যেন প্রভুত্ব না করিতে পারে ।

১১। (বাণ) সুপর্ণ ধারণ করে ; যুগ উহার দণ্ড(৩) । উহা গাভী কর্তৃক(৪) সম্যক্রূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয় । যেখানে

(২) মূলে “ব্রাহ্মণ্যাসঃ” আছে । ✓

(৩) “যুগ” শব্দে যুগাবয়ব শব্দ অথবা শত্রুকে অধেষণকারী। সায়ণ ।

(৪) গোবিকার আয়ুসমূহ অথবা জ্যা ।

নেতাগণ একত্রে ও পৃথকরূপে বিচরণ করেন, বাণসমূহ আমাদের কাছে সেই স্থানে মুখ দান ককন ।

১২। হে বাণ ! আমাদের কাছে পরিবর্দ্ধিত কর ; আমাদের শরীর পাশা-
ণের ন্যায় হউক । সোম আমাদের হইয়া বলুন ; অদিতি মুখ দান ককন ।

১৩। হে কশ্য ! প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট সারথীগণ (তোমার দ্বারা)
ইহাদিগের সঙ্কথিতে আঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঘাত করে ; তুমি
সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ কর ।

১৪। হস্তম্ম(৫) জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় শরীরের
দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জাতব্য বিষয় অবগত হয়
ও পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে ।

১৫। যাহা বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহার মুখ
লোহময়, সেই পর্জন্ম কার্যভূত রুহং ইবু দেবতাকে এই নমস্কার ।

১৬। হে মস্তুর দ্বারা তীক্ষ্মীকৃত, হিংসাকুশল (ইবু) ! তুমি বিস্মৃষ্ট
হইয়া পতিত হও, গমন কর এবং অমিত্রদিগকে প্রাপ্ত হও । তুমি অমিত্র-
গণের মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিও না ।

১৭। মুণ্ডিত কুমারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে (যুদ্ধ ভূমিতে) সম্প্রতিত
হয়, তথায় ব্রহ্মস্পতি আমাদের কাছে সর্বদা মুখ দান ককন, অদিতি মুখদান
ককন ।

১৮। তোমার মর্ম্মস্থানসমূহ বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিব ; অনন্তর
সোমরাজ্য তোমাকে অমৃতদ্বারা আচ্ছাদন ককন । বকন তোমাকে শ্রেষ্ঠ
হইতেও শ্রেষ্ঠ (মুখ) দান ককন ; তুমি জয়ী হইলে দেবগণ হৃষ্ট হউন ।

১৯। যে জাতি আমাদের প্রতি হৃষ্ট নহেন, যিনি দূরে থাকিয়া
✓ আমাদের কাছে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা ককন,
মত্বই(৬) আমার (শর) নিবারক বর্ম্ম ।

(৫) ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা
যায়, তাহার নাম হস্তম্ম ।

✓ (৬) মূলে “ব্রহ্ম” আছে । অর্থ মস্ত্র । সারণ ।

সপ্তম মণ্ডল ।

১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বলিষ্ঠ ঋষি ।

১। ঐশান্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতা-
গণ অরুণদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করেন ।

২। যিনি গৃহে নিত্য পূজনীয় ছিলেন, সেই সুদর্শন অগ্নিকে সর্ব-
প্রকার (ভয়) হইতে রক্ষার্থে বসুগণ(১) গৃহে নিহিত করিয়াছিলেন ।

৩। হে যুবতম অগ্নি ! তুমি প্রকটরূপে সমিদ্ধ হইয়া অজস্র জ্বালায়
সহিত আমাদের পুরোভাগে প্রদীপ্ত হও ; বহুঅন্ন তোমার নিকট উপগত
হইতেছে ।

৪। সুজাত নেতাগণ যে অগ্নির নিকট সমাসীন হন, লৌকিক অগ্নি-
সমূহ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান, কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সেই অগ্নিসমূহ
বিশেষরূপে দীপ্তি পান ।

৫। হে অভিববকুশল অগ্নি ! শত্রু হিংসায়ুক্ত হইয়া যাহা বাধা দিতে
পারে না, সেই কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সুন্দর অপত্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধন, তুমি
স্তোত্রপ্রযুক্ত হইয়া আমাদের দান কর ।

৬। হব্যযুক্তা যুবতী জুহু দিবারাত্র সুদক্ষ (অগ্নির) নিকট আগমন
করে, স্বকীয় দীপ্তি ধনাতীলাষী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে ।

৭। হে অগ্নি ! তুমি যে তেজের দ্বারা পঞ্চ শব্দকারীকে দক্ষ করিয়া
থাক, সেই তেজবলে সমস্ত শত্রুগণকে দক্ষ কর । তুমি উৎকৃষ্টতাপ দূর করতঃ
রোগ নাশ কর ।

৮। হে বসিষ্ঠ শুল্ক, দীপ্ত, পাবক অগ্নি! যাহারা তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাহাদিগের ন্যায় আমাদিগেরও এই স্তোত্রে তুমি হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

৯। হে অগ্নি! যে পিতৃহিত, মর্ধ্য নেতাগণ তোমাদের তেজঃ বহু-দেশে বিতরিত করিয়াছেন; (তাহাদিগের ন্যায়) আমাদেরও এই (স্তোত্রে) প্রসন্ন হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

১০। যাহারা আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের স্তুতি করেন, (সেই) এই শূর নেতাগণ সংগ্রামসমূহে সমস্ত মায়া অভিভব করেন।

১১। হে অগ্নি! আমরা শূন্য (গৃহে) বাস করিব না, (অন্য) মনুষ্যের (গৃহে) বাস করিব না। হে গৃহের হিতকর (অগ্নি)! আমরা পুত্রশূন্য ও বীরশূন্য; আমরা তোমার পরিচর্যা করতঃ প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করিব।

১২। অশ্ববানু (অগ্নি) যে যজ্ঞের (আশ্রয়ভূত গৃহে) গমন করেন, আমাদিগকে সেই ভূতাদিযুক্ত, সুন্দর অপত্যবিশিষ্ট এবং ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা বর্দ্ধমান গৃহ (দান কর)।

১৩। হে অগ্নি! আমাদিগকে অপ্রীতিকর রাক্ষস হইতে রক্ষা কর, অদাতা, পাণপেচ্ছুক হিংসক হইতে রক্ষা কর। আমি তোমার সাহায্যে পুতনাকাম ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করিব।

১৪। বলবানু, দৃঢ়হস্ত, বহুঅঙ্গবিশিষ্ট, তনয় ক্ষয়রহিত (স্তোত্র) দ্বারা যে (অগ্নির) পরিচর্যা করে, সেই অগ্নি অন্য অগ্নিকে অভিভূত করুক।

১৫। যিনি প্রবোধককে হিংসা ও পাণ হইতে রক্ষা করেন, যাহাকে সূজয়া বীরগণ পরিচর্যা করেন, তিনিই অগ্নি।

১৬। যাহাকে সমৃদ্ধ ও হব্যযুক্ত ব্যক্তি সম্যকরূপে দীপ্ত করেন, যাহাকে হোতা যজ্ঞে পরিগমন করেন, সেই এই অগ্নি বহুদেশে আভূত হন।

১৭। হে অগ্নি! আমরা ধনেশ্বর হইয়া তোমার উদ্দেশে নিত্য স্তোত্র ও শস্ত্রদ্বারা যজ্ঞে প্রভূত হব্য দান করিব।

১৮। হে অগ্নি ! তুমি অনবরত দেবগণের নিকট এই অত্যন্ত কমণীয় হব্য বহন কর এবং গমন কর । (দেবগণের) প্রত্যেক আমাদের এই মুরতি (হব্য) কামনা করেন ।

১৯। হে অগ্নি ! আমাদের অপুত্রতা প্রদান করিও না, মন্দ বস্ত্র প্রদান করিও না, এই অমতি আমাদের প্রদান করিও না, আমাদের ক্ষুধা প্রদান করিও না, রাকসের হস্তে প্রদান করিও না । হে সত্যবান্ অগ্নি ! আমাদের গৃহে হিংসা করিও না, বনে হিংসা করিও না ।

২০। হে অগ্নি ! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর । হে দেব ! তুমি যজ্ঞবান্দিগকে অন্ন প্রেরণ কর । আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি ; তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

২১। হে বলেরপুত্র অগ্নি ! তুমি সুন্দর আস্থানবিশিষ্ট ও রমণীয় দর্শন, তুমি শোভনদীপ্তির সহিত প্রদীপ্ত হও । তুমি সহায় হও এবং ঔরস-পুত্র দক্ষ করিও না ; আমাদের মনুষ্য হিতকর পুত্র যেন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয় ।

২২। হে অগ্নি ! তুমি সহায় হও এবং ঋত্বিকৃণ কৰ্ত্তৃক সমিদ্ধ অগ্নি-গণকে বলিও, গেন তাঁহারা আমাদের মুখে ভরণ করেন । হে বলেরপুত্র অগ্নিদেব ! তোমার নিগ্রহ বুদ্ধি ভ্রমেও যেন আমাদের ব্যাপ্ত না করে ।

২৩। হে সূতেজা অমর্ত অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান করে, সেই মর্ত্য ধনবান্ হয় । যাহার নিকট স্তোতা অর্থী জিজ্ঞাসা করতঃ গমন করে, সেই অগ্নিদেব যজ্ঞমানকে ধারণ করেন ।

২৪। হে অগ্নি ! তুমি আমাদের মহৎ কল্যাণকর (কর্ম) অবগত আছ । হে বলপুত্র ! আমরা তোমার স্তোতা, আমরা যদ্বারা, অকৌণ, পূর্নায়ুঃ এবং কল্যাণকর পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া হৃষ্ট হইতে পারি, আমাদের দিগকে এরূপ মহৎ ধন দান কর ।

২৫। হে অগ্নি ! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর ; হে দেব ! তুমি যজ্ঞবান্দিগকে অন্ন প্রেরণ কর । আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২ সূক্ত।

আগ্নী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নি! অদ্য আমাদের সমিধ্ সেবা কর; যজনীয় ধূম প্রেরণ করতঃ অভ্যন্ত দীপ্ত হও; তপ্ত (রশ্মির) দ্বারা অন্তরীক্ষের সানুপ্রদেশ স্পর্শ কর এবং সূর্য্যের রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত হও।

২। সূক্রতু, দীপ্তিমান এবং কর্ম্মসমূহের ধারয়িতা, যে দেবগণ উভয়(১) হবা ভক্ষণ করেন, আমরা তাঁহাদের মধ্যে স্তোত্রদ্বারা যজনীয় নরাশ্রমের মহিমার স্তুতি করি।

৩। তোমরা স্তুতিযোগ্য, অসুর(২), সুদক্ষ, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে দূত, সত্যবাক্, মনুষ্যাগণের ন্যায় মনুকর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে সর্বদা পূজা কব।

৪। পরিচর্যাভিলাষীগণ জ্ঞানু পাতিয়া পাত্র পূর্ণ করতঃ হব্যের সহিত অগ্নিকে বর্হিঃ দান করিতেছেন। হে অধ্বর্যুগণ! যতপৃষ্ঠ, স্থলবিন্দুযুক্ত (বর্হিঃ) হোম করতঃ প্রদান কর।

৫। সুকর্মা, দেবাভিলাষী এবং রথাভিলাষীগণ যজ্ঞে দ্বারপ্রাশ্রয় করিয়াছেন। মাতৃদয় যেরূপ শিশুকে লেহন করে সেইরূপ লেহনকারীও

(১) অর্থাৎ দৈমিক ও হবিঃ সংস্থাদি। সাধারণ।

(২) পঞ্চম অষ্টকে “অসুর” শব্দের আটবার ব্যবহার হইয়াছে, যথা—

| ৭ মণ্ডলের | ২ সূক্তে | ৩ ঋকে | অসুর শব্দ | অগ্নি | সম্বন্ধে |
|-----------|----------|-------|-----------|--------------|----------|
| ৬ | ১ | ১ | অসুর | বৈশ্বানর | “ |
| ১৩ | ১ | ১ | অসুর | অগ্নি | “ |
| ৩০ | ১ | ১ | অসুর | অগ্নি | “ |
| ৩৬ | ২ | ১ | “ | মিত্র ও বরুণ | “ |
| ৫৬ | ২৪ | ১ | “ | বীর | “ |
| ৬৫ | ২ | ১ | “ | মিত্র ও বরুণ | “ |
| ৯৯ | ৫ | ১ | “ | বর্গী | “ |

পূর্বাভিমুখী (জুহু ও উপভূতিকে) অধ্বর্যুগণ মদীর নায় যজ্ঞে সিক্ত করিতেছেন ।

৬। যুবতী, দিব্যা, মহতী, কুশোপরি আঁসীনা, বলস্ক্রতা, ধনবতী, বজ্রার্হা, অহোরাত্রি কামদুধা ধেমুর নায় কল্যাণের জন্য আমাদিগকে আশ্রয় ককন ।

৭। হে বিপ্র, জাতবেদা, মনুষ্যগণের যজ্ঞে কর্মকর্তা (দেবীদ্বয়) ! আমি তোমাদিগকে বাগ করিবার জন্য স্তুতি করি । স্তব করা হইলে পর আমাদের যজ্ঞ দেবাভিমুখী কর ; তোমরা দেবগণের মধ্যে (বিদ্যমান) বরণীয় (ধন) বিভাগ করিয়া দাও ।

৮। ভারতীগণের সহিত সঙ্গতাভারতী আগমন ককন, দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত ইলা আগমন ককন, অগ্নিও আগমন ককন । সারস্বত-গণের সহিত সরস্বতীও আগমন ককন । দেবত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে এই কুশে উপবেশন ককন(৩) ।

৯। হে দেবতৃষ্ণা ! যদ্বারা বীর, কর্মকুশল, বলশালী ও (সোঁমাভিষবের জন্ম) প্রস্তুত হস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তাদৃশ ত্রাণকুশল ও প্রতিকারী বীৰ্য্য প্রদান কর ।

১০। হে বনস্পতি ! তুমি দেবতাগণকে সমীপে আনায়ন কর । পশুর সংস্কারক অগ্নি (বনস্পতি) দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ ককন । সেই যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নি) যজ্ঞ ককন, কারণ তিনিই দেবতাগণের জন্ম জামেন ।

১১। হে অগ্নি ! তুমি দীপ্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও ত্বরাণ্বিত দেবগণের সহিত এক রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর । সুপুল্লবিশিষ্টা অদिति আমাদের কুশে উপবেশন ককন । নিত্য দেবগণ স্বাহাযুক্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ ককন ।

(৩) এই ৮, ৯, ১০ ও ১১ ঋক্ ৩ মণ্ডলের ৪ সূক্তের ৬ ঋকের অনুরূপ । উক্ত সূক্তের ৮ ঋকের ভারতী ও সারস্বত লবঙ্গীয় দীকা দেখ ।

৩ হুক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। (হে দেবগণ) ! যিনি মর্ত্যগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, যুতান্বিত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও (অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত কর।

২। যখন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণ করতঃ ও শব্দ করতঃ মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষ সমূহে) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি) ! তোমার কৃষ্ণ বর্ণবস্মা হয়।

৩। হে অগ্নি ! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হইয়া উদগাত হয়, (তাহার) আরোচমান ধূম ছালোকে গমন করে, হে অগ্নি ! তুমি দূত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক।

৪। যখন তুমি দন্তদ্বারা কাঁঠাদি, অন্ন ভক্ষণ কর, তোমার তেজঃ পৃথিবীতে বিমিশ্রিত হয়। তোমার শিখা সেনার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া গমন করে, হে দর্শনীয় অগ্নি ! তুমি শিখাদ্বারা যবেগ ন্যায় (কাঁঠাদি) ভক্ষণ কর।

৫। মনুষ্যাগণ যুবতম অতিথির ন্যায় পূজ্য, সেই অগ্নিকে তাহার স্থানে রাত্রিতে ও দিবাভাগে প্রদীপ্ত করতঃ সততগামী অশ্বের ন্যায় পরিচর্যা করে। আলুত অভীষ্টবর্ষী অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়।

৬। হে সুন্দর তেজোবিশিষ্ট অগ্নি ! তুমি যখন সূর্য্যের ন্যায় সমীপে দীপ্তি পাও, তখন তোমার রূপ দর্শনীয় হয়। তেমার তেজঃ অন্তরীক্ষ হইতে অগ্নির ন্যায় নির্গত হয় ; তুমি দর্শনীয় সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং দীপ্তি প্রদর্শন করাইয়া থাক।

৭। হে অগ্নি ! আমরা যে রূপ গব্য ও যুতযুক্ত হবোর দ্বারা তোমাদিগকে স্বাহা দান করিব, হে অগ্নি ! তুমিও সেইরূপ সেই অমিত

• তেজোবলে অপরিমিত অয়োনির্মিত(১) নগরীদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

৮। হে বলেরপুত্র জাতবেদা! তুমি দানশীল, তোমার যে (নিখা) আছে এবং যে বাক্যদ্বারা পুত্রবান্ (প্রজাগণকে) তুমি রক্ষা কর, সেই সমুদয়দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; প্রশস্ত এবং হব্যপ্রেরক স্তোতাগণকে রক্ষা কর।

৯। যখন শুচি অগ্নি স্বকীয় শরীর দ্বারা কৃপাবশতঃ রোচমান হইয়া তীক্ষ্ণীকৃত পরশুর ন্যায় (কাষ্ঠহইতে) নির্গত হয়েন, তখন তিনি বাণযোগ্য হয়েন। কমনীয়, সুকর্মা পাবক অগ্নি মাতৃভূত (অরুণিহয় হইতে) জাত হইয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগকে এই সুন্দর (ধন) দান কর, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও স্মৃচোতাঃ (পুত্র) লাভ করিতে পারি। সমস্ত (ধন) উদগাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হউক; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমরা শুভ্র এবং দীপ্ত অগ্নিকে সুপুত্ৰ হবা ও স্তুতি প্রদান কর। অগ্নি দৈব ও মনুষ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রজ্ঞাদ্বারা গমন করেন।

২। অগ্নি অরুণি হইতে যুবতম হইয়া জাত হইয়াছেন, অতএব সেই মেধাবী অগ্নি তরুণ হউন। দীপ্ত দণ্ড অগ্নি বনসমূহ অগ্নিসংযুক্ত করেন এবং ক্ষণমাত্রে প্রভূতঅন্ন ভক্ষণ করেন।

৩। মর্ত্ত্যগণ যে শুভ্র (অগ্নিকে) দেবের মুখ্য স্থানে পরিগ্রহণ করেন, যিনি পুরুষগণকর্তৃক গৃহীত (বস্ত্র) সেবা করেন, সেই অগ্নি মনুষ্যগণের জন্য (শত্রুগণের) দুঃসেব্যরূপে দীপ্তি পান।

• (১) মূলে "আরনীতিঃ" আছে। লোহময় নগর কি? অতিশয় নিরাপদে রাখা, এই বর্ষ। লায়ন "আরনীতিঃ" অর্থে "হিরণ্ময়ীতিঃ" করিয়াছেন।

৪ । কবি, প্রকাশক, অমর অগ্নি, অকবি মর্ত্যগণ মধ্যে নিহিত হইয়াছেন । হে বলবানু (অগ্নি) ! আমরা সর্বদা তোমার ভক্ত থাকিব, তুমি আমাদের হিংসা করিও না ।

৫ । যেহেতু অগ্নি কৰ্ম্মদ্বারা দেবগণকে পার করিয়াছেন, অতএব তিনি দেবকৃত স্থানে উপবেশন করেন । ওষধি ও বৃক্ষসমূহ, বিশ্বধারক ও গর্ভে (বিদ্যমান) সেই অগ্নিকে ধারণ করে, ভূমিও তাঁহাকে ধারণ করে ।

৬ । অগ্নি প্রভূত অমৃত দান করিতে সক্ষম ; সুন্দর বীৰ্য্যযুক্ত ধন দান করিতে সক্ষম । হে বলবানু (অগ্নি) ! আমরা যেন পুত্রাদিরহিত হইয়া উপবেশন না করি, রূপরহিত হইয়া উপবেশন না করি এবং পরিচর্য্যা-রহিত হইয়া উপবেশন না করি ।

৭ । অশ্বগণী ব্যক্তির ধন পর্যাণ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্য ধনের পতি হইব । হে অগ্নি ! যেন অপত্য অন্য জাত(১) না হয় । অবৈতায় পথ জানিও না ।

৮ । অন্য জাত পুত্র সুখকর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অথবা মনে করিতে পারা যায় না । আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে । অতএব অববান, শক্রনাশক, নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন ককক ।

৯ । হে অগ্নি ! তুমি আমাদের হিংসক হইতে রক্ষা কর, হে বলবানু ! তুমি আমাদের পাপ হইতে রক্ষা কর, নির্দোষ অন্ন তোমার নিকট গমন ককক, সুহৃদগণ সহস্রসংখ্যক ধন আমাদের প্রাপ্ত হউক ।

১০ । হে অগ্নি ! আমাদের এই সুন্দর (ধন) দান কর ; আমরা যেন যজ্ঞকারী ও স্মৃচতাঃ (পুত্র) লাভ করিতে পারি । সমস্ত (ধন) উন্মাতাগণের ও স্ততিকারীগণের হউক ; তোমারা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

(১) মূল “অন্যজাতং” আছে । অন্যজাত অপত্য অর্থ কি? এই ঋকে ও পরের ঋকে কি দত্তকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ?

৫ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে বৈশ্বানর যজ্ঞে জাগরিত সমস্ত দেবগণের সহিত রুদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেই প্রবুদ্ধ এবং অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে গমনশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর।

২। নদীগণের নেতা যে জলবর্ষী অর্চিত অগ্নি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নিম্নত হইয়াছেন, সেই বৈশ্বানর শ্রেষ্ঠ হব্যদ্বারা বর্জিত হইয়া মনুষ্য প্রজাগণের অভিযুখে শোভা পান।

৩। হে বৈশ্বানর! যখন তুমি পুরুষ সমীপে দীপ্যমান হইয়া (তাহার শত্রুর) পুরী বিদীর্ণ করতঃ প্রজ্বলিত হইয়াছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিরী প্রজাগণ পরস্পর অসমেত হইয়া ভোজন আগরতঃ আগমন করিয়াছিল।

৪। হে বৈশ্বানর অগ্নি! অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও দু্যলোক তোমার ব্রত সেবা করে। তুমি অজস্র প্রকাশদ্বারা দীপ্যমান হইয়া স্বদীপ্তিতে দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত কর।

৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রজাগণের পতি, ধনসমূহের নেতা এবং উষা ও দিবসের মহান্ কেতু স্বরূপ। অশ্বগণ কাময়মান হইয়া তোমাকে সেবা করে, পাপনাশক ও মৃতযুক্ত বাক্য তোমাকে সেবা করে।

৬। হেমিত্রগণের পূজয়িতা অগ্নি! বসুগণ তোমাতে বল স্থাপিত করিয়াছেন, তোমার কর্ম সেবা করিয়াছেন। তুমি আর্ঘ্যের জন্য অধিক তেজঃ উৎপন্ন করতঃ দম্যগণকে স্থান হইতে নির্গত করিয়াছ(১)।

৭। তুমি পরম ব্যোম প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া বায়ুর ন্যায় সদ্য সোম পান কর। হে জ্ঞাতবেদা! তুমি জলসমূহ উৎপন্ন করতঃ অপত্যের ন্যায় পালনীয় ব্যক্তির অভিলাষ প্রদান করিয়া গর্জ্জন করিয়া থাক।

(১) অর্থাৎ তোমার সহায়তায় আর্ঘ্যগণ অনাৰ্য্য বরুণদিগকে তাহাদিগের প্রাচীন প্রদেশসমূহ হইতে নিঃসারিত করিয়া সেই প্রদেশ অধিকার করিয়াছে।

৮ । হে সকলের বরণীয় অগ্নি ! যদ্বারা ধন রক্ষা কর এবং হবাদাতা
মনুষ্যের বিস্তীর্ণ যশঃ রক্ষা কর, হে জাতবেদা বৈশ্বানর অগ্নি ! তুমি আমা-
দিগকে সেই দীপ্তিমান্ অন্ন প্রদান কর ।

৯ । হে অগ্নি ! আমরা যজ্ঞকারী, আমাদেরিগকে বলঅন্ন, ধন এবং
স্তুতিযোগ্য বল প্রদান কর । হে বৈশ্বানর অগ্নি ! তুমি কঙ্গগণ ও বসুগণের
সহিত আমাদেরিগকে মহৎ ধন দান কর ।

৬ সূক্ত ।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১ । আমি পুরীসমূহের ভেদকারীকে বন্দনা করি । বন্দ্যমান হইয়া
সত্রাট, অশুর, বীর ও জনসমূহের স্তুতিযোগ্য এবং বলবান ইন্দ্রের ন্যায়
সেই (বৈশ্বানরের) স্তুতি ও কর্মসমূহ কীৰ্ত্তন করিব ।

২ । অগ্নি, কবি, কেতুস্বরূপ, অগ্নিধারী, দীপ্তিমান, মুখকর ও মধ্যবা-
পৃথিবীর রাজা, (দেবগণ) সেই অগ্নিকে প্রীত করেন । আমি পুরী-
বিদারক অগ্নির পুরাতন মহৎ কর্মসমূহ স্তুতিদ্বারা কীৰ্ত্তন করিব ।

৩ । অগ্নি, যজ্ঞ রহিত, জম্পক, হিংসিতবাক্, অজ্ঞারহিত, রুদ্ধি শূন্য
পগিনামক যজ্ঞহীন সেই দস্যুদিগকে বিদূরিত ককন ; তিনি প্রধান হইয়া
অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় ককন ।

৪ । নেতৃত্বম্ যে (অগ্নি) অপ্রকাশমান অজ্ঞকারে (নিমগ্ন) প্রজা-
গণকে ক্ষম্য করতঃ প্রজাদ্বারা ঋজুগামী করিয়াছেন ; আমি সেই ধনস্বামী,
অনন্ত এবং যোদ্ধার দমনকারী অগ্নিকে স্তুতি করি ।

৫ । যিনি শত্রু কোশল(১) আয়ুধদ্বারা হীন করিয়াছেন, যিনি অর্ঘ্য
পত্নী উষাকে (স্বষ্টি) করিয়াছেন ; সেই মহান্ অগ্নি প্রজাগণকে বলদ্বারা
নিকঙ্ক করতঃ নল্লষ রাজার করপ্রদ করিয়াছিলেন ।

৬। সমস্ত লোক সুখের নিমিত্ত যাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া হব্যের সহিত উপস্থিত হয়; সেই বৈশ্বানর অগ্নি পিতৃ মাতৃ ভূত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত (অস্তরীক্ষে) আগমন করিয়াছেন।

৭। বৈশ্বানরদেব, সূর্য্য উদয় হইলে পর অস্তরীক্ষ হইতে তমঃসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্নি অবর অস্তরীক্ষ হইতে তমঃ গ্রহণ করেন, পর সমুদ্র হইতে তমঃ গ্রহণ করেন; দ্ব্যলোকের তমঃ গ্রহণ করেন, পৃথিবীর তমঃ গ্রহণ করেন।

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নিদেব! তুমি অভিভবিতা এবং অশ্বের ন্যায় বেগবান্, আমি তোমাকে স্তুতিদ্বারা প্রেরণ করি। হে বিদ্বান্! তুমি আমাদের যজ্ঞের দূত হও, অগ্নি স্বয়ং দেবগণের মধ্যে দক্ষক্রম বলিয়া প্রজ্ঞাত আছেন।

২। হে অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য এবং দেবগণের সহিত সখ্য সেবা করিয়া থাক; তুমি ভোজ্যবলে পৃথিবীর (তৃণ গুল্মাদি) সানুপ্রদেশ শব্দিত করতঃ সংক্রাদ্বারা সমস্ত বন দক্ষ করিয়া স্বীয় মার্গদ্বারা আগমন কর।

৩। হে যুবতম (অগ্নি)! যখন তুমি সুন্দর সুখযুক্ত হইয়া জাত হও, তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বর্হিঃ নিহিত হয়, স্তুতিযোগ্য অগ্নি ও হোতা তৃপ্ত হন এবং সকলের বরণীয় মাতৃভূত (দ্যাবাপৃথিবী) আন্তৃত হন।

৪। প্রাজ্ঞ মনুষ্যাগণ যজ্ঞে রথী (অগ্নিকে) সন্য উৎপাদন করেন। যিনি ইঁহাদের (হব্য বহন করেন সেই) মদয়িতা, মধুবাক্, যজ্ঞবান্, বিম্পতি অগ্নি মনুষ্যাগণের গৃহে নিহিত হইয়াছেন।

৫। দ্ব্যলোক ও পৃথিবী যাঁহাকে বর্ষিত করেন এবং হোতা যে সকলের বরণীয় অগ্নিকে যাগ করেন, সেই রূত, হব্যবাহক, ব্রহ্মা এবং (সকলের) ধারক অগ্নি আগমন করতঃ মনুষ্যের গৃহে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

৬। যে নরগণ পর্যাণ্ডরূপে মন্ত্র সংস্কার করিয়াছেন, যে মনুষ্যাগণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া বর্দ্ধিত করেন এবং যে মনুষ্যাগণ সত্যভূত এই (অগ্নিকে) প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারা অন্নের দ্বারা সমস্ত (পোষ্যবর্ণ) বর্দ্ধিত করেন।

৭। হে বলেরপুল্ল অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নদ্বারা ব্যাণ্ড কর, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যাঁহার রূপ যতদ্বারা আহুত হয়, নেতাগণ বাধ্যযুক্ত হইয়া যাঁহাকে হব্যের সহিত স্তুতি করে, সেই রাজা, স্বামী, (অগ্নি) স্তুতির সহিত সমিদ্ধ হইতেছেন। অগ্নি উষার অগ্রে দীপ্ত হন।

২। এই হোতা, মদরিতা, মহানু, অগ্নি মনুষ্যকর্তৃক সুমহানু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি দীপ্তি বিকীর্ণ করেন। কৃষ্ণবর্ডা অগ্নি পৃথিবীতে স্রষ্ট হইয়া ওষধিদ্বারা বর্দ্ধিত হন।

৩। হে অগ্নি! তুমি কোন্ (স্বধা) দ্বারা আমাদের স্তুতি ব্যাণ্ড করিবে? স্তূয়মান হইয়া কোন্ স্বধা প্রাপ্ত হইবে? হে শোভনদান (অগ্নি)! আমরা কখন দুস্তর সাধুধনের পতি ও বিভাগকারী হইব?।

৪। যখন এই অগ্নি সুর্য্যের ন্যায় রহং প্রভাশালী হইয়া প্রকাশ পান, তখন তিনি ভরতকর্তৃক প্রথিত হন। যিনি সংগ্রামসমূহে পুরুকে অভিহুত করিয়াছেন, সেই দীপ্যমান দেবগণের অতিথি (অগ্নি) প্রজ্জ্বলিত হইয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! তোমাতে প্রভূত হব্য (প্রদত্ত) হইয়াছে, তুমি সমস্ত তেজের সহিত এসন্ন হও এবং স্তোতার (স্তোত্র) শ্রবণ কর। হে সৃজাত! তুমি স্তূয়মান হইয়া স্বয়ং শরীর বর্দ্ধিত কর।

৬। শত (গাভীর) বিভাগকারী ও সহস্রগাভী সংযুত এবং স্থানদ্বয়ে মহানু(১) (বসিষ্ঠ) এই বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন করিয়াছেন । উহা দীপ্তিমৎ, রোগনিবারক, রাক্ষসনাশক এবং স্তোতাগণের ও (ঔহাদের) বন্ধুর সুখদ হউক ।

৭। হে বলেরপুত্র অগ্নি ! তুমি বশুসমূহের পতি ; বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে । তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অগ্নের দ্বারা ব্যাপ্ত কর ; তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৯ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। অগ্নি জারস্বরূপ : হোতা স্বরূপ, মদয়িতা, কবিতম ও পাবক ; তিনি উষার মধ্যে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন ; তিনি উভয় জন্তুর(১) প্রজা দান করেন, দেবগণকে হব্য দান করেন এবং স্কৃতকারিগণকে ধন দান করেন ।

২। বিনি পনিগণের দ্বার বিরত করিয়াছেন, সেই অগ্নি সুকর্মা । তিনি আমাদের জন্ম বহুক্ষীরবিশিষ্ট ও অর্চনীয় (গাভীসমূহ) হরণ করেন, তিনি হোতা, মাদয়িতা ও দানমনা । অগ্নি রাত্রিসমূহের ও জনগণের তমঃ বিদূরিত করতঃ দৃঢ় হন ।

৩। অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান, শোভন গৃহশিবিষ্ট, মিত্র, অতিথি এবং আমাদের মঙ্গলকর (অগ্নি), বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত হইয়া উষায়ুখে শোভা পান এবং জলের গর্ভরূপে জাত হইয়া ওষধিসমূহে প্রবেশ করেন ।

৪। (হে অগ্নি) ! তুমি মনুষ্যের যজ্ঞ কালে স্তুতিযোগ্য । জাতবেদা যুদ্ধে সজ্জ হইয়া দীপ্তি পান; দর্শনীয় তেজোদ্বারা শোভা পান । স্তুতিসমূহ সমিদ্ধ অগ্নিকে প্রতিবোধিত করে ।

(১) মূলে “দ্বিবর্হাঃ” আছে । লায়ণ অর্থ করিয়াছেন “দ্বাভ্যাং বিদ্যা কর্মভ্যাং ব্রহ্মণ বসিষ্ঠো দ্বয়ো হ্যালোকয়ো মহানু বা ।”

(১) দ্বিপদ ও চতুশ্দ অথবা দেবতা ও মনুষ্য । লায়ণ ।

৫। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের অভিযুখে দোঁতাকার্য্যে গমন কর। স্তুতিকারীদিগকে দলের সহিত হিংসা করিও না। আমাদিগকে রত্ন দান করিবার জন্য তুমি সরস্বতী, মকংগল, অশ্বিনয়, জল, (প্রভৃতি) সমস্ত দেবগণের বাণ কর।

৬। হে অগ্নি! বসিষ্ঠ তোমাকে সমিদ্ধ করিতেছে; তুমি পঞ্চভাষীকে বধ কর, ধনবানের জন্য বহুধী (দেবগণকে) বাণ কর। হে জাতদেবা! বহু-স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। উষার জার (সূর্যের) ন্যায় অগ্নি বিস্তীর্ণ তেজঃ আশ্রয় করিতেছেন। অত্যন্ত দীপ্তিমান, অভীষ্টবর্ষী, হব্যপ্রেরক, শুচি (অগ্নি) কৰ্ম্ম-সমুদয় প্রেরণ করিয়া দীপ্তিদ্বারা প্রকাশ পায় এবং অভিলাষীদিগকে আগরিত করেন।

২। অগ্নি দিবাভাগে উষার অগ্নে আদিত্যের ন্যায় শোভা পান; ঋত্বিকগণ যজ্ঞ বিস্তার করতঃ মননীয় (স্তোত্র পাঠ করেন); বিদ্বান দূত এবং দেবগণের নিকট গমনকারীও দাতাশ্রেষ্ঠ, অগ্নিদেব প্রাণীসমূহ ত্রব করেন।

৩। দেবাভিলাষী, ধনভিক্ষাকারী, গমনশীল, স্তুতিরূপ বাক্য অগ্নির অভিযুখে গমন করে। সেই অগ্নি দর্শনীয়, সুরূপ, সুগমনকারী, হব্যবাহক এবং মনুষ্যগণের স্বামী।

৪। হে অগ্নি! তুমি বসুগণের সহিত সঙ্গত হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান কর, কস্রগণের সহিত সঙ্গত হইয়া মহান্ কস্রকে আহ্বান কর, আদিত্যগণের সহিত সঙ্গত হইয়া বিশ্বজন হিতকর অদিতিকে আহ্বান কর, স্তুতিযোগ্য (অঙ্গিরাগণের) সহিত সঙ্গত হইয়া সকলের বরণীয় রূহস্পতিকে আহ্বান কর।

৫। অভিলাষী মনুষ্যগণ, স্তুতিযোগ্য, হোতা, যুবতম অগ্নিকে যজ্ঞে স্তুতি করে। যেহেতু তিনি রাত্রিবিশিষ্ট এবং দেবগণকে যাগ করিবার জন্য হব্যদাতার তজ্জারিহিত দূত হইয়াছিলেন।

১১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক হইয়া মহানু হও। দেবগণ তোমার বিনা মত্ত হইয়া না। তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত রথযুক্ত হইয়া আগমন কর এবং এই (কুশোপরি) মুখ্য হোতা হইয়া উপবেশন কর।

২। হে অগ্নি! তুমি গমনশীল, হবিষ্মান্, মনুষ্যগণ তোমাকে সর্বদা দোত্যকার্ষ্যে প্রার্থনা করে; তুমি দেবগণের সহিত যাহার কুশোপরি উপবেশন কর, তাহার দিবসসমূহ সুদিন হয়।

৩। হে অগ্নি! (ঋত্বিকগণ) দিবসে তিন বার হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য তোমার মধ্যে হব্য প্রক্ষেপ করে। মনুর ন্যায় এই যজ্ঞে দূত হইয়া যাগ কর এবং আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর।

৪। অগ্নি মহানু যজ্ঞের স্বামী, অগ্নি সমস্ত সংস্কৃত হব্যের স্বামী। যেহেতু বসুগণ ইহার কৰ্ম্ম সেবা করেন, আর দেবগণ অগ্নিকে হব্যবাহক করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর, এই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে প্রমত্ত কর, এই যজ্ঞ ছালোকে দেবগণের নিকট লইয়া যাও; তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদাতা পালন কর।

১২ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। যিনি অগ্নিই সমিদ্ধ হইয়া দীপ্তিপান, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আলত

ও সর্বত্র গমনকারী (অগ্নির) নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি ।

২। সেই জাতবেদা নিজ মহত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন । তিনি যজ্ঞ গৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদের গাণ্ড ও নিন্দিত কৰ্ম্ম হইতে রক্ষা করুন । আমরা তাহার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি ।

৩। হে অগ্নি ! তুমি বরুন, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বদ্ধিত করেন । তোমাতে বিদ্যমান ধন মূলভ উৎ । তোমরা সর্বদা আমাদের স্তুতিদ্বারা পালন কর ।

১৩ সূক্ত ।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। সকলের উদ্দীপক, কৰ্ম্মের ধারক, অসুর বিনাশক, অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র ও কৰ্ম্ম কর । আমি গ্রীত হইয়া অতিমত দাতা বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে হব্যের সহিত (স্তুতি) উচ্চারণ করি ।

২। হে অগ্নি ! তুমি দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট ও জাত হইয়াই দ্যাৱা-পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছ । হে জাতবেদা বৈশ্বানর ! তুমি মহত্বদ্বারা দেৱ-গণকে শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছ ।

৩। হে অগ্নি ! তুমি (সূর্য্যরূপে) জাত, স্বামী ও সর্বত্র গমনশীল, গোপালক যে রূপ পশুসমূহকে সন্দর্শন করে, সেই রূপ তুমি বথন ভূতসমূহ সন্দর্শন কর, তখন স্তোত্ররূপ ফললাভ কর । তোমরা সর্বদা আমাদের স্তুতিদ্বারা পালন কর ।

১৪ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। আমরা হবিষ্মান, আমরা সমিধদ্বারা জাতবেদার পরিচর্যা করিব, দেবস্তুতিদ্বারা অগ্নিদেৱের পরিচর্যা করিব এবং হব্যদ্বারা শুভ্র-দীপ্তি অগ্নির পরিচর্যা করিব ।

২। হে অগ্নি! আমরা সমিধদ্বারা তোমার পবিচর্যা করিব; হে যজ-
নীয়! আমরা স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব; হে যজ্ঞের হোতা! আমরা
যুতদ্বারা পরিচর্যা করিব; হে কল্যাণকর শিখাবিশিষ্ট অগ্নিদেব! আমরা
হব্যদ্বারা পরিচর্যা করিব ।

৩। হে অগ্নি! তুমি বষট্কৃতি (অর্থাৎ হব্য) সেবন করতঃ দেবগণের
সহিত আমাদের যজ্ঞে উপাগত হও । তুমি দ্যোতমান, আমরা যেন
তোমার পচিচর্যাকারী হই। তোমরা সর্বদা আমাদের পক্ষে স্তুতিদ্বারা
পালন কর ।

১৫ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। যিনি আমাদের আসন্নতম বন্ধু, সেই উপসদনীয়, অভীষ্টবর্ষী
অগ্নির জন্য তাঁহার মুখে হব্য প্রদান কর ।

২। কবি, গৃহপতি, যুবা অগ্নি পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যের অভিযুগে গৃহে গৃহে
নিবসন হন ।

৩। সেই অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা
করন এবং আমাদের পাপ হইতে রক্ষা করন ।

৪। আমি ছালাকের শ্যামসদৃশ ক্রিপ্রগামী অগ্নির উদ্দেশে মৃতন
ভোম উপাদান করিতেছি । তিনি আমাদের পক্ষে বহুধন দান করুন ।

৫। যজ্ঞের অগ্রভাগে দীপ্যমান অগ্নির দীপ্তিসমূহ পুত্রবান ব্যক্তির
ধনের মায় চক্ষুর স্পৃহনীয় ।

৬। যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ হব্যবাহক, সেই অগ্নি এই বষট্কৃতি কামনা করন,
আমাদের স্তুতি সেবা করন ।

৭। হে উপগন্তব্য, লোকগণের পতি, অতীত অগ্নিদেব! তুমি দ্ব্যতি-
মান এবং সুবীর । আমরা তোমাকে স্থাপন করিয়াছি ।

৮। তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হও, আমরা তোমার দ্বারা সুন্দর অগ্নি-
বিশিষ্ট হইব, তুমি আমাদেরকে কামনা করতঃ সুন্দর স্তোত্রবিশিষ্ট হও।

৯। মেধাবী নেতাগণ, ধনকৰ্ম্মদ্বারা ধন লাভের জন্য তোমার নিকট
গমন করে, সহস্রসংখ্যক, ক্ষয়রহিত (স্তুতি) তোমার নিকট গমন করে।

১০। শুভ্র, শিখাবিশিষ্ট, ময়ূররহিত, শুচি, পাবক, স্তুতিযোগ্য অগ্নি
রাক্ষসগণকে বাধা দান করুন।

১১। হে বলেরপুত্র! তুমি ঈশ্বর হইয়া আমাদেরকে ধন দান কর,
ভগণ বরণীয় (ধন) দান করুন।

১২। হে অগ্নি! তুমি পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন দান কর, সবিতাদেবও
বরণীয় (ধন দান করুন), ভগণ দান করুন, দিতিও দান করুন।

১৩। হে অগ্নি! তুমি আমাদেরকে পাপ হইতে রক্ষা কর; হে জর-
রহিত দেব! তুমি হিংসাকারীগণকে অত্যন্ত তাপক ভেজো দ্বারা দক্ষ কর।

১৪। তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এক্ষণে তুমি আমাদের নরগণের
রক্ষার্থে মহতী অয়োনির্মিতা শতগুণা পুরী হও(১)।

১৫। হে অহিংসনীয় রাত্রির আচ্ছাদক! তুমি আমাদেরকে পাপ
হইতে এবং পাপেচ্ছু ব্যক্তি হইতে দিব্যরাত্রি রক্ষা কর।

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমি, তোমাদের জন্য বলেরপুত্র প্রিয়, প্রজাপকশ্রেষ্ঠ, গমন-
শীল, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, সকলের দূত, নিত্য অগ্নিকে এই স্তোত্রদ্বারা
আহ্বান করি।

২। তিনি আরোচমান ও সকলের পালক এবং (অশ্বদ্বয়কে রথে)
যোজিত করেন, তিনি (দেবগণের প্রতি) অত্যন্ত ক্রোধগমন করেন। তিনি

(১) এখানেও অয়োনির্মিত নগরের উল্লেখ আছে। অর্থ নিরাপদ স্থান। ✓

সুন্দররূপে আলত, সুন্দর স্ততিবিশিষ্ট, যজনীয় ও মুকর্মা। বসুগণের(১) ধন অগ্নিদেবের নিকট (গমন করুক)।

৩। অভীষ্টবর্ষা, অভিল্যমান এই অগ্নির তেজ উথিত হইতেছে, আরোচমান, অন্তরীক্ষস্পর্ষা ধূমসমূহ উথিত হইতেছে, নরগণ অগ্নিকে সমিদ্ধ করিতেছেন ।

৪। হে বনেরপুত্র ! তুমি অত্যন্ত বশস্বী, আমরা তোমাকে দূত করি, তুমি হব্য ভোজনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান কর । যখন তোমার নিকট যাক্কা করি, তখন তুমি মনুষ্যগণকে ভাগ (ধন) দান কর ।

৫। হে সকলের বরণীয় অগ্নি ! তুমি আমাদের যজ্ঞে গৃহপতি, তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি প্রকৃষ্টমতি, তুমি বরণীয় হব্য যাগ কর ও কামনা কর ।

৬। হে মুকর্মা ! যজমানকেরত্ব দান কর, যেহেতু তুমি রত্নদাতা, তুমি আমাদের যজ্ঞে সমস্ত ঋত্বিকগণকে তীক্ষ্ণ কর ; হোতা বর্দ্ধিত হইতেছে, (তাঁহাকে বর্দ্ধিত কর) ।

৭। হে সুন্দররূপে আলত অগ্নি ! তোমার স্তোতাগণ প্রিয় ইউক এবং যে ধনবান দাতাগণ জনসমূহ ও গোসমূহ দান করে, তাহারাও প্রিয় ইউক ।

৮। যাহাদের গৃহে সূতহস্তা ইলা(২) পূর্ণ হইয়া নিষমা আছেন, হে বলবান্ অগ্নি ! তাহাদিগকে দ্রোহকারী ও নিন্দক হইতে ত্রাণ কর, আমাদিগকে দীর্ঘকাল স্ততিযোগ্য সুখ দান কর ।

৯। হে অগ্নি ! তুমি হব্যবাহক ও বিদ্বান, তুমি মোদয়িত্রী ও আসাস্থা-নীয়া জিহ্বাদ্বারা আমাদিগকে ধন দান কর ; আমরা হবিষ্মান্ । তুমি হব্যদাতাকে (কর্মে) প্রেরণ কর ।

(১) অর্থাৎ বাসক জন, বশিষ্ঠগণ । সায়ণ ।

*(২) অমরুপা হবিলক্ষণা দেবী । সায়ণ ।

১০। হে যুবতম! যাহারা মহৎ যশ ইচ্ছা করিয়া সাধক অশ্বরূপ হব্য দান করে, তুমি তাহাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর ও শতনগরীদ্বারা পালন কর।

১১। ধনদাতা অগ্নিদেব আমাদের পূর্ণ সুক্ কামনা করেন, তোমরা (সোমদ্বারা পাত্র) সিক্ত কর, (সোম) দান কর। অনন্তক অগ্নিদেব তোমাদিগকে বহন করেন।

১২। দেবগণ, প্রকৃষ্টমতি অগ্নিকে যজ্ঞবাহক ও হোতা করিয়াছেন, অগ্নি, পরিচার্য্যকারী হব্যদাতাজনকে সুবীৰ্য্যযুক্ত রত্ন দান করুন।

১৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বনিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নি! শোভন সমিধদ্বারা সমিদ্ধ হও। অধ্বৰ্য্য সম্যক-রূপে কুশ বিস্তৃত করুন।

২। দেবাভিলাষী দ্বারসমূহকে আশ্রয় কর এবং যজ্ঞাভিলাষী দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

৩। হে জাতবেদা অগ্নি! (দেবগণের) অভিযুখে গমন কর, হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ কর এবং তাহাদিগকে শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট কর।

৪। জাতবেদা, অমর দেবগণকে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট করুন, যাগ করুন এবং শ্রীত করুন।

৫। হে মতিমান্! সমস্ত বরণীয়(ধন) দানকর, আমাদিগের আশীর্বাদসমূহ অদ্য সত্য হউক।

৬। হে অগ্নি! তুমি বলেরপুত্র, তোমাকে সেই দেবগণ হব্যবাহক করিয়াছেন।

৭। তুমি দ্যোতমান, তোমাকে আমরা হব্য দান করিব, তুমি মহান্ ও উপগম্য, তুমি আমাদিগকে রত্ন দান কর।

১৮ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা, কেবল ২২ ঋক্ হইতে ২৫ ঋক্ পর্য্যন্ত সুদাস রাজার যজ্ঞের দান শুভ করা হইয়াছে বলিয়া উহাই দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! আমাদের পিতাগণ স্তুতিকরতঃ তোমা হইতেই সমস্ত মনোহর ধন লাভ করিয়াছেন । তোমা হইতে গাভীসমূহ সুখে দোহনক্রম হয়, তোমাতে অশ্বগণ আছে এবং তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তিকে অধিকরূপে ধন দান কর ।

২। হে ইন্দ্র ! তুমি জায়াগণের সহিত রাজার ন্যায় দীপ্তির সহিত বাস কর । হে মঘবা ! তুমি বিদ্বান্ ও কবি হইয়া শ্তোত্রাদিগকে রূপ দান কর এবং গো ও অশ্বদ্বারা রক্ষা কর । আমরা তোমাকে কামনা করি, তুমি আমাদের ধনার্থে সংস্কৃত কর ।

৩। হে ইন্দ্র ! এই যজ্ঞের স্পর্ধমান ও রমণীয় স্তুতি সকল তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তোমার ধন আমাদের অভিযুখে গমন ককক । আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখী হইব ।

৪। সুভূগবিশিষ্ট ধেনুর ন্যায় তোমাকে দোহন করিতে ইচ্ছা করিয়া, বসিষ্ঠ শ্তোত্র সৃজন করিতেছেন । সমস্ত লোকে তোমাকেই গাভীগণের পতি বলে ; ইন্দ্র, আমাদের সুস্তুতির নিকট আগমন ককন ।

৫। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, নদীসমূহ প্রথিত করতঃ সুদাসের জন্য তলস্পর্শ-যোগ্য ও সুখে পার্যোগ্য করিয়াছেন । শ্তোত্রের জন্য নদীগণের উৎসাহ-মান ও রোধমান শাপ দূর করিয়াছেন ।

৬। যজ্ঞশীল, দানকারী, তুর্লগনামে রাজা ছিলেন । মৎস্যের ন্যায় নিযন্ত্রিত হইলেও ভৃগু ও ঋত্ব্যগণ ধন্যার্থ (সুদাস) এবং তুর্লগের পরস্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছিলেন । ব্যাপ্তিশীল এই উভয়ের (১) মধ্যে সখা, সখাকে বধ করিয়াছিলেন ।

(১) সুদাস রাজার ঐ ২ ঋকে উল্লেখ না থাকিলেও সায়ণ বলেন তুর্লগ সুদাসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন । সায়ণ ইহার আরও এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন যথা, যজ্ঞশীল দাতাগণ তুর্লগনামে রাজা ছিলেন । তিনি মৎস্য জনপদকে বাধিত করিয়াছিলেন । ভৃগু ও ঋত্ব্যগণ তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলেন । ব্যাপ্ত এই উভয়ের মধ্যে সখা ইন্দ্র, সখা রাজাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ।

৭। হব্যসমূহের পাঁচক, ভদ্রমুখ, অগ্রদক্ষ ও বিষ্ণুহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিগণ (ইন্দ্রের) স্তুতি করে। ইন্দ্র (সোনপানে) মত্ত হইয়া আর্ষের গাভী-সমূহ হিংসকগণ হইতে আনয়ন করিয়াছেন, স্বয়ং লাভ করিয়াছেন এবং যুদ্ধে মনুষ্যগণকে (বধ করিয়াছেন) ।

৮। দূরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করতঃ অদীনা নদীর কূল-ভেদ করিয়া দিয়াছিল। (শুদাস) মহিমা দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করিয়াছিল(২)।

৯। (নদীর জল) গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন করিয়াছিল। অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করে নাই এবং (শুদাসের) অশ্ব গম্য (প্রদেশে) গমন করিয়াছিল। ইন্দ্র, শুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপত্য-বিশিষ্ট জম্পক অগ্নিৱিদিগকে অপত্যগণের সহিত বশ করিয়াছিলেন।

১০। রক্ষকবিহীন গাভীসমূহ যবের জন্য যে রূপ গমন করে, মাতাকর্তৃক প্রেরিত, একত্রিত মকংগণ(৩) পূর্বকৃত (প্রতিজ্ঞা) অনুসারে মিত্র (ইন্দ্রের) অভিমুখে সেইরূপ গমন করিয়াছিলেন। (তাঁহাদের) নিযুৎগণ ক্ষুদ্র হইয়া শীঘ্র গমন করিয়াছিল।

১১। (শুদাস) রাজা যশোলাভের জন্য দুইটী জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা (অধ্বর্যু) যে রূপ কুশ ছেদন করে, সেইরূপ তিনি (শক্রগণকে) ছেদন করেন। শূরইন্দ্র, তাঁহার (মাহা-যার্থে) মকংগণকে প্রসব করিয়াছিলেন।

১২। আর বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবচ, রক্ত ও ক্রতাকে আনুপূর্বরূপে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাহারা তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল, (তাঁহারা) সখ্যের জন্য বরণ করিয়া সখ্য (লাভ) করিয়াছিল।

(২) অর্থাৎ হত হইয়াছিল। এই ৭৬৮ ঋকে অনার্য্য বর্করদিগের উল্লেখ আছে। এই স্তোত্রের অন্যান্য ঋকেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্নিম্ন এই স্তোত্রে শুদাসের অনেক শত্রুর নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ বোধ হয় শুদাসের বিপক্ষ পক্ষীয় আর্ষ্য রাজা, বা যোদ্ধা ছিলেন।

(৩) যুলে “পৃশিণাবঃ” আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের অশ্বগণ পৃশিণবর্গ। সায়ণ কিন্তু পৃশি মকংগণের মাতা তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

১৩। ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা উহাদিগের দৃঢ় পুরীসমস্ত এবং সমুদ্রপ্রকার (রক্ষার উপায়ে) তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন । অনুর পুত্রের গৃহ তৎক্ষণে দান করিয়াছিলেন । আমরা যেন দুর্দ্দৈবাক্যবিশিষ্ট মনুষ্যকে জয় করিতে পারি ।

১৪। অশুর ও ক্রতুর গবাভিলাষী যজ্ঞীণত এবং ষট্‌সহস্র যজ্ঞধিক যজ্ঞীসংখ্যক পুংসুগণ পরিচর্যাভিলাষী (সুদাসের) জনা শয়িত হইয়াছিল, এই সমস্ত কার্য ইন্দ্রের বীৰ্য্যসূচক ।

১৫। দুর্দ্দৈব বিশিষ্ট এই অজ্ঞান তৎসুগণ ইন্দ্রের সহিত (যুদ্ধে) সজ্জত হইয়া পলায়ন করতঃ নিম্নগামী জলের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিল এবং বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়াছিল ।

১৬। বীৰ্য্যযুক্ত (সুদাসের) হিংসাকারী ইন্দ্ররহিত, হব্যপাতা উৎসাহ-মান ব্যক্তিদিগকে ইন্দ্র ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তিনি ক্রোধকারীর ক্রোধের বাধা প্রদান করিয়াছিলেন । (সুদাসের শত্রু), পথে গমন করতঃ পলায়নমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল ।

১৭। ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এক কার্য্য করাইয়াছিলেন । প্রবল সিংহকে ছাগদ্বারা হত করিয়াছিলেন । সূচীদ্বারা যুগাদির কোন কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন । সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করিয়া-
ছিলেন ।

১৮। হে ইন্দ্র ! তোমার বহুতর শত্রু বশীভূত হইয়াছিল । উৎ-
সাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর । যে তোমার স্তব করে, এই ভেদ তাহারই
অনিষ্ট করে । ইহার বিকক্ষে নিশিত যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর ।

১৯। এই যুদ্ধে ইন্দ্র ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন । যদুনা তাঁহাকে
✓ সন্মুখ করিয়াছিলেন । তৎসুগণও তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিল । অজ, শিগু,
যক্ষ এই তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল ।

২০। হে ইন্দ্র ! তোমার পুরাতন অনুগ্রহ ও ধন উষার ন্যায় বর্ণনার
অতীত । নূতন অনুগ্রহ ও ধনও বর্ণনার অতীত । তুমি মন্যমানের পুত্র
দেবককে বধ করিয়াছ । স্বয়ং মহাশৈল হইতে শম্বরকে ভেদ করিয়াছ ।

২১। হে ইন্দ্র! অনেক রাক্ষস বাহাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে সেই পরাশর(৪) বসিষ্ঠ তোমাকে কামনা করিয়া গৃহে আগমন করতঃ তোমার স্তব করিয়াছিল। তাহার। তোমার সখ্য বিস্মৃত হয়না, যেহেতু তুমি ভোজ বিস্মৃত হওনা বলিয়া তাহাদের সর্বদাই সুদিন থাকে।

২২। হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনেরপুত্র, সুদাসের দুই শত গো ও দুইখানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। হোতা যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে, আমি সেইরূপ গমন করিতেছি।

২৩। দানাজ্জদ্রুত স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঝুজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবনপুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারিটী অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নার্থে বহন করিতেছে।

২৪। যে সুদাসের বশ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতা-শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে ধন দান করেন। সপ্তলোক তাঁহাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে। নদীসকল যুদ্ধে যুধ্যামধি (নামক শত্রুকে) বিনাশ করিয়াছেন।

২৫। হে নেতা মকংগণ! এই সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের (পিজবনের) ন্যায় তোমরা ইহাকেও সেবা কর। পিজবনপুত্রের গৃহ রক্ষা কর। ইহার বল বিনাশরহিত এবং অশিখিল হউক।

১৯ বৃক।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ রথের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া একাকী সমস্ত শত্রু-লোকদিগকে স্থানচ্যুত করেন, যিনি হব্যরহিত লোকের গৃহ অপহরণ করেন, সেই ইন্দ্র অত্যন্ত সোমোভিষবকারীকে ধন প্রদান করুন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অর্জুনীর পুত্র এই কুংসকে ধন প্রদান করতঃ দাস, গৃহ ও কুম্বকে বশীভূত করিয়াছিলে, তখন শরীরদ্বারা শুশ্রূষমান হইয়া যুদ্ধে কুংসকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৩। হে ধর্মক! হব্যদাতা সূদাসকে ধর্মক (বজ্রের) দ্বারা সমস্ত রক্ষারসহিত রক্ষা কর, যুদ্ধে ভূমি লাভের জন্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যকে ও পুরুকে রক্ষা কর।

৪। হে নেতৃদিগের স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে মরুৎগণের সহিত বলরত্নগণকে বধ করিয়াছ, হে হরিৎযুক্ত! তুমি দভীতির জন্য দস্যু, চুমুরি ও ধুনিকে বজ্রের দ্বারা বধ করিয়াছ।

৫। হে বজ্রহস্ত! তোমার বল এরূপ যে, তুমি নব নবতী পুরী যুগপৎ (বিদীর্ণ করিয়াছ) নিবাসের জন্য শততম পুরী ব্যাপ্ত করিয়াছ, রত্নকে বধ করিয়াছ এবং নমুচিকে বধ করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! হব্যদাতা বজ্রমান সূদাসের জন্য তোমার ধনসমূহ সম্মতন হইয়াছিল, হে বহুকর্মা! তুমি অভীষ্টবর্ষা, আমি তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষা অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। তুমি বলী, স্তোত্রসমূহ তোমার নিকট গমন করুক।

৭। হে বলবানু এবং অশ্ববান! তোমার এই যজ্ঞে আমরা যেন পরদান ও পাপের (ভাগী) না হই; আমাদেরকে বাধারহিত রক্ষাদ্বারা ত্রাণ কর, স্তোতাগণের মধ্যে আমরা প্রিয় হইব।

৮। হে ধনবান! আমরা তোমার যজ্ঞে নেতা, সখা ও প্রিয় হইয়া গৃহে হৃষ্ট হইব, তুমি অতিথি বৎসল (সূদাসের) মুখ সম্পাদন করতঃ তুর্বশকে বশীভূত কর, যাঁহকে বশীভূত কর।

৯। হে ধনবানু! তোমার যজ্ঞে আমরাই নেতা ও উক্থোচ্চারণকারী, অদ্য উক্থ উচ্চারণ করিতেছি ও তোমার হব্যদ্বারা গণিগণকেও (ধন) দান করিতেছি। আমাদেরকে সখারূপে পরিগ্রহণ কর।

১০। হে নেতাশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! এই নেতাসমূহের স্তুতি তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করতঃ আমাদের অভিযুখীন করিয়াছে; তুমি যুদ্ধে সেই নেতাগণের কল্যাণকর এবং সখা, শূর এবং রক্ষক হও।

১১। হে শূর ইন্দ্র! অদ্য তুমি সূর্যমান ও স্তোত্রযুক্ত হইয়া শবীরে বর্দ্ধিত হও, আমাদেরকে অন্ন দান কর ও গৃহ দান কর, তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্তুতিদ্বারা পালন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

২০ সূক্ত।

বসিষ্ঠ ঋষি। ইন্দ্র দেবতা।

১। বলবান্, উগ্র ইন্দ্র বীর্য্য (প্রকাশের) জন্য উৎপন্ন হইয়াছেন। মনুষ্যের হিতকর ইন্দ্র যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিশ্চয়ই করেন। যুবা ও আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞ-গৃহগামী ইন্দ্র মহাপাপ হইতে আমাদিগের ত্রাণ করেন।

২। ইন্দ্র বর্দ্ধমান হইয়া রুত্রকে বধ করেন। তিনি বীর। তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দানদ্বারা স্তোতাকে রক্ষা করেন। তিনি সূদাসের জন্য জন-পদ নির্মাণ করিয়াছেন এবং যজ্ঞমানের উদ্দেশে বারম্বার ধন দান করেন।

৩। ইন্দ্র যোদ্ধা, অতিপক্ষ শূন্য, যুদ্ধকারী, কলহপরায়ণ, শূর এবং স্বভাবতঃ বহুলোকাভিভাবী; তিনি শত্রুদিগের অনতিভবনীয় ও প্রকৃষ্ট বলযুক্ত। ইন্দ্রই (শত্রু) সেনা বিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনিই যে সকল ব্যক্তি শত্রুতা করে, তাহাদিগকে বধ করেন।

৪। হে বলধনবান্ ইন্দ্র! তুমি বল ও মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে পরিপূরিত করিয়াছ। অশ্ববান্ ইন্দ্র শত্রুদিগের প্রতি বজ্রক্ষেপ করতঃ যজ্ঞে সোমরসদ্বারা সেবিত হন।

৫। পিতা যুদ্ধার্থ অতীতবর্ষী ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছেন। নারী মনুষ্যের হিতকর সেই ইন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। ইন্দ্রও-মনুষ্যগণের সেনানী হইয়া প্রভু হন। তিনি ঈশ্বর, শত্রুবিনাশক, গোসকলের অধ্বেষক ও শত্রুগণের পরাভবকারী।

৬। যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রের শত্রুবিনাশক মনের পরিচর্যা করে, সেই ব্যক্তি কখনও (হান) ভ্রষ্ট হয় না, কখনও ক্ষীণ হয় না। যে ব্যক্তি

ইন্দ্রে পরিচর্যা প্রদান করে, যজ্ঞজাত যজ্ঞপালক ইন্দ্র তাহার ধনার্থ বাস করেন ।

৭। হে বিচিত্র ইন্দ্র ! পূর্ববর্তী ব্যক্তি(১) পরবর্তীকে যাহা দান করে এবং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিকট বে দেয় ধন প্রাপ্ত হয় (এবং যে ধন লাভ করিয়া) অমৃতের ন্যায় দূরদেশে গমন করে, এই ত্রিবিধ ধন আমাদিগের জন্য আহরণ কর ।

৮। হে বজ্রধারী ইন্দ্র ! তোমার যে প্রিয় সখা (হব্য) দান করে, সে তোমার দানেই অবস্থান করুক । আমরা হিংসা না করিয়া তোমার অনুগ্রহ লাভ করতঃ সর্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নবানু হইয়া মনুষ্যাদিগের রক্ষণশীল গৃহে যেন অবস্থিতি করিতে পারি ।

৯। হে ধনবান ইন্দ্র ! এই সোম তোমার জন্য বর্ষিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে । আরও (স্তোতা) তোমায় স্তুব করিতেছে । হে শক্র ! আমি তোমার স্তোতা, ধনাভিলাষ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র আমাদিগকে বাসযোগ্য (ধন) প্রদান কর ।

১০। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করিতে পারি । যে হব্যদায়ীগণ নিজেই হব্য প্রদান করেন, তাহাদিগকেও ধারণ কর । অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কাণ্ডে আমার সামর্থ্য হউক, আমি তোমার স্তোতা, তোমরা আমাদিগকে সর্বদা শ্রুতিদ্বারা পালন কর ।

২১ সূক্ত ।

ইন্দ্রে দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। দীপ্ত, গব্যামিশ্রিত সোম অভিষুত হইয়াছে । এই ইন্দ্র স্বভাবতঃই ইহাতে সঙ্গত হন । হে হব্যশ্র ! তোমায় যজ্ঞের দ্বারা প্রবোধিত করিব । সোমজনিত মত্ততার (কালে) আমাদের স্তোত্র অবগত হও ।

(১) পিতা অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । সায়ণ ।

২। (যজ্ঞমানগণ) যজ্ঞে গমন করিতেছেন, বহি' বিস্তীর্ণ করিতে-
ছেন, যজ্ঞস্থলে প্রস্তর সকল তুর্দ্ধর শব্দ করে। অনবানু, দূরগামি শব্দবিশিষ্ট,
ঋত্বিক-সম্ভত, বর্ষণকারী (প্রস্তর সকল) গৃহ হইতে গৃহীত হইতেছে।

৩। হে শূর ইন্দ্র ! তুমি রত্নকর্ত্তক আক্রান্ত বহুতর জল ধেরণ করিয়া-
ছিলে। তুমি আছ বলিয়া নদী সকল রথিগণের ন্যায় নির্গত হয়। সমস্ত
কৃত্রিম ভূবন ভয়ে কম্পিত হয়।

৪। ইন্দ্র মহুযের হিতকর সমস্ত কর্ম অবগত হইয়া এবং আয়ুধদ্বারা
ভয়ঙ্কর হইয়া এই শক্রগণকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; তাহাদিগের নগর সকল
কম্পিত করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্ট, মহিমাযুক্ত ও বজ্রহস্ত হইয়া তাহা-
দিগকে বধ করিয়াছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র ! রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে। হে
বলবত্তম ইন্দ্র ! রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে না পৃথক
করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশু দেবগণ
যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিস্ম না করেন।

৬। হে ইন্দ্র ! তুমি কর্মদ্বারা পৃথিবীতে বর্ত্তমান জন্তু সকলকে অভি-
ভূত কর। লোক সকল তোমার মহিমা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। তুমি
নিজবলে রত্নকে বধ করিয়াছ। শক্ররা যুদ্ধদ্বারা তোমার অন্ত লাভ করিতে
পারে নাই।

৭। হে ইন্দ্র ! পূর্ব দেবগণও বল ও প্রাণিবধ বিষয়ে তোমার বল
অপেক্ষা অল্প বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র (শক্রগণকে) অভিভূত
করিয়া (ভক্তগণকে) ধন দান করেন। স্তোতাগণ অমলাভার্থ ইন্দ্রকে
আহ্বান করেন।

৮। হে ইন্দ্র ! তুমি ঈশান, স্তোতা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান
করিতেছে। হে বহুরক্ষক ইন্দ্র ! তুমি আমাদের প্রভূত ধনের রক্ষক
হইয়াছিলে। তোমার তুল্য যে ব্যক্তি (আমাদের) হিংসা করে, তাহাকে
নিবারণ কর।

৯। হে ইন্দ্র ! আমরা স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্জিত করতঃ সর্বদা
যেন তোমার সখা হই। তুমি স্বীয় মহিমায় সকলের তারক, তোমার

আশ্রয়ে আৰ্য্য স্তোতাংগণ যুদ্ধকালে যুদ্ধার্থ আগত হিংসকদিগের(১) বল হিংস। কখন ।

১০। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্নভোগ করিতে পারি। যে হব্যদায়ীগণ নিজেই হব্য প্রদান করে, তাহাদিগকেও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কার্য্যে আমার সামর্থ্য হউক, আমি তোমার স্তোতা। তোমরা আমাদিগকে সর্বদা অস্তিত্ব দ্বারা পালন কর ।

২২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! সোম পান কর, (সোম) তোমায় মত্ত করুক। হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র ! (রশ্মিদ্বারা সংযত) অশ্বের ন্যায় অভিষব-কর্তার হস্তদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর, এই সোম অভিষব করিয়াছে ।

২। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, প্রভূত ধনবান্ (ইন্দ্র) ! তোমার যে উপ-যুক্ত ও সম্যক প্রশস্ত সোম আছে, যদ্বারা তুমি রত্নগণকে হনন করিয়াছ, সেই সোম তোমায় প্রমত্ত করুক ।

৩। হে মঘবন্ ! বসিষ্ঠ তোমার স্তুতিরূপ এই যে কথা বলিতেছেন, তুমি আমার এই বাক্য জ্ঞাত হও, আর যজ্ঞে এই সকল স্তুতি সেবা কর ।

৪। হে ইন্দ্র ! আমি সোম পান করিয়াছি, তুমি আমার প্রস্তরের আচ্ছাদন প্রদান কর, স্তুতিকারী বিপ্লের স্তুতি অবগত হও। এই যে পরিচর্যা করিতেছি, সহায়ভূত হইয়া ইহা সমস্ত বুদ্ধিষ্ণু কর ।

৫। হে ইন্দ্র ! তুমি (শক্র) হিংসক, আমি তোমার বল জানি, আমি তোমার স্তুতি পরিত্যাগ করিব না। আমি সর্বদা তোমার অসাধারণ বশোদিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করিব ।

(১) অর্থাৎ অনার্য্যদিগের ।

৬। হে ইন্দ্র! মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক। মনুষী তোমাকেই অত্যন্ত আহ্বান করিতেছে। অতএব আপনাকে আমাদের হইতে দূরে (স্থাপন) করিও না।

৭। হে শূর! তোমারই জন্য এই সকল সোমোতিষব। তোমারই জন্য বর্দ্ধনকর স্তোত্র করিতেছি। তুমিই সর্বপ্রকারে মনুষ্যগণের আহ্বান-যোগ্য।

৮। হে দর্শনীয়! তুমি স্তুয়মান হইলে তোমার মহিমা কে না তৎ-ক্ষণাৎ প্রাপ্ত হয়? কে না তোমার ধন প্রাপ্ত হয়?।

৯। যে সকল প্রাচীন ঋষি ছিলেন ও যে সকল নূতন ঋষি আছেন, সকলে তোমার স্তোত্র উৎপাদন করিতেছেন। আমাদের প্রতি তোমার মত্যা মঙ্গলকর হউক। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমার ইচ্ছায় স্তোত্র সকল উদীরিত হইত। হে বসিষ্ঠ! তুমিও যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তোত্র কর। তিনি বলদ্বারা সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। আমি তাহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। তিনি আমার স্তুতি বাঁকা শ্রবণ বন্ধন।

২। যখন ওষধি সকল বর্দ্ধিত হয়, তখন দেবগণের প্রিয়শব্দ উদীরিত হয়। আরও লোকের মধ্যে কেহই আপনার আয়ু জানিতে পারে না। আমাদের সর্বদা পাপ হইতে পার কর।

৩। আমি হরিদয়ের দ্বারা ইন্দ্রের গোপ্রাপক রথ যোজিত করি। ইন্দ্র স্তুতি-সেবা করিতেছেন, তাহাকে সকলে উপাসনা করিতেছে। তিনি স্বমহিমার দ্যাবাপৃথিবী বাধিত করিয়াছেন। ইন্দ্র শক্রদন্দসমূহ বিনাশ করিয়াছেন।

৪। হে ইন্দ্র! অপ্রসূত গাভীর ন্যায় জল বর্দ্ধিত হউক। তোমার স্তোত্রগণ জল ব্যাপ্ত ককক। বায়ু যেমন নিয়ুৎগণের নিকট আগমন

নরে, সেইরূপ তুমি আমার নিকট আগমন কর। তুমি কর্মদ্বারা অন্ন প্রদান কর।

৫। হে ইন্দ্র! মদকর সোম সকল তোমায় মত্ত করুক। স্তোত্রাকে বলবান্ বহুধন পুত্র (দান কর)। হে শূর! দেবগণের মধ্যে তুমিই একাকী মনুষ্যাগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। এই যজ্ঞে প্রমত্ত হও।

৬। বসিষ্ঠগণ অর্চনীয় স্তোত্রদ্বারা এই প্রকারেই বজ্রবাহু অভীষ্ট-বর্ষী ইন্দ্রের পূজা করে। তিনি স্তুত হইয়া আমাদিগকে বীরবিশিষ্ট ও গোবিশিষ্ট ধন দান করুন, তোমরা আমাদিগকে সর্বদা স্তুতিদ্বারা পালন কর।

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার সদনের জন্য স্থান করা হইয়াছে। হে পুঙ্-
ক্তত! মকংগণের সহিত তথায় আগমন কর। তুমি যেরূপ আমাদের
রক্ষিতা হইয়াছ, যেরূপ আমাদের রক্ষির জন্য হইয়াছ, সেইরূপ ধন দান
কর। আমাদের সোমদ্বারা মত্ত হও।

২। হে ইন্দ্র! তুমি দুই স্থানে পূজা। আমরা তোমার মন গ্রহণ করি-
য়াছি। সোম অভিষব করিয়াছি, মধু পরিমেক করিয়াছি, মধ্যম স্বরে
উচ্চাখ্যমান সুসমাপ্ত এই স্তুতি বারংবার ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া উচ্চারিত
হইতেছে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই যজ্ঞে সোমপানের জন্য স্বর্ণ হইতে
ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর। আরও অশ্বগণ আনন্দের নিমিত্ত আমার
অভিযুখে ইন্দ্রকে স্তোত্রাভিযুখে বহন করুক।

৪। হে হৃদ্যশ্ব, শোভন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সর্বপ্রকার রক্ষারসহিত
মিলিত হইয়া বৃদ্ধ মকংগণের সহিত শক্রদিগকে হিংসা করতঃ আমাদিগকে
অভীষ্টবর্ষী বলরানপুত্র প্রদান করতঃ স্তোত্র সেবা করিতে আমাদের
নিকট আগমন কর।

৫। রথের অশ্বের ন্যায় এই বলকারক তোমার মহানু, ওজস্বী, বিশ্ববাহক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে। হে ইন্দ্র! স্তোতা তোমার নিকট ধন বাচক্ষা করে, তুমি আমাদের আকাশের স্বর্গের ন্যায় অমৃত পুত্র প্রদান কর ।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি এইরূপে আমাদের বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহানু অতুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হবিষ্যানু, আমাদের বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

২৫ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি মহানু ও মনুষ্যের হিতকর। যখন তোমার সেনাগণ সকলেই সমান, এই অভিমান করতঃ যুদ্ধ করে, তখন তোমার হস্তস্থিত বজ্র আমাদের রক্ষার্থ পতিত হউক। তোমার সর্বতোগামী মন যেন বিচলিত না হয় ।

২। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে যে মর্ত্যগণ আমাদের অভিযুগ্ত হইয়া আমাদের অতিভব করে, সেই শত্রুগণকে বিনাশ কর। যাহারা আমাদের বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কথা দূর করিয়া দেও। আমাদের জন্য ধন-সমূহ আহরণ কর ।

৩। হে উগ্রীবানু ইন্দ্র! আমি সুদাস, তোমার শতসংখ্যক রক্ষা আমার হউক, তোমার সহস্র অভিলাষ ও ধন আমার হউক, হিংসকের হিংসাসাধন আয়ুধ বিনাশ কর। আমাদের উদ্দেশে দীপ্ত অন্ন ও রত্ন দান কর ।

৪। হে ইন্দ্র! আমি তোমার সদৃশ লোকের কৰ্ম্মে (নিযুক্ত), তোমার সদৃশ রক্ষক ব্যক্তির দানে (নিযুক্ত)। হে বলবানু ওজস্বিনু ইন্দ্র! সমস্ত দিনই আমাদের স্থান কর। হে হরিবান! আমাদের হিংসা করিও না ।

৫। আমরা হব্যং ইন্দের জন্য সুখকর স্তোত্র করিয়া ইন্দের নিকট দেবপ্রেরিত বল যাক্কা করতঃ দুর্গ সকল উত্তীর্ণ হইয়া বল লাভ করিব। হে শূর! তুমি সর্বদা আমাদের শত্রুবধে সমর্থ কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি এইরূপে আমাদের বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমরা মহানু অনুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হবিষ্যান্, আমাদের বীরপুত্রবিগ্ধিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৬ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। যে সোম ধনবান্ ইন্দের উদ্দেশে অভিযুক্ত নহে, তাহাতে তৃপ্তি হয় না। অভিযুক্ত হইলেও স্তোত্রহীন সোম তৃপ্তিকর হয় না। আমাদের যে উক্থ ইন্দ্রকে সেবা করে, রাজা যাহাকে শ্রবণ করে, সেই নূতন উক্থ আমি ইন্দের উদ্দেশে পাঠ করি।

২। প্রতি উক্থ স্তুতিপাঠ কালেই সোম ধনবান্ ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে। প্রতি স্তোত্র পাঠকালেই অভিযুক্ত সোম তাহাকে তৃপ্ত করে। অতএব পরস্পর মিলিত ও সমান উৎসাহবিগ্ধিষ্ট (ঋত্বিক্গণ) পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ রক্ষার্থ তাহাকে আহ্বান করিতেছে।

৩। স্তোত্রকারিগণ সোম অভিযুক্ত হইলে যে সকল কর্মের কথা বলে, ইন্দ্র পূর্বকালে সেই সকল কর্ম করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অন্য কর্মও করিতেছেন। সমরুত্তি, সহায়রহিত ইন্দ্র, পতি যেরূপ পত্নীকে শোধন করেন, সেইরূপ সমস্ত শত্রুগণের শোধন করিয়াছিলেন।

৪। ইন্দের পরস্পর সংশ্লিষ্ট বহুতর রক্ষা আছে। (ঋষিগণ) তাহাকে (এইরূপ) বলিয়াছেন। আরও ইন্দ্র পুজনীয় ধনের দাতা ও আপদ উদ্ধর্ত্তা বলিয়া শুনিতে পাই। (তাঁহার প্রসাদে) প্রীতিকর কল্যাণ সকল আমাদের সেবা করুক।

৫। বসিষ্ঠ রক্ষার্থ ও প্রজাগণের অভীক্টবর্ষণার্থ ইন্দ্রকে নোমাভিমবে
এইরূপে স্তব করিতেছেন। হে ইন্দ্র! আমাদেরকে সহস্রসংখ্যক অন্ন
প্রদান কর। তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৭ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যখন যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধীয় কর্ম সকল প্রযুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রকে
লোকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তুমি ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের ধনপ্রদ ও বলাতি-
লাষী হইয়া গোপূর্ণ গোষ্ঠে আমাদেরকে লইয়া যাও ।

২। হে পুরুহুত ইন্দ্র! তোমার যে বল আছে তাহা স্তোতাদিগকে
প্রদান কর। হে মঘবন! যেহেতু দৃঢ় পুরসমূহ (ভেদ করিয়াছ) অত-
এব প্রজ্ঞা প্রকাশ করতঃ লুপ্তায়িত ধন প্রকাশ করিয়া দেও ।

৩। ইন্দ্র জঙ্গম জগতের ও মনুষ্যগণের রাজা। পৃথিবীতে নানা
প্রকারের যে ধন আছে (তাহারও রাজা)। তিনি হব্যদায়ীকে ধন প্রদান
করেন। সেই ইন্দ্র আমাদের দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের অভিমুখে ধন
প্রেরণ করেন ।

৪। ধনবান্ ও দানশীল ইন্দ্রকে আমরা (মকংগণের) সহিত আহ্বান
করায়, আমাদের রক্ষার্থে তিনি শীঘ্রই অন্ন প্রেরণ করেন। এই ইন্দ্রই
সখাগণকে যে সম্পূর্ণ ও সর্বভোব্যাপী দান করেন, তাহা মনুষ্যগণের উদ্দেশে
মনোহর ধন দোহন করে ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র আমাদেরকে ধন দান
কর। আমরা পূজনীয় স্তুতির উদ্দেশে তোমার মন আবর্তিত করিব।
তোমরা গো, অশ্ব ও রথবিশিষ্ট ও ধনবান্, তোমরা সর্বদা আমাদেরকে
স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৮ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১ । হে ইন্দ্র ! তুমি অবগত হইয়া আমাদের স্তোত্রে আগমন কর । তোমার অশ্বগণ আমাদের অভিমুখে যোজিত হউক । হে সকলের প্রীতি-প্রদ ইন্দ্র ! সমস্ত মনুষ্যই যদিও তোমাকে পৃথক পৃথক আহ্বান করে, তথাপি তুমি আমাদের আহ্বানই অবণ কর ।

২ । হে বলবান্ ইন্দ্র ! যখন তুমি ঋষিগণের স্তোত্র রক্ষা কর, তখন তোমার মহিমা স্তোতাকে ব্যাপ্ত করুক । হে ওজস্বিন্ ইন্দ্র ! যখন হস্তে বজ্র ধারণ কর, তখন কর্মদ্বারা ভয়ঙ্কর হইয়া শত্রুগণের দুর্দ্বর্ষ হও ।

৩ । হে ইন্দ্র ! তোমার উপদেশানুসারে যে সকল লোক বারম্বার স্তব করে, তাহাদিগকে ছ্যালোক ও ভুলোকে প্রতিষ্ঠিত কর । তুমি মহাবল ও মহাধর্মের জন্য উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব যে তোমার উদ্দেশে যাগ করে, সে যজ্ঞবিরতদিগকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় ।

৪ । হে ইন্দ্র ! শত্রুভূত মনুষ্যগণ আগমন করিতেছে । এই সকল দিনে আমাদের দান কর । আরও পাণ্ডহারী প্রজ্ঞাবান বকণ আমাদের সম্বন্ধে যে পাণ দেখিতে পান, তাহা দুই প্রকারে বিমোচন কর ।

৫ । যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান ইন্দ্রকে স্তুতি করিব । তোমরা সর্বদা আমাদের স্তুতিদ্বারা পালন কর ।

২৯ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১ । হে ইন্দ্র ! তোমার উদ্দেশে এই সোম অভিষূত হইয়াছে । হে হরিবান ইন্দ্র ! উহার সেবার্থ সত্ত্বর আগমন কর । সম্যক অভিষূত চাক সোম পান কর । হে মঘবন্ ! আমরা যাক্রা করিতেছি, আমাদের দান কর ।

২। হে ব্রহ্মণবীর ইন্দ্র ! স্তোত্রকার্য্য সেবা করতঃ অশ্বযানে শীঘ্র
আমাদের অভিযুখে আগমন কর । এই যজ্ঞেই সম্যকরূপে হৃষ্ট হও ।
আমাদিগের এই স্তোত্র সকল শ্রবণ কর ।

৩। হে ইন্দ্র ! স্মৃক্তদ্বারা তোমার যে অলঙ্কৃতি কিরূপে সম্পাদন করিব?
আমরা কখন তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব ? তোমাকে কামনা করিয়াই
সমস্ত স্তুতি করিভেছি, অতএব হে ইন্দ্র ! আমার এই স্তুতি শ্রবণ কর ।

৪। হে মঘবনু ! যে সকল ঋষির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছ, সেই পূর্ব ঋষিগণ
পুরুষগণের হিতকারী ছিলেন । অতএব আমি তোমায় বারম্বার আহ্বান
করিভেছি । হে ইন্দ্র ! তুমি পিতার ন্যায় আমাদের বন্ধু ।

৫। যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও
যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্র কার্য্য রক্ষা করেন, সেই ধনবানু ইন্দ্রকে স্তুতি
করিব । তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৩০ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে বলবানু, দ্যুতিমান ইন্দ্র ! বলের সহিত আমাদের মিকট
আগমন কর । আমাদের ধর্মের বর্দ্ধয়িতা হও । হে সুবজ্র নৃপতি !
মহাবলবানু হও এবং শত্রুবিম্বাশক মহা পুরুষত্ব লাভ কর ।

২। হে ইন্দ্র ! তুমি আহ্বানযোগ্য । 'মহা কোলাহল সময়ে শরীর
(রক্ষার) জন্য এবং সূর্য্যাকে পাইবার জন্য লোকে তোমাকে আহ্বান
করে । সমস্ত লোকের মধ্যে তুমিই সেনানী । তুমি সুহৃদ (নামক বজ্রদ্বারা)
শত্রুগণকে আমাদের বশীভূত কর ।

৩। হে ইন্দ্র ! যখন দিন সকল নুদিন হইয়া প্রভাত হয় ; যখন
যুদ্ধে সমীপবর্তী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান কর ; তখন হোতা, অগ্নি আমা-
দিগকে উত্তম ধন দিবার জন্য দেবগণকে আহ্বান করতঃ এই যজ্ঞে উপবেশন
করেন ।

৪ । হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার ; যাহারা তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করতঃ স্তুতি করে, তাহারাও তোমার । সেই স্তোতাগণকে শ্রেষ্ঠ গৃহ দান কর । আরও তাহারা সুসমৃদ্ধ হইয়া জরা প্রাপ্ত হউক ।

৫ । যে ইন্দ্র ! আমাদেরি সমাধাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য্য রক্ষা করেন, সেই ইন্দ্রকে স্তুতি করিব । তোমরা সর্বদা আমাদেরি সন্তিহারা পালন কর ।

৩১ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১ । হে সখীগণ ! তোমরা সোমপায়ী হব্য ঈশ্বরের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর ।

২ । শোভন দানযুক্ত সত্যধন ঈশ্বরের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্তস্তোত্র পাঠ করে, তোমরা সেইরূপ কর, আমরাও করিব ।

৩ । হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের অন্নকাম হও, হে শতক্রতো ! তুমি আমাদের গোকাম হও, হে বাসপ্রদ ! তুমি হিরণ্যপ্রদ হও ।

৪ । হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ! আমরা তোমার কামনা করিয়া বিশেষরূপে স্তুতি করিতেছি । হে বাসপ্রদ ইন্দ্র ! তুমি শীঘ্র আমাদের স্তুতি অবধারণ কর ।

৫ । হে আৰ্য্য ইন্দ্র ! যে পঞ্চ বাক্য বলে, যে নিন্দা করে, যে দান করে না, আমাদেরি তাহার বশীভূত করিও না । আমার স্তোত্র তোমাতেই গমন করুক ।

৬ । হে রত্নহন ! তুমি আমাদের বর্ষ ; তুমি সর্বতঃ প্রাপ্তি সমুৎপাদক । তোমাকে সহায় পাইয়া শত্রুদিগকে হনন করিব ।

৭ । অন্নবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী যে ঈশ্বরের বল স্বীকার করেন, সেই তুমি ইন্দ্র মহান্ হইয়াছ ।

৮ । হে ইন্দ্র ! তোমার সহগামিনী তেজোযুক্তা ও স্তোতাবিশিষ্টা স্তুতি তোমাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করুক ।

৯। হে ইন্দ্র ! তুমি স্বর্গসমীপে স্থিত ও দর্শনীয় । আমাদের সোম সকল তোমার উদ্দেশে উন্মুখ হইয়া আছে । প্রজা সকল তোমাকে নমস্কার করিতেছে ।

১০। তোমরা মহাধন বর্দ্ধয়িতা, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে (সোম) প্রণয়ন কর । প্রকৃষ্টমতির উদ্দেশে প্রকৃষ্টস্তুতি কর । প্রজাগণের কাম-পূরক, যাহারা হব্যদ্বারা তোমার পূর্ণ করে, তাহাদের অভিযুখে আগমন কর ।

১১। যে ইন্দ্র প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান, তাঁহার উদ্দেশে মেধাবীগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করিতেছেন । প্রাজ্ঞলোকে তাঁহার ব্রত হিংসা করিতে পারে না ।

১২। সর্বপ্রকারে (জগতের) ঈশ্বর, অপ্রতিহত ক্রোধ ইন্দ্রের স্তুতি সকল শত্রুদিগের অতিভবার্থ ধৃত হয় । অতএব ইন্দ্রের স্তুত্যর্থ বন্ধুগণকে উৎসাহিত কর ।

৩২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! এই যজমানগণও যেন আমা হইতে দূরে তোমার সহিত আমোদ না করে । তুমি দূরে থাকিলেও আমাদের যজ্ঞে আগমন কর । এই স্থানে আসিয়া শ্রবণ কর ।

২। যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, সেইরূপ স্তোত্রকারীগণ তোমার জন্য সোম অভিষৃত হইলে উপবেশন করে । রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ সেইরূপ ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে ।

৩। পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, আমি ধনাভিলাষী হইয়া সুন্দর দানবিশিষ্ট ইন্দ্রকে সেইরূপ আহ্বান করি ।

৪। এই সকল দধিমিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিষৃত হইয়াছে, হে বজ্রহস্ত ! আনন্দের জন্য সেই সোম পান করণার্থ অশ্বের সহিত বজ্র সদনাতিমুখে আগমন কর ।

৫। অবলম্ব্য কণ্ঠবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট ধন যাচঞা করিতেছি। তিনি বাক্য শ্রবণ করেন, যেমন নিষ্কল না করেন। যে ইন্দ্র সদ্যই সহস্র ও শত দান করেন, দানান্তিলাষী সেই ইন্দ্রকে যেন কেহ বারণ না করে।

৬। হে রত্নহা! যে তোমার জন্য গভীর সোম অভিষব করে ও (তোমার) অনুগমন করে, সে বীর; কেহ তাহার বিকল্পে কথা কহিতে পারে না। সে পরিচারকগণকর্তৃক বেষ্টিত হয়।

৭। হে মঘবানু ইন্দ্র! তুমি হবিষ্যানুগণের বর্ষাস্বরূপ হও। তুমি উৎসাহশীল শত্রুগণকে বিনাশ কর। তুমি যে শত্রুকে বিনাশ করিয়াছ, তাহার ধন আমরা বিভাগ করিয়া লই। তোমাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। তুমি আমাদের জন্য ধন আহরণ কর।

৮। বজ্রযুক্ত সোমপাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমোন্মত্তিভব কর। ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য পক্তব্য পাক কর ও কর্তব্য কার্য সম্পাদন কর। ইন্দ্র সুখ প্রদান করতঃ হব্য পূর্ণ করেন।

৯। সোমবিশিষ্ট (যজ্ঞ) হিংসা করিও না। উৎসাহবান হও, মহানু ও শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে ধন লাভার্থ কর্ম কর। ত্বরান্বিত ব্যক্তিকে জয় করে, নিবাস করে ও পুষ্ট হয়। কুৎসিতক্রিয়াকারীর দেবতা নাই।

১০। সুদানশীল ব্যক্তির রথ কেহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে না এবং কেহ রোধ করিতে পারে না। ইন্দ্র যাহার রক্ষক, মকংগন যাহার রক্ষক, সে গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করে।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি যে মর্ত্যের রক্ষক হইবে, সে তোমাকে বলবান্ করতঃ অন্ন প্রাপ্ত হইবে। হে শূর! আমাদের রথের রক্ষক হও, আমাদের পুত্রাদিরও রক্ষক হও।

১২। যে হরিবানু ইন্দ্র সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রু যাহাকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।

১৩। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অনঙ্গা, সুবিহিত, শোভনস্তোত্র অর্পণ করে। যে ব্যক্তি কর্মদ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, বহু প্রকার বন্ধনাদি তাহার নিকট যাইতে পারে না।

১৪। তুমি যাঁহাকে ব্যাপ্ত কর, কোন্ মনুষ্য তাঁহাকে ধর্মণ্য করিতে পারে? হে মঘবানু! তোমার প্রতি অন্ধায়ুক্ত হইয়া যে ইবিষ্মান হয়, সে দু্যলোকে ও দিবসে ধন লাভ করে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি মঘবানু, যাঁহারা তোমার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ কর। হে হর্যাস্থ! তোমার উপদেশমত স্তোত্রগণের সহিত সমস্ত দূরিত হইতে উত্তীর্ণ হইব।

১৬। হে ইন্দ্র! অধম ধন তোমারই। তুমি মধ্যম ধন পোষণ কর। তুমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনের কর্ত্তা (একথা) সত্য। গো বিষয়ে কেহই তোমাকে বারণ করিতে পারে না।

১৭। তুমি সকলের ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যে যুদ্ধ সকল হয় ইহাতেও (ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ) হে পুরুহত! এই সমস্ত পার্থিব লোক রক্ষাভিলাষে (তোমার নিকট) অন্ন শিক্ষা করে।

১৮। হে ইন্দ্র! তুমি যত ধনের ঈশ্বর, আমি যেন তত ধনের ঈশ্বর হই। হে ধনদ! আমি স্তোতাকে প্রতিপালন করিব। পাপদেহের জন্য ধন দান করিব না।

১৯। যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধন দান করিব। হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্য পিতা নাই।

২০। ত্বরানু ব্যক্তিই মহৎ কর্মের বলে অন্ন ভজনা করে। তুর্ভাগ্যে যেন উত্তম কাষ্ঠবিশিষ্ট নৈমিকে নমিত করেন, সেইরূপ স্তুতিদ্বারা পুরুহত ইন্দ্রকে নমিত করিব।

২১। মর্ত্ত্য মন্দ স্তুতিদ্বারা ধনলাভ করিতে পারে না। ধন হিংসাকারীর নিকট যায় না। হে মঘবানু! দু্যলোকে ও দিবসে মৎসদৃশ লোকের প্রতি তোমার যাহা দাতব্য আছে, তাহা পুরুষ ব্যক্তিই লাভ করে।

২২। হে শূর! তুমি এই জগতের (অর্থাৎ জন্ম পদার্থের) দৈশ্বর, স্বাবর পদার্থের দৈশ্বর ও সর্বদর্শী, অথবা অশুক ধোহুর ন্যায় তোমার স্তুতি করিতেছি।

২৩। হে মঘবন্! তোমার মত কেহ স্বর্গে বা পৃথিবীতে জন্মে নাই ও জন্মিবে না। আমরা অশ্ব, অন্ন ও গাভী অভিলষী, তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

২৪। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যেষ্ঠ ও আমি কনিষ্ঠ হইয়াছি। আমার জন্য সেই ধন আহরণ কর, তুমি চিরকাল হইতে বহুধনবান্ এবং প্রত্যেক যুদ্ধে হব্য লাভ যোগ্য।

২৫। হে মঘবান্! শক্রদিগকে পরাঙমুখ করতঃ প্রেরণ কর। আমাদের ধন শুলভ কর। সংগ্রামে আমাদের রক্ষক হও। আমরা সখা। আমাদের বর্দ্ধয়িতা হও।

২৬। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ দান করে, সেইরূপ তুমি আমাদের ধন দান কর, হে পুরুষত! আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যাকে প্রাপ্ত হই।

২৭। হে ইন্দ্র! হিংসক, দুস্ত্রসাদ্য, অমঙ্গলময় (শক্র) যেন অজ্ঞাত-সারে আমাদের আক্রমণ না করে। হে শূর! আমরা তোমার নিকট লব্ধ হইয়া অনেক কার্যে উত্তীর্ণ হইব।

৩৩ সূক্ত।

প্রথম ৯ ঋকে বসিষ্ঠ ঋষি। বসিষ্ঠপুত্রগণ দেবতা। পরবর্তী ৯কের
বসিষ্ঠপুত্রগণ ঋষি। বসিষ্ঠ দেবতা।

১। শ্বেতবর্ণ কর্মপুরুষ দক্ষিণ ভাগে চূড়াধারীগণ(১) আমাদের হর্ষিত করিতেছেন। আমি বর্হিঃ হইতে উঠিবার সময়ে লোক সকলকে বলি, যে বসিষ্ঠগণ আমার নিকট হইতে যেন দূরে না যান।

(১) বসিষ্ঠপুত্রগণ মণ্ডকের দক্ষিণ ভাগে চূড়া ধারণ করিত।

২। বসিষ্ঠপুত্রগণ চমসস্থিত সোমপায়ী উগ্র ইন্দ্রকে দূর হইতে (পাশছায়ায়) তিরস্কার করতঃ সোমদ্বারা আনয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও বয়তের পুত্র পাশছায়ায় (অতিক্রম করিয়া) সোমোভিষবপ্রযুক্ত বসিষ্ঠগণকে বরণ করিয়াছিলেন(২)।

৩। এইরূপেই ইহারা স্মৃতে নদীপার হইয়াছিলেন। এইরূপেই ইহারা ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে বসিষ্ঠগণ! এইরূপেই দশজন রাজার সহিত যুদ্ধে তোমাদের মন্ত্রবলে ইন্দ্র সূদাসরাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৪। হে মনুষ্যগণ! তোমাদের স্তোত্রদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। আমি রথের অক্ষ ক্রয় করিয়াছি। তোমরা ক্ষীণ হওনা। হে বসিষ্ঠগণ! তোমরা শক্রী ঋক্ ও শ্রেষ্ঠ শব্দদ্বারা ইন্দ্রের বল সম্পাদন করিয়াছিলে।

৫। জাতত্বয়, রাজগণকর্তৃক পরিবৃত রুষ্টিপ্রার্থী বসিষ্ঠগণ দশরাজার সহিত সংগ্রামে আদিত্যের ন্যায় ইন্দ্রকে উর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্তুতিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং রাজগণের জন্য বিস্তীর্ণ লোক প্রদান করিয়াছিলেন।

৬। গোপ্রেরক দণ্ডের ন্যায় ভরতগণ (শত্রুগণে) পরিস্থিত ও অল্প সংখ্যক ছিল। অনন্তর বসিষ্ঠ তাহাদিগেরই পুরোহিত হইলেন। এবং তৃণসুদিগের প্রজারুদ্ধি হইতে লাগিল।

৭। তিন জনই(৩) ভুবনে জল করেন। তাহাদিগেরই জ্যোতিঃ প্রমুখ আর্ধ্য তিন প্রজা আছে। দীপ্তিমান তিন জনই উষাকে বরন করেন। বসিষ্ঠগণ তাহাদের সকলকেই জানেন।

৮। হে বসিষ্ঠগণ! তোমাদিগের স্তোম সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হয়। তোমাদের মহিমা সমুজ্জের ন্যায় গভীর। তোমাদের স্তোম বায়ুবেগের ন্যায় অন্যের অসুগমনের অশক্য।

(২) পূর্ব্ব কালে যখন বসিষ্ঠপুত্রগণ সূদাসরাজার যজ্ঞে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন বয়তের পুত্র পাশছায়া নামক রাজা যজ্ঞ করেন, ইন্দ্র যখন উক্ত রাজার যজ্ঞে সোম পান করিতে ছিলেন, সেই সময়ে বসিষ্ঠগণ মন্ত্রবলে তাহাকে উচাইয়া আনিয়া সূদাসের যজ্ঞ উপস্থিত করিয়াছিলেন। লায়ণ।

(৩) অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য। লায়ণ।

৯। "সেই বসিষ্ঠগণ হৃদয়ের জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে বিচরণ করেন। তাঁহারা যমকর্তৃক বিস্তৃত বস্ত্র বয়ন করতঃ অপ্সর-গণের নিকট গমন করিয়াছিলেন(৪)।

১০। হে বসিষ্ঠ ! বিদ্যুতের ন্যায় স্বীয়জ্যোতিঃ পরিত্যাগ কালে মিত্র ও বরুণ তোমায় দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার এক জন্ম হয়। আরও যখন অগস্ত্য বাসস্থান হইতে তোমায় আহরণ করিয়াছিলেন।

(৪) ৯ হইতে ১৩ ঋকে বসিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে একটি বৈদিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র; বসিষ্ঠ উর্ধ্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ কি?।

বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বহুতম, অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, অর্থাৎ সূর্য্য। মিত্র ও বরুণ অর্থে দিবা ও রাত্রি, উর্ধ্বশীর আদি অর্থ উষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্ধ্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ।

পরে বসিষ্ঠনামীয় এক বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন, অতএব ঋগ্বেদের রচনার সময়েও বসিষ্ঠ অর্থে সেই ঋষিদিগের বুঝাইত, বসিষ্ঠের সূর্য্য অর্থ লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। (See Max Müller's *Selected Essays* (1881), vol. I, p. 406.)

এইরূপে বসিষ্ঠ ঋষি মিত্র ও বরুণের সন্তান, অপ্সরা বা উর্ধ্বশীর সন্তান, অথবা উর্ধ্বশীর প্রণয়ী এইরূপ বৈদিক আখ্যান উৎপন্ন হইল। সেই উপাখ্যান শেষে বৈষ্ণব কলেবর ধারণ করিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে প্রকাশ পাই-
তেছে।

ভয়োরাদিত্যয়োঃ সত্ত্বৈ দৃষ্টাপ্সরসমূর্ধ্বশীং ।

বেতশ্চক্ষন্দ তৎকুস্তে ন্যাপতদ্বাসভীবরে ॥

ভেনৈব তু মুহূর্ত্তেন বীৰ্য্যবৰ্ভো ওপস্থিনো ।

অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ তত্রহী সৎবভূবতুঃ ॥

বহুধা পতিভং রেভঃ কলশেচ জলে ক্ষলে ।

ক্ষলে বসিষ্ঠস্ত মুনিঃ সত্ত্বৈত ঋষিসত্তমঃ ॥

কুস্তে ভগন্ত্যঃ সৎভূতো জলে মৎস্যো মহাছ্যতিঃ ।

উদ্দিয়ায় ততোহগস্ত্যঃ শয্যা নাত্তো মহাতপাঃ ॥

মানেন সৎমিতো যস্মাতস্মান্মান ইহোচ্যতে ।

যদ্বা কুস্তাদৃষিক্তাঃ কুস্তেনাপি হিমীয়তে ॥

কুস্ত ইত্যভিধানং চ পরিমাণস্য লক্ষ্যতে ।

ততোহপ্সু গৃহমাণাসু বসিষ্ঠঃ পুষ্কার স্থিতঃ ॥

সক্লভঃ পুষ্কার তংহি বিধে দেবা অধারয়ন্ ॥

১১। আরও হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ! উর্বর-
শীর মনঃ হইতে তুমি জাত। তখন (মিত্র ও বরুণের) রেতঃস্থলন হইয়াছিল,
বিশ্বদেবগণ দৈব্য স্তোত্রদ্বারা পুস্তর মধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন।

১২। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় (লোক) অবগত হইয়া সহস্র
দান বা সর্বদানবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। যমকর্তৃক বিস্তীর্ণ বস্ত্র বয়ন কর-
ণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্বরী হইতে জন্মিয়াছিলেন।

১৩। যজ্ঞে উৎপন্ন (মিত্র ও বরুণ) স্তুতিদ্বারা প্রার্থিত হইয়া, কুস্ত্র
মধ্যে যুগপৎ রেতঃসেক করিয়াছিলেন। অনন্তর মধ্য হইতে মান(৫) প্রাদু-
ভূত হইলেন। ঋষিও তাহা হইতেই জন্মিয়াছিলেন লোকে বলে।

১৪। হে প্রত্নদগ্ধ(৬)! বসিষ্ঠ তোমাদের নিকট আগমন করিতেছেন।
তোমরা এসন্নমনে ইহার পূজা কর। ইনি অগ্রবর্তী হইয়া উক্খধারী, সাম-
ধারী ও শ্রুতরাতিষবনকারীকে ধারণ করেন এবং বক্তব্য বাচন করেন।

৩৪ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। দীপ্ত ও অভীষ্টপ্রদ স্তুতি বেগবান্, সুসংস্কৃত রথের ন্যায়
আমাদের নিকট হইতে দেবগণের নিকট গমন করুন।

২। ক্ষরণশীল জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উপাতি অবগত আছেন,
আর (স্তুতি) শ্রবণ করেন।

৩। বিস্তীর্ণ জলও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে। উপদ্রব সংজাত হইলে
উগ্র শূরগণ উহারই স্তুতি করেন।

৪। উহার জন্য অশ্বগণকে রথাগ্রে যোজনা কর। ইন্দ্র বজ্রধারী ও
সুবর্ণময় হস্তবিশিষ্ট।

৫। যজ্ঞের অভিমুখে গমন কর। গস্তার ন্যায় আপনাই যৎসাম্যে
গমন কর।

(৫) অগস্ত্য। ন্যায়।

(৬) অর্থাৎ তৎসুগণ।

৬। সংগ্রামে নিজেই গমন কর। লোকের জন্য প্রজ্ঞাপক পাঁপ-
বারক যজ্ঞ বিধান কর।

৭। এই যজ্ঞের বল হইতে সূর্য্য উদিত হইতেছেন। পৃথিবী যেমন
ভূতগণের তার বহন করেন, সেইরূপ যজ্ঞতার বহন করিতেছেন।

৮। হে অগ্নি! অহিংসাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞদ্বারা মনোরথ পূর্ণ করতঃ
দেবগণকে আহ্বান করিতেছি এবং তাহাদের উদ্দেশে কৰ্ম্ম করিতেছি।

৯। তোমরা (দেবগণের) উদ্দেশে দীপ্ত কৰ্ম্ম ধারণ কর। তোমরা
দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি কর।

১০। উগ্র সহস্র চক্ষু বকণ এই নদীগণের জল দর্শন করেন।

১১। বকণ রাষ্ট্রের রাজা, নদীর রূপ, তাহার বল অব্যাহত ও
সর্বভোগামী

১২। (হে দেবগণ)! সকল প্রজার মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর,
নিন্দা করণেছু শত্রুকে দীপ্তিরহিত কর।

১৩। অসুখজনক শত্রুদিগের আয়ুধ চারিদিকে অপগত হউক।
হে দেবগণ! শত্রুরের পাঁপ আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক কর।

১৪। ইত্যাজী অগ্নি নমস্কার দ্বারা প্রিয়তম হইয়া আমাদিগকে
রক্ষা ককন। আমরা তাহার উদ্দেশে স্তোত্র করিতেছি।

১৫। দেবগণের সহচর অপাং নপাংকে সখা কর। তিনি আমাদের
মঙ্গলকর হউন।

১৬। মেঘেরু অহিস্তা নদীর স্থানে জলে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে
স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর।

১৭। অহিবুধ্ম যেন আমাদিগকে হিংসক হস্তে সমর্পণ না করেন।
যজ্ঞকর্ত্তার যজ্ঞ যেন ক্ষীণ না হয়।

১৮। দেবগণ যেন আমাদের এই লোকগুলির জন্য অন্ন ধারণ
করেন। ধন্যার্থ উৎসাহমান শত্রুগণ প্রগত হউক।

১৯। আদিত্য যেমন ভুবনগণকে তাপ দেন, মহাসেনাবিশিষ্ট (রাজ-
গণ) ইন্দ্রাদিগের বলে সেইরূপ শত্রুগণকে তাপ দেন।

২০। যখন দেবপত্নীগণ আমাদের অভিমুখে আগমন করেন, তখন উক্তম হস্তবিশিষ্ট ত্বষ্ঠা আমাদেরিগেকে বীরপুত্র প্রদান করুন।

২১। ত্বষ্ঠা যেন আমাদের স্তোত্র সেবা করেন। পর্যাপ্ত বুদ্ধি ত্বষ্ঠা আমাদের জন্য ধনকাম হউন।

২২। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ আমাদেরিগের যাহা অভিপ্রেত তাহা প্রদান করুন। দ্যাবাপৃথিবী ও বরুণানী শ্রবণ করুন। কলাগকর দানবিশিষ্ট ত্বষ্ঠা উপদ্রব নিবারিণী দেবপত্নীগণের সহিত আমাদেরিগের শৃগর-প্রদ হউন।

২৩। পর্বতগণ আমাদের সেই ধন পালন করুন। জল সকল আমাদের সেই ধন পালন করুন। দানদক্ষা (দেব পত্নীগণ) তাহা পালন করুন। ওষধিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন। বনস্পতিগণের সহিত অন্তরীক্ষ তাহা পালন করুন। দ্যাবাপৃথিবী আমাদেরিগেকে রক্ষা করুন।

২৪। আমরা ধারণীয় ধনের আধার হইব, বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তাহার অনুমোদন করুন। দীপ্তির আধার ইন্দ্র, সখা বরুণ তাহার অনুমোদন করুন। যাহারা পরাজয় করেন, সেই মরুৎগণও অনুমোদন করুন।

২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি, আপ, ওষধি ও রক্ষগণ আমাদেরিগের জন্য এই স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের সমীপে থাকিয়া আমরা সুখে থাকিব। তোমরা সর্বদা আমাদেরিগেকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৩৫ সূক্ত(১) ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! রক্ষাদ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হও । হে ইন্দ্র ও বরুণ ! (যজমান) হব্য প্রদান করিয়াছে, তোমরা আমাদের শান্তিপ্রদ হও । ইন্দ্র ও সোম আমাদের শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হউন । ইন্দ্র ও পূষা আমাদের শান্তি ও সুখপ্রদ হউন ।

২। ভগ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । নরায়ণস আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । পুরন্ধি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ধন সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । উত্তম যমযুক্ত সত্যের বচন আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । বলবার প্রাচুর্য্যবৃত্ত অর্ঘ্যমা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

৩। ধাতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ধর্তা বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ধিবর্ত্তগমনা (পৃথিবী) ভবের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । মহতী দ্যাভাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । পর্ব্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । দেবগণের উৎকৃষ্ট স্তুতি সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

৪। জ্যোতির্মুখ অগ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । মিত্র ও বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । অশ্বিদ্বয় আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । পুণ্য-কারীদিগের পুণ্যকর্ম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । গমনশীল বায়ুও আমাদের শান্তির জন্য বহিতে থাকুন ।

৫। প্রথম আহ্বানে দ্যাভাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । অন্তরীক্ষ দর্শনার্থ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ওষধি সকল ও রক্ষ সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

৬। দেব ইন্দ্র বসুগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । শোভন-অতিযুক্ত বরুণ আদিভ্যাগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । কত্রেদেব

(১) এই সূক্তে যে কেবল দেবগণের উল্লেখ আছে এমন নহে, গো, অশ্ব, ওষধি, পক্ষ, নদী রক্ষ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বা বিদ্যমান বা উপকারী দ্রব্য সমুদয়েরও অর্চনা আছে ।

করুণগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ভৃক্ দেবপত্নীগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । যজ্ঞ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ।

৭। নোম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । স্তোত্র আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । প্রসুরগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । যজ্ঞ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । যুগগণের পরিমাণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ওষধিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । বেদিও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

৮। বিস্তীর্ণতেজা সূর্য্য আমাদের শান্তির জন্য উদ্ভিত হউন । চারিটী মহাদিক আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । স্থির পর্ব্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । নদীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । জলও আমাদের শান্তির জন্য হউন ।

৯। অদিতি কৰ্ম্মদ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । শোভন স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । বিষ্ণু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । পূষা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । অন্তরীক্ষ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । বায়ু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

১০। সবিতাদেব রক্ষা করতঃ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । তমো-নিবারিণী উষাগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । পর্জ্জন্ম আমাদের প্রজা-গণের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন । ক্ষেত্রপতি শম্বু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

১১। দ্যুতিমান বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । সরস্বতী কৰ্ম্মের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । যজ্ঞদেবীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । ভুলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোকভব সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

১২। সত্যপালক দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । অশ্বগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । গোসকল আমাদের সুখপ্রদ হউন । সুরকর্ম্মকারী সুহস্তযুক্ত ঋভুগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । স্তোত্র হইলে আমাদের পিতৃগণও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

১৩। অজ্ঞ এক পাদ দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । অহিবুধু দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন । সমুদ্র আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

উপদ্রব পারয়িত্বা অপাং নপাং অমাদেব শাস্তিপ্রদ হউন । দেবপালিকা
পৃশ্বি অমাদেব শাস্তিপ্রদ হউন ।

১৪ । আমি এই নৃত্তন স্তোত্র করিতেছি, হে আদিভাগব, কঙ্গবংশ,
বায়ুগণ ! ইহাকে সেবা কর । ছালোকভব পার্থিব ও পৃথ্বিজাত এবং
যে কেহ যজ্ঞীয় আছ, সকলে আমাদেব আশ্বান শ্রবণ কর ।

১৫ । যজ্ঞার্থে দেবগণের ও যজ্ঞনীর মনুর, যজ্ঞনীর মরণরহিত সত্যজ্ঞ যে
(দেবগণ) আছেন, তাহারা অন্য আমাদিগকে বহুকীর্ত্তিমণ্ন পুত্র প্রদান
করুন । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তি দ্বারা পালন কর ।

চতুর্থ অধ্যায়।

৩৬ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। বলিষ্ঠ ঋষি।

১। যজ্ঞের সদন হইতে স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে গমন করুক। সূর্য্য
কিরণসমূহদ্বারা রুটির জল স্রুতি করিয়াছেন। পৃথিবী নানুসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া
ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জ্বলিতেছেন।

২। হে অশুর মিত্র ও বরুণ! তোমাদের উদ্দেশে অম্নের ন্যায় নূতন
স্তুতি করিতেছি। তোমাদের মধ্যে অন্যতর প্রভু বরুণ, স্থানের জনয়িতা।
মিত্র সূর্য্যমাণ হইয়া প্রাণিজাতকে প্রবর্তিত করে।

৩। গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে। ক্ষীরদায়ী ধেনু
সকল রুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মহান ও দ্যোতমান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন
বর্ষণশীল পর্জ্জনা সেই অন্তরীক্ষে ক্রন্দন করিতেছেন।

৪। হে শূর ইন্দ্র! তোমার প্রিয় সুন্দরগতিবিশিষ্ট ও ধারক এই
অশ্বদ্বয় লোকে স্তুতিদ্বারা রথে যোজিত করে। অর্য্যমা হিংসাকরুণেচ্ছ
কোপ বিনষ্ট করেন, সেই শোভন কর্ম্মবিশিষ্ট অর্য্যমাকে আবর্তিত করি।

৫। যজ্ঞপরাশ্রয়গণ অন্নবিশিষ্ট হইয়া ও যজ্ঞস্থানে অবস্থান করতঃ
তাঁহার সখ্য কাশনা করিতেছেন। নেতাগণকর্ত্ত্বক সূর্য্যমাণ হইয়া কদ্র অন্ন
দান করিতেছেন। আমি কদ্রের প্রিয় নমস্কার করিতেছি।

৬। যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধুমাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া(১), সেই
কামদ্যুয়া সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হইতেছে। স্বীয় জলে বর্দ্ধমান ও অন্ন-
বিশিষ্ট ও কামন্যমান নদীসকল যুগপৎ আগমন করুন।

(১) ইহার পূর্বে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পাইয়াছি। ঋগ্বেদে কোন্
সাতগী নদীকে সপ্তনদী বলিয়া উল্লেখ করিত তাহা নির্ণয় করা হ্রদর, এখানে সিন্ধুকে
তাঁহাদিগের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয়া বলা হইয়াছে। অতএব বোধ হয়
সিন্ধু ও তাহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এই সাতগীকে সপ্তনদী বলিত।

৭। হৃষ্ট ও বেগবান্ মকংগণ আমাদের যজ্ঞকৰ্ম্ম ও আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। বাণ্ড ও বিচরণশীল (বাগ্‌দেবতা) আমাদের তাগ করিয়া যেন অন্যকে না দেখেন। মকং ও বাক্ আমাদের ধন নিয়ত হইলেও উহাকে বর্জিত করুন।

৮। তোমরা গেষরহিতা মহতী ভূমিকে আহ্বান কর। যজ্ঞাহ বীর পুষাকে আহ্বান কর। আমাদের কৰ্ম্মরক্ষক ভগকে আহ্বান কর। দান-দক্ষ পুরাণ (ঋতুগণের অন্যতম) বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান কর।

৯। হে মকংগণ! আমাদের এই শ্লোক ত্বদভিমুখে গমন করুক। অশ্রয়দাতা গৰ্ভপালক বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। (উহার) স্তুতিকারীকে পুত্র ও অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সৰ্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৩৭ সূক্ত।

বিষ্ণুদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ঋতুক্ষা বাজগণ! বহনশীল ও প্রশংসামোগ্য ও হিংসারহিত রথ তোমাদিগকে বহন করুক। হে সুন্দর হনুনিশিষ্ট ঋতুগণ! যজ্ঞে আমন্দার্থ ত্রিপৃষ্ঠ(১) মহান্ সোমরসদ্বারা (তোমাদের উদর) পূর্ণ কর।

২। হে স্বর্গদর্শী ঋতুক্ষাগণ! তোমরা হব্যবিশিষ্ট লোকদিগের নিমিত্ত হিংসারহিত রথ ধারণ কর। অনন্তর বলবান্ হইয়া যজ্ঞে পান কর ও অনুগ্রহদ্বারা বিশেষরূপে আমাদের যজ্ঞকে ধন দান কর।

৩। হে মঘবনু ইন্দ্ৰ! তুমি মহৎ ধন ও অল্প ধনের দানকালে ধন সেবা কর। তোমার উভয় বাহু ধনে পূর্ণ। তোমার বাক্য ধনলাভে প্রতিবন্ধকতা করে না।

৪। হে ইন্দ্ৰ! তুমি অসাধারণ, কীর্তিমান্, ঋতুক্ষা ও সাধু; তুমি অন্যের ন্যায় স্তোত্রের গৃহে আগমন কর, হে হরিবান্! অদ্য আমরা বসিষ্ঠ-গণ তোমার জন্য হব্য প্রদান করিয়া স্তোত্র করিতে থাকিব।

(১) ক্ষীর, দধি ও সজ্জমিশ্রিত। সাযণ।

৫। হে হর্যাস্থ! তুমি যেহেতু আমাদের স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত হইতেছে, অতএব তুমি হব্যদায়ী যজমানের দেয় ধনদ্বারা দাতা। হে ইন্দ্র! তুমি কবে আমাদেরকে ধন প্রদান করিবে? অদ্য তোমার যোগ্য রক্ষাকার্য্যদ্বারা আমরা প্রতিপালিত হইব।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, তুমি কবে আমাদেরকে বাক্য অবগত হইবে? তুমি আমাদেরকে এক্ষণে নিবাস প্রদান করিতেছ। বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব আমাদের স্তুতি প্রযুক্ত যেন বীরপুত্রবিশিষ্ট ধন ও অন্ন আমাদের গৃহে বহন করিয়া আনেন।

৭। ছাতিমতি, নিখতি যে ইন্দ্রকে অধিপতি করিবার জন্য ব্যাপ্ত করে, সুন্দর অন্নবিশিষ্ট বৎসর সকল যে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে, মর্ত্য স্তোতাগণ যে ইন্দ্রকে আপনার বাটীতে লইয়া যায়, ত্রিলোকধারী সেই ইন্দ্র, অন্ন জীর্ণকারী বন প্রাপ্ত হইতেছেন।

৮। হে দেব সবিতা! (তোমার নিকট হইতে) প্রশংসায়োগ্য ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। পর্ব্বত(২) ধন দান করিলে ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। সকলের পালক স্বর্গীয় ইন্দ্র সর্বদা আমাদের সেবা করুন। হে দেবগণ! তোমরা সর্বদা আমাদেরকে শ্রুতিদ্বারা পালন কর।

৩৮ সূক্ত ।

সবিতা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। সবিতাদেব যে হিরণ্যুয়ী প্রভা আশ্রয় করেন, সেই প্রভাকে উদ্ধাত করিতেছেন। সবিতাদেব মনুষ্যের হবনীয়। বহুধনবিশিষ্ট সবিতা স্তোতাগণকে রমণীয় ধন দান করেন।

২। হে দেব সবিতা! উদ্ধাত হও। হে হিরণ্যপানি! বিস্তীর্ণ ও প্রথিত প্রভা প্রদান করতঃ এবং মনুষ্যগণের ভোগযোগ্য ধন, নেতাগণের

উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতঃ যজ্ঞ আঁরদ্ধ হইলে, তুমি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর ।

৩। সবিতা দেবতা আমাদের দ্বারা স্তুত হউন, সকল দেবগণ যে সবিতাকে স্তুত করিতেছে, সকলের পূজার্থ সেই সবিতা আমাদের স্তোম ও অন্ন ধারণ ককন। সর্বপ্রকার পালন কার্য্যদ্বারা স্তোতাগণকে পালন ককন।

৪। দেবি অদিতি, সবিতাদেবের অনুজ্ঞানুসারে স্তুত করেন, শোভমান বরুনাদি দেবগণ সবিতার স্তুত করেন, মিত্রাদি এবং সমান প্রীতিযুক্ত অর্য্যমা তাঁহার স্তুত করেন।

৫। দানদক্ষ ভজনাশীল যজমান পরস্পর মিলিত হইয়া দুলোক ও ভুলোকের মিত্রত্ব সবিতার পরিচর্যা করেন। অহিব্রহ্ম আমাদের স্তোত্র শ্রবণ ককন, বাগ্বেদবীণ আমাদের অভিযুখে ধেনুগণদ্বারা আমাদের পালন ককন।

৬। প্রজাপালক সবিতা আমাদের প্রার্থনানুসারে তাহার সেই রমনীয় ধন (প্রাপ্ত) অনুমোদন ককন। ওজস্বী স্তোতা আমাদের রক্ষণার্থ ভগনামক দেবতাকে বারবার আহ্বান করিতেছে। অসমর্থ স্তোতা রত্ন যাক্রা করিতেছেন।

৭। যজ্ঞকালে আমাদের স্তোত্র পরিমিত, পথবিশিষ্ট ও সুন্দর অন্নযুক্ত, বাজীনামক দেবগণ আমাদের সুখপ্রদ হউন। এই দেবগণ অদাতা হস্তা ও রাক্ষসগণকে হিংসা করতঃ পুরাতন রোগ সকলকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক্ ককন।

৮। হে বাজীগণ! তোমরা মেধাবী, মরণরহিত ও সত্যজ্ঞ হইয়া ধনের নিমিত্ত সকল দুষ্কে আমাদের পালন কর। এই সোম পান কর ও শ্রমত হও। পরে তৃপ্ত হইয়া দেবযান পথে গমন কর।

৩৯ হুক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অগ্নি উন্মুখ হইয়া স্তোতার মুমুতি সেবা করুন। সকলের জরা-প্রদাত্রী উষাদেবী অভিযুখী হইয়া যজ্ঞে গমন করেন। আদরবিশিষ্ট (পত্নী ও বজ্রমান) রথিহরের ন্যায় যজ্ঞমার্গ সেবা করিতেছেন। আমাদের হোতা সংপ্রেষিত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন।

২। ইহাঁদিগের স্নানযুক্ত বর্হিঃ পাওয়া যাইতেছে, ইদানীং প্রজা-পালক নিযুক্ত বায়ু ও পৃথ্বী প্রজাগণের মঙ্গলার্থ রাত্রি প্রভূষা হইবার পূর্ব-কালীন আহ্বান (প্রাপ্ত হইয়া) অন্তরীক্ষে আগমন করেন।

৩। বসুনাংক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুৎগণের সেবা করেন। হে প্রভূত-গামী বসু ও মরুৎগণ! তোমার পথ আমাদের অভিযুখ কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গমন করিয়াছে। তোমরা উহার আহ্বান শ্রবণ কর।

৪। প্রসিদ্ধ যজ্ঞার্হ রক্ষাকারী বিশ্বদেবগণ যজ্ঞস্থানে আগমন করেন। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে অভিলষিবিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশে যাগ কর। ভগ, অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রকে শীঘ্র পূজা কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি ত্র্যলোক হইতে স্তুতিযোগ্য মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অর্য্যমা, অদিতি ও বিষ্ণুকে আমাদের যজ্ঞে আহ্বান কর। পৃথিবী হইতেও আহ্বান কর, সরস্বতী ও মরুৎগণ হস্ত হউন।

৬। আমরা যজ্ঞার্হ দেবগণের উদ্দেশে স্তুতির সহিত হব্য প্রদান করিতেছি। অগ্নি আমাদের অভিলষের প্রতিবন্ধক না হইয়া যজ্ঞ ব্যাপ্ত করিতেছেন। হে দেবগণ! তোমরা অনুপেক্ষণীয় ও সর্বদা সন্তুজনীয় ধন দান কর। অন্য আমরা সহায়ভূত দেবগণের সহিত মিলিত হইব।

৭। অন্য দ্যাবাপৃথিবী বসিষ্ঠগণের দ্বারা সর্বতোভাবে স্তুত হইলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হইলেন। আক্ষাদকর দেবগণ

আমাদিগকে অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে শ্রুতিদ্বারা পালন কর ।

৪০ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে দেবগণ ! তোমাদের চিত্তদ্বারা সম্পাদনীয় সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক । আমরা বেগবান্ দেবগণের উদ্দেশে স্তোত্র করি । এক্ষণে সবিভা যে ধন প্রেরণ করেন, আমরা রত্নবিশিষ্ট সবিতার সেই ধন গ্রহণ করিব ।

২। মিত্র, বরুণ ও দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে সেই ধন দান করুন । ইন্দ্ৰ ও অর্যমা আমাদিগকে দ্যুতিমান স্তোতাগণের দেবিত ধন প্রদান করুন । বায়ু ও ভগ যে ধন আমাদিগের প্রতি যোজনা করেন, দেবী অদিতি ধন (দান) আজ্ঞা করুন ।

৩। হে পৃষদশ্ব মকংগণ ! যে মর্ত্যকে তোমরা রক্ষা কর, সেই গুজশ্বী হউক, সেই বলবান্ হউক । অগ্নি ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবগণ যজমানকে প্রবর্তিত করিতেছেন, এই যজমানের ধনের কেহ বিনাশক নাই ।

৪। যজ্ঞের প্রাপ্যিভা এই বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সকলের সামর্থ্যবিশিষ্ট, ইহারা আমাদের যজ্ঞকর্ম ধারণ করিতেছেন । অপ্রতিরুদ্ধা, দ্যুতিমতী অদ্বিতী শোভন আহ্বানবিশিষ্টা । তাহারা সকলে যাহাতে আমাদের বাধা না হয়, এই রূপে পাণ হইতে উদ্ধার করুন ।

৫। অম্য দেবগণ যজ্ঞে হব্যদ্বারা প্রাপনীয়, অতীক্ৰবর্ষী বিষ্ণুর শাখা-স্বরূপ । কত্র কত্রীয় মহিমা প্রদান করেন । হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে আগমন কর ।

৬। সকলের বরুণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেবপত্নীগণ যে ধন আমাদিগকে দান করেন, হে দৌণ্ডিযুক্ত পুষা ! এই দানে বাধা দিও না । স্তবপ্রদ, গম্যমণীল দেবগণ আমাদিগকে পালন করুন । সর্বত্রগামী বায়ু রক্তির জল প্রদান করুন ।

৭। অন্য দ্যাবাপৃথিবী দেবগণের দ্বারা সর্বোতোভাবে স্তুত হইলেন যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হইলেন। আত্মাদকর দেবগণ আমাদিগকে অচিন্তনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে শ্রুতিদ্বারা পালন কর।

৪১ শ্লোক।

প্রথম ঋক ইন্দ্রাদি দেবতা; দ্বিতীয় অবধি পাঁচটির ভগ দেবতা; সপ্তমটির উষা দেবতা। ইহার নাম ভগশ্লোক। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা প্রাতঃকালে অগ্নিকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে মিত্র ও বরুণকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়কে স্তুত করি। প্রাতঃকালে ভগকে, পুষাকে ও ব্রহ্মপুত্রকে স্তুত করি, প্রাতঃকালে সোম ও কদ্রকে স্তুত করি।

২। যিনি জগতের ধরাক, জয়শীল উগ্র অদিতির পুত্র সেই ভগ-দেবতাকে প্রাতঃকালেই আহ্বান করিব। দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ভগদেবকে স্তুতি করতঃ “আমার তত্ত্বনয়ী ধনদাতা” বলিয়া যাক্ষা করে।

৩। হে ভগ! তুমি প্রকৃষ্ট নেতা, হে ভগ! তুমি সত্যধন। তুমি আমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করতঃ আমাদের স্তুতি সকল কর। হে ভগ! তুমি আমাদিগকে গো ও অশ্বদ্বারা প্ররুদ্ধ কর। হে ভগ! আমরা নেতাগণদ্বারা মনুষ্যবান হইব।

৪। আরও আমরা যেন ইদানীং ভগবান হইতে পারি; দিবসের প্রারম্ভে ও মধ্যেও যেন ভগবান হইতে পারি। আরও হে মমবনু! সূর্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্রাদির অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।

৫। হে দেবগণ! ভগই ভগবান হউন। আমরা ভগের (অনুগ্রহেই) ভগবান হইব। হে ভগ! সকলেই তোমার বারম্বার আহ্বান করেন। হে ভগ! তুমি এই যজ্ঞে আমাদিগের অগ্রগামী হও।

৬। শুদ্ধস্থানের উদ্দেশে দধিক্রাবার ন্যায় উষাদেবতা আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন। বেগবান্ অশ্ব রথের ন্যায় উষাদেবতা ধনপ্রদ ভগদেবকে আমাদের অভিযুখে আনয়ন করুন।

৭। সর্বগুণে প্ররুদ্ধ ভজনীয় উষাদেবতাগণ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও বীরবিশিষ্ট হইয়া জলসেক করতঃ সর্বদা আমাদের নৈশ ভ্রমো নাশ করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের সন্তিদ্ধারা পালন কর।

৪২ সূক্ত ।

বিষদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। স্তোতা অজিরাগণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হউন। পর্জন্য আমাদের স্তোত্র বিশেষরূপে ইচ্ছা করুন। প্রীতিদায়িনী নদীগণ জলসেচন করতঃ গমন করুন। আদরবিশিষ্টা পত্নী ও যজমান যজ্ঞের রূপ যোজনা করুন।

২। হে অগ্নি! তোমার চিরলব্ধ পথ সুগম হউক। যে হরিৎ ও রোহিৎগণ যজ্ঞগৃহে (তোমার ন্যায়) বীরকে বহন করতঃ শোভা পায়, তাহাদিগকে রথে যোজনা কর। আমি উপরিষ্ঠ হইয়া দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।

৩। হে দেবগণ! নমস্কারযুক্ত এই স্তোতাগণ আমাদের যজ্ঞ সম্যকরূপে পূজা করে। আমাদের সমীপস্থিত স্তুতিশীল হোতা সর্বাঙ্গেক্ষা উত্তম। হে যজমান! তুমি দেবগণকে সুন্দররূপে যজ্ঞ কর। হে বহুভেজস্বিন্! তুমি যজ্ঞার্থ ভূমিকে আবর্তিত কর।

৪। সকলের অতিথি অগ্নি, যখন বীর ধনবানের গৃহে সুরে শায়িত দৃষ্ট হইলেন, যখন অগ্নি গৃহে সুনিহিত হইয়া প্রীত হইলেন, তখন তিনি নিকটগামী প্রজাকে বরণীয় ধন দান করেন।

৫। অগ্নি আমাদের এই যজ্ঞ সেবা কর। ইন্দ্র ও মকৎগণের মধ্যে আমাদের যজ্ঞে যোগদান কর। রাত্রি ও উষাকালে বহির্ভূত উপবেশন কর। যজ্ঞাভিলাষী মিত্র ও বন্ধকে এই যজ্ঞে পূজা কর।

৬। বসিষ্ঠ ধন্যভিলাষী হইয়া এই প্রকারে বলেরপুত্র অগ্নিকে বহুরূপবিশিষ্ট ধনলাভার্থ স্তুতি করিয়াছিলেন। অগ্নি আমাদের যজ্ঞকে অন্ন, বল ও ধন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের সন্তিদ্ধারা পালন কর।

৪৩ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। রুকের শাখার ন্যায় যে মেধাবীগণের স্তোত্র বিশেষরূপে চারিদিকে গমন করে, সেই দেবাভিলাষীগণ বজ্রে নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে পাঠবার জন্য বিশেষরূপে স্তব করিতেছে, দ্যাবাপৃথিবীকেও স্তব করিতেছে।

২। শীত্রেগামী অশ্বের ন্যায় এই যজ্ঞে গমন করুন। তোমরা একমনে যুক্তকরণকারিণী (শ্রমক) উত্তোলন কর। অধ্বরের জন্য সাধুবর্হি বিস্তীর্ণ কর। হে অগ্নি! তোমার দেবাভিলাষী কিরণসমূহ উর্দ্ধমুখ হইয়া বাস করুন।

৩। বিশেষরূপে প্রতিপালনীয় পুত্রগণ মাতার কোড়ে বেরূপ উপবেশন করে, সেইরূপ দেবগণ যজ্ঞের উন্নত প্রদেশে উপবেশন করুন। হে অগ্নি! জুহু তোমার যাগযোগ্য জ্বালা সম্যক্রূপে সিক্ত করুক। তুমি যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণের (সহায়তা) করিও না।

৪। যজনীয় (দেবগণ) উদকের দোহন যোগ্য ধারা বর্ষণ করতঃ পর্যাপ্তভাবে আমাদের পরিচর্যা (স্বীকার) করুন। হে দেবগণ! অদ্য ধনের মধ্যে যে পূজনীয় ধন আছে, তাহা আগমন করুক, তোমরাও সকল একমন হইয়া আগমন কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি এই প্রকারে প্রজাগণের মধ্যে আমাদের দান কর; হে বলবান্! আমরা (তোমাকর্তৃক) অপরিভ্যক্ত হইয়া নিত্যযুক্ত ধনের সহিত মত্ত ও অহিংসিত হইব। তোমরা সর্বদা আমাদের দিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৪ সূক্ত ।

দধিক্রাধ্যা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। তোমাদের রক্ষার্থ প্রথমে দধিক্রাকে আহ্বান করি। তদনন্তর অশ্বিদয়, উষা সমিদ্ধ অগ্নি ও ভগকে আহ্বান করি। ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণ্যস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যাবাপৃথিবী, জল দেবতা ও সূর্য্যকে আহ্বান করি।

২। স্তোত্রদ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্তিত করতঃ আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপারী ইন্দ্রদেবীকে স্থাপন করতঃ শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদয়কে আহ্বান করি।

৩। আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করতঃ অগ্নি, উষা, সূর্য্য ও ভূমির স্তব করি। আমি (শক্র) বিনাশকারী বকণের মহৎ পিঙ্গলবর্ণ অশ্বকে স্তব করি, সেই দেবগণ সমস্ত পাপ আমা হইতে পৃথক ককন।

৪। অশ্ব মুখ্য, শীঘ্রগামী, গমনশীল দধিক্রাবা সমাক্রূপে জাতব্য অবগত হইরা উষা, সূর্য্য, আদিত্যগণ, বসুগণ, অঙ্গিরাগণের সহিত এক মত হইরা রথের অগ্রে লগ্ন হন।

৪৫ সূক্ত ।

সবিতা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। রত্নবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষের পূরক এবং অশ্বকর্তৃক উহমান সবিতা-দেব মনুষ্যের হিতকর বহুধন হস্তে ধারণ করতঃ ভূতগণকে স্বস্থানে ধারণ ও স্বকার্য্যে প্রেরণ করতঃ আগমন ককন।

২। শিখিল এবং বৃহৎ হিরণ্যর বাহুদ্বারা অন্তরীক্ষের অন্তসমূহকে ব্যাপ্ত ককক। আমরা অদ্য সবিতার সেই মহিমার স্তুতি করি। সূর্য্যও সবিতাকে কৰ্ম্মেচ্ছা প্রদান ককন।

৩। তেজোবিশিষ্ট বহুশক্তি সবিতাদেবই আমাদের উদ্দেশ্যে ধন প্রেরণ ককন। তিনি বহুবিভীর্ণরূপ ধারণ করতঃ আমাদের মনুষ্য-দিগের ভোগযোগ্য ধন দান ককন।

৪। এই স্তুতিসমূহ উত্তম জিহ্বাযুক্ত এবং ধনপূর্ণ হস্তযুক্ত সবিভাকে স্তব করিতেছে । তিনি আমাদের বিচিত্র রূপে অন্নদান করেন । তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৪৬ সূক্ত ।

রুদ্র দেবতা । বলিষ্ঠ ঋষি ।

১। স্থিরকার্মক, শীঘ্রগামী, বাণবিশিষ্ট, অম্লবান্, কাহারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাত্ম বিধানকারী কল্পের উদ্দেশে স্তুতি কর । তিনি শ্রবণ করেন ।

২। পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ জনের ঐশ্বর্য্যদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায় । হে রুদ্র ! তোমার স্তবকারী (আমাদের প্রজাগণকে) পালন করতঃ আমাদের গৃহে গমন কর । আমাদেরকে রোগ দান করিও না ।

৩। অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যাৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, সে আমাদেরকে পরিত্যাগ করুক । হে স্বপিবাত ! তোমার সহস্র ভেষজ আছে ; আমাদের পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হিংসা করিও না ।

৪। হে রুদ্র ! আমাদেরকে হিংসা করিও না, আমাদেরকে ত্যাগ করিও না । তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাহাতে না থাকি, জীবগণের প্রসংশাযোগ্য যজ্ঞে আমাদেরকে ভাগী কর । তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৪৭ সূক্ত ।

অপ্ দেবতা । বলিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে অপ্ দেবতা ! দেবভিলাষীগণ ইন্দের পাতব্য, ভূমিসমুত্ত, যে আমাদের সোমরস প্রথমে সংকৃত করিয়াছে, সেই শুচি, পাপরহিত, রক্তিজনসেকী, মধুর রসযুক্ত সোমরস আমরাও সেবন করিব ।

২। হে অপ্ দেবতা ! শীঘ্রগতি অপাং নপাং দেবতা তোমাদের সেই মধুমত্তম ঐন্দ্র উর্ষি পালন করুন । ইন্দ্র বাহাতে বসুগণের সহিত মত্ত হন, আমরা দেবান্তিলাষী হইয়া অন্য তোমাদের সেই উর্ষি প্রাপ্ত হইব ।

৩। বহু পবিত্র তপবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা লোকের হর্ষ উৎপাদক ও দ্যোতমান জল দেবগণের স্থানে প্রবেশ করেন । তাঁহারা ইন্দ্রের কর্ম হিংসা করেন না । তোমরা সিদ্ধগণের উদ্দেশে যতযুক্ত হব্য হোম কর ।

৪। সূর্য্য ঋশিাদ্বারা যে অপ্ সমুহকে বিস্তীর্ণ করেন, বাহাদের জন্য ইন্দ্র গমনযোগ্য পথ বিদীর্ণ করিয়াছেন, হে সিদ্ধগণ ! সেই তোমরা আমাদের ধন ধারণ কর । তোমরা সর্বদা আমাদেরই স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৪৮ সূক্ত ।

ঋতু দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে নেতা ধনবান্ ঋভুগণ ! তোমরা আমাদের সৌমপানে প্রমত্ত হও । তোমরা গমন করিতেছ, তোমাদের কর্মনেতা সমর্থ অশ্বগণ আমাদের অভিমুখ হইয়া মনুষ্য হিতকর রথ আবর্তিত করুক ।

২। হে ঋভুগণ ! আমরা তোমাদিগের দ্বারা প্রথিত । তোমরা সমর্থ ; তোমাদিগের সাহায্যে সমর্থ হইয়া তোমাদিগের বলে শত্রুবল অভিভব করিব । বাজ আমাদেরই যুদ্ধে রক্ষা করুন । ইন্দ্রকে সহায় পাওয়া আমরা হস্তের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইব ।

৩। ইন্দ্র ও ঋভুগণ আমাদের বহুতর শত্রু সেনা আজ্ঞাদ্বারা অভিভব করেন । যুদ্ধে প্ররুত হইলে সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করেন । বিদ্যা, ঋভুক্ষ ও বাজ ও ইন্দ্র আর্ষ্য হইয়া মথনদ্বারা শত্রু বল বিকৃত করেন ।

৪। হে দ্যোতমান ঋভুগণ ! তোমরা অন্য আমাদের ধন দাও । হে সমস্ত ঋভুগণ ! তোমরা প্রীত হইয়া আমাদের রক্ষণার্থ হও । বসু ঋভুগণ আমাদেরই অন্ন প্রদান করুন । তোমরা সর্বদা আমাদেরই স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৪৯ সূক্ত ।

অপ্ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। সমুদ্র যে অপ্সমূহের জ্যেষ্ঠ, সর্বদাগমনশীল ও শোধয়িতা, সেই অপ্সমূহ অন্তরীক্ষের মধ্য হইতে গমন করেন। বজ্রধারী অতীষ্টবর্ষী ইক্ষ যে অপ্সমূহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহারাই এই স্থানে আমার রক্ষা করুন ।

২। যে অপ্সমূহ অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যাহা প্রবাহিত হইয়া খননদ্বারা যাহাদিগকে লাভ করা যায়, যাহা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সেই অপ্সদেবীসমূহ আমার রক্ষা করুন ।

৩। যে অপ্সমূহের স্বামী বরুণ জলসমূহ মধ্যে সত্য ও মিথ্যার স্বাক্ষী স্বরূপ হইয়া মধ্যম লোকে গমন করেন, মধুক্ষারিণীদীপ্তিযুক্ত, শোধয়িতা, সেই অপ্সদেবীসমূহ আমার রক্ষা করুন ।

৪। যাহাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাহাতে সোম বাস করেন, যাহাতে বিশ্বদেবগণ অন্ন পাইয়া প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্ব্যতিমান্ অপ্সমূহ আমার রক্ষা করুন ।

৫০ সূক্ত(১) ।

প্রথম ঋকের মিত্র ও বরুণ দেবতা ; দ্বিতীয়ের অগ্নি দেবতা ; তৃতীয়ের বৈশ্বানর ; চতুর্থের নদী দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা এখানে আমাদের রক্ষা কর । কুলায়কারী ও সর্বদা বর্দ্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে যেন না আসে, অজকানামক রোগবিশিষ্ট দুর্দর্শন বিষ বিনষ্ট হউক । ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে ।

(১) এই সূক্তে সর্পবিষ ও অন্যান্য বিষের ও রোগের উল্লেখ আছে ।

২। যে বন্দন নামক বিষ নানা জন্মে রক্ষাদির পর্বতস্থানে উদ্ভূত হয়, যে বিষ জাহ্নু ও গুলফ স্ফীত করে, দীপ্তিমান অগ্নিদেব, এই ব্যক্তির নিকট হইতে সে বিষ দূরীকৃত করুন। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে।

৩। যে বিষ শালুলীতে উৎপন্ন হয়, যাহা নদীজলে ওষধি হইতে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সেই বিষ আমাদের নিকট হইতে দূর করিয়া দেন। ছদ্মগামী সর্প যেন পদশব্দের দ্বারা আমাকে জানিতে না পারে।

৪। যে নদীগণ প্রবল দেশে গমন করে, যাহারা নিম্নদেশে গমন করে, যাহারা উন্নত দেশে গমন করে, যে নদী সকল উদকবিশিষ্ট ও যাহারা অমৃদক জলদ্বারা জগৎ আপ্যায়িত করে, সেই ত্বাতিমান নদী সকল আমাদের শিপদ রোগ নিবারণ করিয়া কল্যাণকর হউক। আরও সেই নদী সকল অহিংসাপ্রদ হউক।

৫১ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা যেন আদিত্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করিয়া নূতন সুখের গৃহ প্রাপ্ত হই। ভরাস্বিত আদিত্যগণ আমাদের স্তোত্র সকল শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞকারীকে অনপরাধ ও অদীন করিয়া দিন।

২। আদিত্যগণ ও অদিত্য ও অতিশয় ঋজুস্বভাব মিত্র, বরুণ ও অর্ষ্যমা প্রমত্ত হউন। ভুবনের রক্ষক দেবগণ আমাদের হউন। অন্য আমাদের রক্ষার্থে সোম পান করুন।

৩। আমরা সমস্ত আদিত্যগণ, সমস্ত মরুৎগণ, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত ঋতুগণ ও ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলাম। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৫২ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। বলিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা আদিত্য, আমরা অদিত্য হইব(১)। দেবগণের মধ্যে হে বসুগণ! মনুষ্যাগণকে তোমরা পালন কর। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদিগকে সম্ভজন্য করতঃ ধন উপভোগ করিব। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা যেন ভূতিবিশিষ্ট হই।

২। মিত্র ও বরুণশ্রমুখরক্ষক (আদিত্য) গণ আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে সুখ প্রদান করণ। অন্যকৃত পাপ যেন আমাদের ভোগ করিতে না হয়, তোমরা যে কর্ম করিলে নাশকর, হে বসুগণ! আমরা যেন সে কর্ম না করি।

৩। তুরাবান্ অগ্নিরাগণ সবিতার নিকট যাক্ষা করতঃ তাঁহার যে রমণীয় ধন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, যাগশীল মহান্ পিতা ও সমস্ত দেবগণ এক মনে সেই ধন আমাদের প্রদান করুন।

৫৩ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বলিষ্ঠ ঋষি।

১। যে মহতী ও দেবগণের জন্মদাত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্বতন স্তোতাগণ স্তুতি করতঃ পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি সেই যজ্ঞনীয়া ও মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে (ঋত্বিকুগণের) সম্বাধযুক্ত হইয়া যজ্ঞ ও নমস্কারের সহিত স্তুতি করি।

২। হে স্তোতাগণ! তোমরা নব্য স্তুতিদ্বারা পূর্বপ্রজাতা এবং বিশ্বের পিতৃমাতৃভূতা (দ্যাবাপৃথিবীকে) ঋজস্থলের পুরোভাগে সংস্থাপিত কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগের মহৎ ও বরুণীয় (ধন দানার্থ) দেবগণের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর।

(১) আদিত্যের আত্মীয় এই অর্থে আদিত্য। অদিত্য অর্থ অশ্বগণের।
সায়ণ।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগের দাসে দেয় বহুরমণীয় ধন আছে, তন্মধ্যে যাহা অক্ষয় তাহাই আমাদিগকে প্রদান কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা সর্বদা আমাদিগকে কল্যাণের সহিত পালন কর।

৫৪ সূক্ত ।

বাস্তোপ্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বাস্তোপ্পতি(১)! তুমি আমাদিগকে প্রবোধিত কর। আমাদিগের নিবাস নীরোগ কর। আমরা যে ধন যাক্রা করি তাহা প্রদান কর এবং আমাদিগের (পুত্রপৌত্রাদি) দ্বিপদজনের ও (গবাংখাদি) চতুষ্পদবর্গের সুখকর হও।

২। হে বাস্তোপ্পতি! তুমি আমাদিগের ও আমাদিগের ধনের বর্দ্ধয়িতা হও। তুমি সখা হইলে আমরা গাভী ও অশ্বযুক্ত ও জরারহিত হইব। পিতা যেরূপ পুত্রদিগকে পালন করে, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ পালন কর।

৩। হে বাস্তোপ্পতি! আমরা যেন তোমার সুখকর, রমণীয় ও ধনযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদিগের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন রক্ষা কর ও আমাদিগকে কল্যাণের সহিত সর্বদা পালন কর।

৫৫ সূক্ত ।

বাস্তোপ্পতি ও ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বাস্তোপ্পতে! তুমি রোগনাশক, তুমি সর্বপ্রকার রূপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সখা ও সুখকর হও।

২। হে ঋতবর্ণ ও কোম কোন অংশে পিশঙ্গ বর্ণ সরমা পুত্র! তুমি যখন দম্ভ প্রকাশ কর তাহা আমার নিকট আহ্বারের সময় স্বকৃণী প্রদেশে আব্রুধের ন্যায় বিশেষ রূপে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও।

(১) বাস্তোপ্পতি গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমানামী দেবকুক্কুরী কুলোদ্ভব, সেই জন্য পরে সারথের নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। হে সারমের! তুমি যে স্থান হইতে গমন কর, পুনরায় সেই স্থানে আগমন কর। তুমি চোর ও ডাকাইতের প্রতি গমন কর। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? আমাদিগকে কেন বাধা দাঁও? স্মৃথে নিদ্রা যাও।

৪। তুমি শূকরকে বিদারণ কর, শূকর ও তোমায় বিদারণ করুক। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? কেন আমাদিগকে বাধা দেও? স্মৃথে নিদ্রা যাও।

৫। তোমার মাতা নিদ্রা যান, তোমার পিতা নিদ্রা যান। কুকুর নিদ্রা যাউক, গৃহস্থানী নিদ্রা যাউক, বন্ধুগণ নিদ্রা যাউক। চতুর্দিকবর্তী এই জনগণও নিদ্রা যাউক।

৬। যে ব্যক্তি এই স্থানে আছে, যে বিচরণ করিতেছে, যে আমাদিগকে দেখিতেছে, তাহাদের চক্ষুঃ সকল বিনাশ করিব। এই হর্ম্য যেরূপ (তাহারাও সেই রূপ হইবে)।

৭। যে সহস্রশৃঙ্গ রুমত সমুদ্র হইতে উদ্গাত হইল (২) সেই অভিভব-কারীর সাহায্যে আমরা জনগণকে নিদ্রিত করিব।

৮। যে ব্রীগন প্রাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা বাহনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা তপ্পে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা পুণ্যগন্ধা, তাহাদের সকলকে নিদ্রিত করিব।

৫৬ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। ব্যক্তরূপ নেতা, সমানস্থানবাসী নহুষের হিতকর, অথচ সুলভ অশ্ববিশিষ্ট এই কদ্র পুত্রগণ, ইঁহারা কে?।

২। কেহই ইঁহাদের জন্ম জানেন না। তাহারাই পরস্পর আপনাদের জন্ম কথা জানেন।

৩। আপনারাই সঞ্চরনকরতঃ পরস্পর মিলিত হন। বায়ুবৎ বেগ-শালী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পরস্পর স্পর্শ করেন।

(২) সমুদ্র হইতে উদ্গাত সহস্র শৃঙ্গযুক্ত রুমত কি?।

৪। ধীমান্ ব্যক্তি এই স্বেতবর্ণ ভূত সকলকে অবগত আছেন
মহতী পৃথি ইহাদিগকে অন্তরীক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন ।

৫। সেই প্রজা মকংগনের (অনুগ্রহে) চিরকাল শত্রুগণের অভিভব-
কারিণী ও ধনের পুষ্টি প্রদায়িনী ও বীরপুত্রবিশিষ্টা হউক ।

৬। মকংগন সর্বাংগে অধিক পরিমাণে গম্ভীর্যস্থানে গমন করেন,
অলঙ্কারদ্বারা সর্বাংগে অধিক শোভা ধারণ করেন, তাহারাই জীমম্বিত
ও উগ্র ।

৭। তোমাদের তেজ উগ্র; তোমাদের বল স্থির । মকংগন বুদ্ধিমান
হউন ।

৮। তোমাদের বল সর্বত্র শোভমান; তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল ।
ধর্মণযোগ্য, বলযুক্ত (মকং) গণের বেগ স্তোত্রার ন্যায় বিবিধ শব্দকারী ।

৯। (হে মকংগন)! পুরান আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে পৃথক
কর । তোমাদের ক্রুরবুদ্ধি যেন আমাদের ব্যাধ না করে ।

১০। তোমরা ভরাবান্ । তোমাদের প্রিয় নাম ধরিয়া আহ্বান
করি । অভিলষবান্ মকংগন ইহাতেই তৃপ্ত হন ।

১১। মকংগন সুন্দর আয়ুধবিশিষ্ট, গমনশীল, সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত
এবং তাঁহারাই আমাদের শরীর অলঙ্কৃত করেন ।

১২। হে মকংগন! তোমরা শুচি, শুচি হব্য তোমাদের হউক ।
তোমরা শুচি, তোমাদের উদ্দেশে শুচি যজ্ঞ প্রেরণ করি । উদকম্পণী
মকংগন সত্যদ্বারা সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাহারাই শুচি, তাঁহাদের জন্ম
শুচি ও তাঁহারাই অন্যকে শুচি করেন ।

১৩। হে মকংগন! তোমাদের স্বন্ধে খাদি সকল রহিয়াছে । উত্তম
কল্প তোমাদের বক্ষঃ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে(১) । রুষ্টির সহিত
বিদ্যুৎ যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ জল প্রদানের সময় স্বীয় আয়ুধদ্বারা
তোমরা শোভা পাই ।

(১) খাদি অর্থে বলয় ও রুক্ষ অর্থে বক্ষঃ স্থলের সুবর্ণের অলঙ্কার, তাহা
পুঙ্কে বলা হইয়াছে ।

১৪। তোমাদের অন্তরীক্ষভব তেজঃ বিশেষরূপে গমন করিতেছে ।
হে বিশেষরূপে যচ্চব্য মকংগণ ! তোমরা জল বৃদ্ধি কর । হে মকংগণ !
তোমরা সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহভব গৃহমেধিদত্ত এই ভাগ সেবা কর ।

১৫। হে মকংগণ ! যেহেতু তোমরা অন্নবিশিষ্ট মেধাবীর হব্যযুক্ত
স্তোত্র অবগত হও, অতএব শোভন পুঞ্জবিশিষ্টের ধন শীঘ্র প্রদান কর,
সে ধন শত্রু অভিহনন করিতে পারে না ।

১৬। যে মকংগণ সত্ততগামী অশ্বের ন্যায় সুন্দর গমনবিশিষ্ট,
উৎসবদর্শী মনুষ্যগণের ন্যায় অলঙ্কারধারী, গৃহস্থিত শিশুগণের ন্যায় শুভ্র,
তাহারা ক্রীড়া পরায়ণ বৎসগণের ন্যায় পয়োদাতা ।

১৭। মকংগণ আমাদের ধন প্রদান করতঃ সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবা-
পৃথিবীকে পূর্ণ করতঃ সুখী কখন । হে বাসপ্রদগণ ! যেযভেদক, মনুষ্যানাশক
তোমাদের আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক । তোমরা সুখের
সহিত আমাদের অভিযুথ হও ।

১৮। নিষগ্ন হোতা তোমাদের সর্বত্রগামী দানকার্যের প্রণয়সা করতঃ
তোমাদিগকে সমাক্রুপে বাণস্বার আহ্বান করিতেছেন । হে কামবর্ষিগণ !
যে হোতা যজমানের রক্ষক, সে কপটতা রহিত হইয়া স্তোত্রদ্বারা তোমা-
দিগকে স্তব করে ।

১৯। এই মকংগণ যজ্ঞে ভূরাধিত যজমানকে প্রীত করেন । ইহারা
বলের দ্বারা বলবান্ লোক সকলকে আনমিত করেন । ইহারা হিংসকের হস্ত
হইতে স্তোতাকে রক্ষা করেন । বাহারা হব্য প্রদান করে না, তাহাদের মহা
অগ্নিয় সাধন করেন ।

২০। ইহারা সমৃদ্ধ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত
করেন । বন্ধুগণ যেরূপ কামনা করেন, হে কামবর্ষিগণ ! তোমরা তনো
বিনাশ কর, আরও আমাদের বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর ।

২১। হে মকংগণ তোমাদের দান হইতে আমরা যেন নির্গত হই না ।
হে রথবিশিষ্টগণ ! ধন দান কালে আমাদের পশ্চাতে ফেলিও না ।
স্বহনীর ধনসমূহে আমাদের ভাগী কর । হে কামবর্ষিগণ ! তোমাদের
যে স্রজাত ধন আছে, তাহারও ভাগী কর ।

২২। যখন বিক্রান্ত জনগণ বহুতর ওষধি ও মনুষ্যের (জয়ের) জন্য কোপপূর্ণ হন, তখন হে কৃত্তপুত্র মরুৎগণ! যুদ্ধে শত্রুর নিকট ইহিতে আমাদের জ্ঞাতা হও।

২৩। হে মরুৎগণ! আমাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছ। তোমাদের পূর্বকালীন যে সকল কর্ম্ম প্রশংসিত হয়, তাহাও করিয়াছ, ওজস্বী ব্যক্তি যুদ্ধে মরুৎগণের সাহায্যে শত্রুগণের অস্তিত্ববিভা হন, তোমাদেরই সাহায্যে স্তোত্রকারী অন্ন ভোগ করে।

২৪। হে মরুৎগণ! আমাদের বীর বলবান্ হউক। সে অশ্বরও লোকের বিধায়ক হউক। আমরা নিবাসার্থ প্রাপ্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিব। আমরা তোমাদের আত্মীয় স্থানে অবস্থিতি করিব।

২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, আপ, ওষধি ও রুক্ষ আমাদের স্তোত্র সেবা করেন। মরুৎগণের ক্রোড়ে আমরা মৃখে থাকিব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদারা পালন কর।

৫৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে যজ্ঞনীর মরুৎগণ! মাদয়িতা স্তোতাগণ যজ্ঞকালে বলের সহিত তোমাদের নাম স্তব করে। মরুৎগণ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত করেন। যেথাকে বর্ষণ করান ও উগ্র হইয়া সর্বত্র গমন করেন।

২। মরুৎগণ স্তূতিকারীকে অন্বেষণ করেন। যজ্ঞমানের অভীষ্টপূরণ করেন। তোমরা ঐশীত হইয়া আমাদের যজ্ঞে সোমপানার্থ বর্হিতে উপবেশন কর।

৩। এই মরুৎগণ যত দান করেন, এত আর কেহই (দেন না)। হইয়া কল্প, আয়ুধ ও শরীর (শোভায়) শোভিত হন। দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশকারী ব্যাপ্তদীপ্তি, মরুৎগণ শোভার্থ সমানরূপ আভরণ ব্যক্ত করে।

৪। তোমাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের ইহিতে পৃথক হউক। যদিও মনুষ্য বলিয়া আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি, হে যজ্ঞনীরগণ! যেন

তোমাদের সেই আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা অন্ন-
প্রদ তাহাই আমাদের হউক।

৫। আমাদের যজ্ঞকর্মেই মরুৎগণ তৃপ্ত হউন। তাঁহারা অনিন্দিত,
দীপ্তিযুক্ত ও শোঁধক। হে যজ্ঞনীয় মরুৎগণ! অকুগ্রহ করিয়া অথবা উত্তম
স্তুতিপ্রযুক্ত আমাদের বিশেষরূপে পালন কর। অন্নের দ্বারা পোষণার্থ
আমাদেরকে প্রবর্দ্ধিত কর।

৬। মরুৎগণ স্তুত হইয়া হবি ভক্ষণ করুন, তাঁহারা নেতা ও সমস্ত
জলের সহিত বর্তমান। হে মরুৎগণ! আমাদের সমস্তের জন্য উদক প্রদান
কর। হব্যদায়ীকে সত্য ও প্রিয় ধন দান কর।

৭। মরুৎগণ স্তুত হইয়া সকল রক্ষারসহিত যজ্ঞে স্তোতার অভিমুখে
আগমন কর। ইহারা আপনিই স্তোতাগণকে শতসংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া
বর্দ্ধিত করেন, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৫৮ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমরা সত্য বর্ষণকারী, মরুৎ সংঘকে অর্চনা কর, ইহারা
দেবতাদিগের স্থানে সর্বাপেক্ষা প্রবুদ্ধ, আরও ইহারা মহিমার দ্বা-
পৃথিবীকে ভগ্ন করেন। ভূমি ও অন্তরীক্ষ হইতে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন।

২। হে ভীম! হে প্রবুদ্ধমাত ও গমনশীল মরুৎগণ! তোমাদের জন্ম
দীপ্ত (কদ্ৰ) হইতে, আরও ইহারা তেজোবলে প্রবল হইয়াছেন। তোমা-
দের গমনে সূর্য্যদ্রফা সমস্ত জীবসমূহ ভীত হয়।

৩। তোমরা হব্যবিশিষ্টকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। আমাদের
সুন্দর স্তোত্র অবশ্য সেবা কর। মরুৎগণ যে পথ প্রাপ্ত হন, তাহা প্রাণি-
গণকে বিনাশ করে না। তাঁহারা স্পৃহণীয় রক্ষাদ্বারা আমাদেরকে প্রবর্দ্ধিত
করুন।

৪। হে মরুৎগণ ভোতা তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া শতসংখ্যক
ধনবান্ হন। তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া (স্তোতা) আক্রমণকারী

অভিভবিতা ও সহস্র ধনবান্ হয়। তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সে সত্রোজযুক্ত হয় ও শত্রুনাশ করে। হে কম্পানকারীগণ! তোমাদের দত্ত সেই ধন প্রচুত হউক।

৫। কামবর্ষী সেই কত্ৰপুত্রগণকে আমি পরিচর্যা করি। তাঁহারা পুনরায় বহুবার আমাদিগের অভিযুগ হউন। যে অপ্রকাশিত ও যে প্রকাশিত পাপ প্রযুক্ত মকংগন ক্ষুদ্র হইয়ন, মকংগন সম্বন্ধীয় সেই পাপ অপনীত করিব।

৬। ধনবান্ মকংগনের সেই সুস্তুতি আমরা উচ্চারণ করিয়াছি। মকংগন এই স্তুতি সেবা করুন। হেঅভীষ্টবর্ষীগণ! তোমরা দূর হইতেই শক্রগণকে পৃথক কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্তুতিদ্বারা পালন কর।

৫৯ সূক্ত।

১১শ ঋকের মরুৎ দেবতা; ১২শ ঋকে রুদ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে দেবগণ! ইহা হইতে শোতাকে ত্রাণ কর। হে অগ্নি, বকণ, মিত্র, অর্যমা ও মকংগন! তোমরা যাহাকে বিনীত কর, তাঁহাকে মুখ প্রদান কর।

২। হে দেবগণ! তোমাদের আশ্রয়ে তোমাদের প্রিয় দিনে যে যাগ করে, যে শক্রগণকে আক্রমণ করে, যে তোমাদিগকে (অন্যত্র গমন হইতে) নিরস্ত করিবার জন্য প্রচুর হব্য প্রদান করে, সেই আপনার নিবাসস্থান বৃদ্ধি করে।

৩। বসিষ্ঠ তোমাদের মধ্যে হীন ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া শুভ করে না। হে মরুৎগণ! অদ্য সোমাদিনাথী হইয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদের সোম অভিযুত হইলে পান কর।

৪। হে মেতাগণ! যাহাকে অভিলষিত প্রদান কর, তোমাদের রক্ষা তাহাকে যুদ্ধে হিংসা করে না, তোমাদের বৃত্তনতর অগুপ্তবুদ্ধি আমাদের অভিযুগে আগমন বকক। হে সোমপানাতিনাথীগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর।

৫। হে মকংগণ ! তোমাদের ধন পরস্পর সংহত, তোমরা সোম তরু-
ণের জন্য উত্তমরূপে আগমন কর। যেহেতু আমি তোমাদিগকে এই হব্য
দান করিতেছি, অতএব তোমরা অন্যত্র যাইও না।

৬। হে মকংগণ ! তোমরা আমাদের বহির্ভূত আসীন হও। স্পৃহ-
নীয় ধন দানের জন্য আমাদের নিকট আগমন কর। তোমরা হিংসারহিত
হইয়া এই যজ্ঞে মদকর সোমাত্মক হব্য স্বাহা বলিয়া প্রমত্ত হও।

৭। অন্তর্হিত মকংগণ নিজ অংশ সকল অলঙ্কৃত করিয়া, নীলপৃষ্ঠ
হংসগণের ন্যায় আগমন করুন, আমাদের যজ্ঞে আমদিত রমনীয় মনুষ্য-
গণের ন্যায় বিশ্বব্যাপ্ত মকংগণ আমার চারিদিকে উপবেশন করুন।

৮। হে বসু মকংগণ ! অন্যায় ক্রোধ করিয়া যে তিরস্কৃত ব্যক্তি
আমাদের চিত্ত বিনাশ করিতে চাহে, সে ব্যক্তি পাপদ্রোহী বকনের
পাশ আমাদের প্রতি বন্ধন করে। তোমরা তাকে অত্যন্ত তাপপ্রদ
আয়ুধস্বারা বিনাশ কর।

৯। হে শক্রতাপকগণ ! এই তোমাদের হব্য, তোমরা শক্রভক্ষক,
তোমাদের রক্ষাদারা তাহা সেবা কর।

১০। (হে মকংগণ) ! তোমরা গৃহ মধ্যেও উত্তম দানশীল। তোমা-
দের রক্ষারসহিত আগমন কর, অপগত হইও না।

১১। হে স্বায়ত্ত বলবিশিষ্টকারী ও সূর্য্যবর্ণ মকংগণ ! আমি যজ্ঞ
কম্পনা করিতেছি।

১২। সুগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ করি। উর্বাকক কলের ন্যায়
বেন আমরা মৃত্যুবদ্ধ হইতে মুক্ত হই। অমৃত হইতে যেন না হই(১)।

(১) এই মন্ত্র জপ করিলে শত বৎসর পরমায়ু লাভ করা যায়। সায়ণ।
উপরে মূলের শব্দার্থ প্রদত্ত হইল, সায়ণ ত্র্যম্বক শব্দের পৌরাণিক অর্থ প্রদান
করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

৬০ সূক্ত।

প্রথম ঋকের সূর্য্য দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে সূর্য্য! তুমি উদিত হইয়া অন্য আমাদিগকে পাপ শূন্য বল। হে অদিতি! দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বরুণের নিকট সত্য হইব। হে অর্য্যমা! তোমাকে স্তব করিয়া তোমার প্রিয় হইব।

২। হে মিত্র ও বরুণ! এই সেই মনুষ্যদিগের সাফী সূর্য্য অন্তরীক্ষে (গমন করতঃ) দাবাপৃথিবী অভিমুখে উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের পালক, মনুষ্যমধ্যে স্থিত স্কৃত ও দুষ্কৃত দর্শন করে না।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! তিনি অন্তরীক্ষে সপ্তহরিং যোজিত করিতেছেন। উহারা জলে আর্দ্র হইয়া এই সূর্য্যকে বহন করিতেছে। গোপাল যেরূপ গোযুগ দর্শন করেন, সেইরূপ ইনি স্থান ও প্রাণিসকলকে দর্শন করেন ও তোমাদিগকে অভিলাষ করেন।

৪। তোমাদিগের দুইজনের জন্য অন্ন ও মধুর (পদার্থ) বর্ত্তমান ছিল। সূর্য্য দীপ্ত অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমান প্রীতিযুক্ত মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ (প্রভৃতি) আদিত্যগণ, এই সূর্য্যের জন্য পথ প্রস্তুত করেন।

৫। মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ প্রভূত পাপের হস্তা, ইঁহারা মুখকর ও হিংসারহিত এবং অদিতির পুত্র, ইঁহারা যজ্ঞের গৃহে বর্জিত হন।

৬। মিত্র ও বরুণ অনভিভবনীয় এবং সামর্থ্যদ্বারা চৈতন্যশূন্যের চৈতন্য করিয়াছেন। ইঁহারা সূচ্যেতা, অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির অভিমুখে গমন করতঃ পাপ নাশ করিয়া সুপথে লইয়া যান।

৭। ইঁহারা নিমেষরহিত হইয়া স্বর্ণ ও পৃথিবীর চৈতন্যরহিত ব্যক্তিকে অবগত হইয়া (সুপথে) লইয়া যান। (ইঁহাদের প্রভাবে) অত্যন্ত

নিম্নপ্রদেশে ও নদীর তল থাকে । ইঁহারা আমাদিগের এই কর্মকে পারে লইয়া যাউন ।

৮। অদিতি, মিত্র ও বরুণ হব্যদায়ীকে যেরক্ষা বিশিষ্ট এবং প্রশংসা-যোগ্য মুখ প্রদান করেন, পুত্র ও পৌত্রগণকে সেই মুখ দান করত আমরা ত্বরাপ্রযুক্ত দেবগণের কোপকর কার্য বেন না করি ।

৯। (আমাদিগের দ্রোণকারী ব্যক্তি) যদি স্তুতির সহিত বেদীত্যাগ করে, তাহা হইলে বরুণকর্তৃক হিংসিত হইয়া যেন কোন প্রকার নাশ প্রাপ্ত হয় । অর্ধ্যমা দ্রোণকারীগণ হইতে আমাদিগকে বর্জিত ককন । হে কাম-বর্ষী (মিত্র ও বরুণ) ! দানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান কর ।

১০। ইঁহাদিগের সংহতি নিগূঢ় ও দীপ্ত । নিগূঢ় বলদ্বারা ইঁহারা অভিভব করেন । হে কামবর্ষীগণ ! তোমাদিগের ভয়ে লোকে কম্পাশ্বিত হয় । (তোমাদের) বলের মহিমা দ্বারা আমাদিগকে মুখী কর ।

১১। অন্ন এবং উৎকৃষ্ট ধনদানের জন্য তোমাদের স্তোত্রে যে ব্যক্তি মতি স্থির করে, সেই স্তোতার স্তোত্র মঘবাগণ সেবা করেন ও তাহার বিস্তীর্ণ নিবাসের জন্য উত্তম স্থান করেন ।

১২। হে দেব মিত্র ও বরুণ ! তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হই-
রাছে । তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করিয়া আমাদিগকে পার কর;
তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্তুতিদ্বারা পালন কর ।

৬১ সূক্ত ।

মিত্র ও বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। (হে মিত্র) ! হে বরুণ ! তোমরা দেবতা, তোমাদের চক্ষুঃস্বরূপ শোভনরূপবিশিষ্ট সূর্য্য (তেজ) বিস্তার করতঃ উদ্ভিত হইতেছেন । তিনি সমস্ত ভুবল দর্শন করেন, তিনি মর্ত্যগণের মধ্যে প্ররুত স্তোত্র অবগত আছেন ।

২। হে মিত্র ও বরুণ ! সেই যজ্ঞবান্, দীর্ঘশ্রোতা, বিশ্র (বসিষ্ঠ) তোমাদের মনোহর স্তোত্র প্রেরণ করিতেছেন । তোমরা সূকর্মবান্ ।

তোমরা ইহাঁর স্তোত্র রক্ষা করিয়াছ । তোমরা বহুবৎসর ব্যাপিয়া ইহার কৰ্ম পূর্ণ করিয়াছিলে ।

৩। হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছ, তোমরা দর্শনীয় এবং মহানু দ্যালোকও অতিক্রম করিয়াছ । তোমাদের দান মনোহর । তোমরা ওষধি ও প্রজাগণের জন্য রূপ ধারণ কর । তোমরা নিমেষরহিতভাবে সত্যপথগামীদিগকে পালন করিয়া থাক ।

৪। মিত্র ও বরুণের ভেজের স্তব কর । (ঐহাদের) বল দাণ্ডাপৃথিবী (আপন) মহিমায় পৃথকরূপে স্থাপন করেন । যজ্ঞরহিতগণের মান-সকল পুত্ররহিত ভাবে গমন করুক । যজ্ঞে স্থিরমতি ব্যক্তি বল প্রবৰ্দ্ধিত ককুক ।

৫। হে অমৃত ! হে ব্যাপ্ত ! হে কামবর্ষাধর ! এই তোমাদের (স্তুতি) হইতে বিস্ময়কর বা পূজার কিছুই দৃষ্ট হয় না । মনুষ্যগণের মিথ্যা স্তুতি ত্রোহকারীগণ সেবা করে । তোমাদের ব্রহ্মা যেন অজ্ঞানার্থে না হয় ।

৬। হে মিত্র ও বরুণ ! তোমাদের যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা পূজা করিতেছি । আমি বাধাযুক্ত হইয়া আহ্বান করিতেছি । তোমাদের সেবার হৃদন স্তোত্র সকল রচিত হউক । মৎকৃত এই স্তোত্র তোমাদিগকে প্রীত ককুক ।

৭। হে দেব মিত্র ও বরুণ ! তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হইয়াছে, তোমরা সমস্ত দুৰ্গম (আপদ) দূর করতঃ আমাদিগকে পালন কর । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে শ্রুতিদ্বারা পালন কর ।

৬২ সূক্ত ।

মিত্র ও বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। সূর্য্য উর্দ্ধমুখে মহৎ ও বহুভেজঃ আশ্রয় করেন এবং মনুষ্যগণের সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন । তিনি দিবসে দ্ব্যতিমান হইয়া একরূপেই দৃষ্ট হন । তিনি কর্তা এবং কৃত এবং কর্তাদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন ।

২। হে সূর্য্য ! তুমি প্রত্যেকের সম্মুখে এই স্তোত্র প্রযুক্ত এবং হরিতবর্ণ, গমনশীল (অশ্বযোগে) উদ্ধমুখে গমন কর। তুমি, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা ও অগ্নির নিকট আমাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া উল্লেখ কর।

৩। দুঃখ প্রতিরোধক, সত্যবান বরুণ, মিত্র ও অগ্নি আমাদিগকে সহস্র ধন দান করুন। তাঁহারা আত্মদানকর; আমাদিগকে স্ত্রী ও আত্মনীয় বস্তু দান করুন। (আমাদের কর্তৃক) স্ত্রয়মান হইয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

৪। হে দ্যাবাপৃথিবী! হে অদिति! হে সূদর্শন! আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা সুজন্মা, তোমাদিগকে অবগত হইয়াছি। আমরা যেন বরুণের, বায়ুর এবং স্তূতিকারীর প্রিয়তম মিত্রের ক্রোধে পতিত না হই।

৫। হে মিত্র ও বরুণ! বাহু প্রসারিত কর। আমাদের জীবনার্থ আমাদের গোপ্রচরণ স্থান জলদ্বারা সিক্ত কর, মনুষ্যসমূহ মধ্যে আমাদিগকে বিখ্যাত কর। তোমরা নিত্য তরুণ, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর।

৬। হে মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা! আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৩ সূক্ত।

প্রথম চারি ঋকের ও পঞ্চমের প্রথম অঙ্কের সূর্য্য দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বলিষ্ঠ ঋষি।

১। সুভগ, সর্বদর্শী, মনুষ্যগণের সাধারণ, মিত্র ও বরুণের চক্ষুঃস্বরূপ, হ্রাতিমান সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইনি চর্ম্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন।

২। মনুষ্যগণের প্রসবিতা, মহানু, পদার্থ প্রকাশক, জলপ্রদ এই সূর্য্য একমাত্র চক্রকে পরিবর্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়া উদিত হইতেছেন। রথভারে নিযুক্ত হরিতবর্ণ (অশ্ব) উহাকে বহন করিতেছে।

৩। অত্যন্ত দীপ্তিমান এই সূর্য্য স্তোভাগণের (স্তোত্র অবগে) প্রমত্ত হইয়া উষাগণের মধ্যে উদ্ভিত হইতেছেন। ইনি আমাদেরকে অভিলষিত প্রদান করেন। ইনি সকলের পক্ষে সমান, নিজের তেজঃ সঙ্কচিত করেন না।

৪। এই দূরগামী, ত্রাণকর্তা, দীপ্তিমান সূর্য্য শোভমান ও প্রভূত তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে উদ্ভিত হইতেছেন। প্রাণীগণ নিশ্চয়ই সূর্য্যকর্তৃক প্রসূত হইয়া অনুর্ত্তেয় কর্ম্ম করিয়া থাকে।

৫। মরণরহিত (দেবগণ) যে স্থলে এই সূর্য্যের জন্য পথ করিয়া ছিলেন, গমনশীল গৃধ্রের ন্যায় সেই পথ অন্তরীক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য্য উদ্ভিত হইলে নমস্কার ও হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করিব।

৬। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৪ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! ছ্যলোকে ও পৃথিবীতে তোমরা জলের-স্বামী। তোমাদের (প্রেরিত মেঘ) জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র, সুজাত অর্য্যমা এবং রাজা ও বলবান্ বরুণ আমাদের হব্য সেবা করুন।

২। তোমরা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়(১); তোমরা আমাদের অভিযুখে আগমন কর। হে ক্ষিপ্ৰদানশীল মিত্র ও বরুণ! আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি অন্তরীক্ষ হইতে প্রেরণ কর।

৩। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবগণ উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা সেই স আমাদেরকে লইয়া যাউন। অর্য্যমা(২) যেন সুন্দর দানশীল লোকের

(১) যুগে “ক্ষত্রিয়া” আছে। অর্থ বলবান্। “ক্ষত্রিয়” নামে একটী বিভিন্ন জাতি ওখন সৃষ্ট হয় নাই। মিত্র ও বরুণ ক্ষত্রিয় জাতীয় নহেন।

(২) যুগে “অরিঃ” আছে। নায়ণ বলেন আদর অভিশর্য্য অর্য্যমার পুনরুদ্রোধ হইয়াছে।

মিকট আমাদের কথা বলেন। আমরা তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হইয়া
অন্নদ্বারা (পুত্র পৌত্রাদির সহিত) প্রমত্ত হইব।

৪। হে মিত্র ও বরুণ! যে মনের দ্বারা তোমাদের এই রথ নির্মাণ
করিয়াছে, যে উন্নত কৰ্ম্ম করে ও (বজ্র তোমাদের) ধারণ করে, তোমরা
রাজা, তোমরা তাহাকে জলের দ্বারা সিক্ত কর, তাহাকে শ্রুতি (প্রদান
করিয়া) তৃপ্ত কর।

৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের ও বায়ুর জন্য দীপ্ত সোমের
ন্যায় এই সোম করা হইল। আমাদের কৰ্ম্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও,
তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্তুতিদ্বারা পালন কর।

৬৫ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, তোমাদের দুই জনকে
স্তুতদ্বারা আহ্বান করি। ইহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম
আরম্ভ হইলে উহা জয় লাভ করে।

২। তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অনুর। তাঁহারা অর্ঘ্য, তাঁহারা আমা-
দের প্রজা প্ররক্ষ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্তি
করিব। তোমাদের ব্যাপ্তিতে (দ্যাংপৃথিবী) আমাদের দিবা (রাত্রি)
আপ্যায়িত করিবে।

৩। তাঁহাদিগের পাশ প্রভূত। তাঁহারা অন্তের সেতু(১) এবং
শত্রুজনের দুরতিক্রম। হে মিত্র ও বরুণ নৌকাদ্বারা যেমন জল পার হয়
তোমাদের বজ্রের পথে সেইরূপ দুরিত হইতে পার হইব।

৪। মিত্র ও বরুণ আমাদের হব্য সেবার আগমন করুন; অন্নের সহিত
জলদ্বারা আমাদের গৌ প্রচারণ স্থান সিক্ত করুন। তোমাদের প্রতি

(১) অর্থাৎ বজ্রবিহিত ব্যক্তির পক্ষে সেতুর ন্যায় বন্ধনকারী।

এই লোকে উৎকৃষ্ট হব্য কে দিবে? তোমরা লোকের জন্য স্বর্গীয় রমণীয় জল প্রদান কর।

৫। হে মিত্র! হে বকণ! তোমাদের শু বায়ুর জন্য এই স্তোম দীপ্ত সোমের অ্যার করা হইল। আমাদের কর্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্তুতিদ্বারা পালন কর।

৬৬ সূক্ত।

চতুর্থ ঋক হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত আদিত্য দেবতা; চতুর্দশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত সূর্য্য দেবতা; আদির ও অন্তের তুচ্ছ দুটির মিত্র ও বকণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। বারম্বার আবির্ভূত মিত্র ও বকণের সুখকর ও অম্ববানু স্তোম গমন ককন।

২। শোভন বলবিশিষ্ট, বলপালক, প্রকৃত তেজোবিশিষ্ট মিত্র ও বকণকে দেবগণ বলের জন্য ধারণ করিয়াছিলেন।

৩। সেই (মিত্র ও বকণ) গৃহপালক ও শরীরপালক। হে মিত্র! হে বকণ! তোমরা স্তোতাগণের কর্ম সাধন কর।

৪। অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে পাপহস্তা মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা ও ভগ যে খন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তাহা প্রেরণ ককন।

৫। হে শোভন দানশীলগণ! তোমরা আমাদের পাপ দূর কর, তোমাদের আগমন হইলে সেই নিবাস সুরক্ষিত হউক।

৬। (মিত্রাদি) ও অদিতি হিংসারহিত ব্রতের ঈশ্বর, তাহার মনো ধনেরও ঈশ্বর।

৭। সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র, বকণ ও শক্রতক্ষক অর্য্যমাকে স্তব করিব।

৮। এই স্তুতি হিরণ্য ধনের সহিত আমাদের অহিংসার বলের নিমিত্ত হউক।

৯। হে দেব বকণ! হে মিত্র! আমরা সুরিগণের সহিত তোমার স্তোতা হইব, অন্ন ও জল ধারণ করিব।

১০। মহানু সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্দ্ধক, যে (মিত্রাদি) তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভবকর কর্মদ্বারা প্রদান করেন।

১১। যাঁহারা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋতু সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বকণ, মিত্র ও অর্য্যমা শোভমানু হইয়া অপ্রাপ্ত বল লাভ করিয়াছেন।

১২। অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে, সূক্তদ্বারা তোমাদিগের নিকট সেই ধন যাক্রা করিব, যাঁহা জলের নেতা মিত্র, বকণ, অর্য্যমা ধারণ করেন।

১৩। তোমরা যজ্ঞবান্, যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, যজ্ঞবর্দ্ধক, ভয়ানক ও যজ্ঞ-হীনের দ্বেষকারী। তোমাদিগের সুখতম ধনের জন্য অন্য যে সুরিরা আছেন, তাঁহারা ও আমরা নেতা হইব।

১৪। সেই সেই দর্শনীয় বপুঃ অনুরীক্ষের সমীপে উদিত হইতেছে। শীঘ্রগামী হরিভবণ (অশ্বগণ) সকলকে সম্যক্ দর্শনার্থ উহাকে ধারণ করিতেছেন।

১৫। মন্তকেরও মন্তক, স্থাবর জন্মের পতি, রথস্থ সূর্য্যকে কল্যাণের জন্য সপ্তসংখ্যক গমনশীল হরিভগণ সর্বলোকের সমীপে বহন করিতেছে।

১৬। সেই চক্ষুঃস্বরূপ, দেবগণের হিতকর, নির্মূল, (সূর্য্যমণ্ডল) উদিত হইতেছেন। আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ বাঁচিয়া থাকি(১)।

১৭। হে বকণ! তুমি ও মিত্র অহিংসনীয় ও দ্ব্যতিমানু। তোমরা ভোত্রপ্রযুক্ত সোম পানার্থ আগমন কর।

১৮। হে মিত্র! তুমি ও বকণ দ্রোহরহিত। তোমরা দ্ব্যলোকের স্থান হইতে আগমন কর, শত্রুদিগের হিংসাকর হইয়া সোম পান কর।

১৯। হে নেতা মিত্র ও বকণ! আহুতি সেবা করতঃ আগমন কর। হে যজ্ঞবর্দ্ধক! তোমরা সোম পান কর।

৬৭ সূক্ত ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । বলিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে নৃপতিদ্বয় ! আমরা হব্যযুক্ত স্তোত্রের সহিত তোমাদের
রথের স্তুতি করিবার জন্য গমন করিতেছি । হে স্তোত্রাহঁদ্বয় ! পুত্র যেরূপ
পিতাকে আগরিত করে, সেইরূপ এই রথ তোমাদের দূতের ন্যায় লোককে
আগরিত করে । সেই রথ আমাদের অতিমুখে আগমন করিতে বলি-
তেছি ।

২। আমাদের কর্তৃক সমিদ্ধ হইয়া অগ্নি দীপ্ত হইতেছেন । অন্ধ-
কারের অন্তর প্রদেগ ও দৃষ্ট হইতেছে । প্রজাপক সূর্য্য দ্যুলোক দুহিতার
পূর্বদিকে শোভার্থ জাত হইয়া জাত হইতেছেন ।

৩। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয় ! সুহোতা এবং স্তুতি সমূহের বক্তা তোম-
দ্বারা তোমাদিগকে সেবা করিতেছেন । অতএব তোমরা পূর্বপথে স্বর্গবিৎ
ও ধনবান্ রথে আগমন কর ।

৪। হে রক্ষক ও মধুর (সোমাহঁ) অশ্বিদ্বয় ! যেহেতু (সোম) অভি-
যুক্ত হইলে, আমি তোমাদিগকে কামনা করিয়া ধনাভিলাষী হইয়া তোমাদি-
গকে স্তুতি করি, অতএব অদ্য (তোমাদের) প্ররুদ্ধ অশ্বগণ তোমাদিগকে
বহন করিয়া আনয়ন করুক । তোমরা আমাদের কর্তৃক অভিযুক্ত মধুর
(সোম) পান কর ।

৫। হে অশ্বিদেবদ্বয় ! তোমরা আমার ধনাভিলাষী সরল এবং
হিংসারহিত বুদ্ধিকে লাভক্ষম কর, সংগ্রামেও আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে রক্ষা
কর । হে শচীপতিদ্বয়(১) ! স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদের (ধন) প্রদান কর ।

(১) ঋগ্বেদে শচি অর্থে যজ্ঞ, শচিপতি অর্থে যজ্ঞপতি । ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে
শচীপতি, অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হইয়াছে । এই ঋকে মিত্র ও বরুণকে শচীপতি বলা
হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই বিশেষণ দিয়া অভিহিত করা
হইয়াছে । পৌরাণিক কালে লোকে শচী শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল এবং
ইন্দ্রকে শচীপতি বলে বলিয়া ইন্দ্রের জ্যৈষ্ঠ নাম শচী বিবেচনা করিল । এইরূপে
পৌরাণিক গম্প লুপ্ত হইয়াছে ।

৬। হে অশ্বিদয়! এই কর্মসমূহে আমাদিগকে রক্ষাকর, আমাদের রেতঃ অক্ষীণ এবং পুত্রবিশিষ্ট হউক। তোমাদের (অনুগ্রহে) পুত্র এবং পৌত্রের অভিমত ধন প্রদান করিয়া এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন দেবলাভকর (যজ্ঞে) আগমন করি।

৭। হে মধুপ্রিয় (অশ্বিদয়)! বজুর জন্ম পুরোগামী দূতের ন্যায় আমাদের সঙ্কল্পিত এই সোম নিধিস্বরূপ তোমাদের (সম্মুখে) স্থাপিত হইয়াছে। অতএব ক্রোধরহিত মনে আমাদের অভিযুখে আগমন কর, মনুষ্য প্রজা-মধ্যে (অবস্থিত) হব্য ভক্ষণ কর।

৮। হে তর্ভাঙ্গয়! তোমাদের উভয়ের মিলন হইলে তোমাদের রথ গমনশীল সপ্ত (নদী) অতিক্রম করিয়া আগমন করে। সুজাত, দেবযুক্ত যে অগশ্বণ রথভারে তরণীস্বরূপ তোমাদিগকে বহন করে, তাহার প্রাপ্ত হয় না।

৯। তোমরা কোথায়ও আসক্ত হও না। যে ধনবানুগণ ধনের নিমিত্ত দাতব্য হবিঃ প্রেরণ করে, যাহারা বজ্রকে স্নাত্ত বাকাছারা প্রবর্জিত করে, যাহারা গো, অশ্ব এবং ধন দান করে, তোমরা তাহাদের জন্যই হইয়াছ।

১০। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর। হে নিত্যার্থো-বন অশ্বিদয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর, রত্ন দান কর, স্তোতাকে বর্জিত কর। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৮ সূক্ত ।

অশ্বিদয় দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে দীপ্ত, সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদয়! আগমন কর। তোমরা শত্রুনাশক, যে তোমাদের কামনা করে, তাহার স্তুতি সেবা কর, আমাদের সত্ত্ব হব্য ভক্ষণ কর।

২। (হে অশ্বিদয়)! তোমাদের জন্য মদকর অন্ন রহিয়াছে, তোমরা আমার হবিঃ ভক্ষণার্থ শীঘ্র গমন কর, শত্রুর আহ্বান শ্রবণ না করিয়া আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। তোমরা সূর্য্যার সহিত রথে বাস কর, মনের ন্যায় বেগশালী ও অপরিমিত রক্ষাবিশিষ্ট তোমাদের রথ আমাদের জন্য প্রার্থিত হইয়া, লোক সকলকে অতিক্রম করিয়া আগমন করিতেছে ।

৪। তোমাদিগকে দেবতা করিতে অভিলাষ করি, তোমাদের নিমিত্ত সোমাত্তিমবকারী এই ঐশ্বর যখন উন্নত হইয়া শব্দ করে, তখন হে সূন্দর (অশ্বিদ্বয়) ! বিশ্র হব্যদ্বারা তোমাদিগকে আবর্তিত করে ।

৫। তোমাদের যে চিত্রধন আছে (তাহা আমাদের দাতা)। যিনি প্রিয় হইয়া তোমাদের (দত্ত) সুখ ধারণ করেন, সেই অত্রি হইতে মহিবৃৎকে (ঋষীমকে) পৃথক্ কর ।

৬। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের (স্তুতিকারী) জীর্ণ হব্যদায়ী চ্যবনের জন্য যেরূপ এদিকে আনিয়া দান করিয়াছিলে, তাহা তাঁহার প্রতিগমন করিয়াছিল ।

৭। আরও দুষ্করুজ্জি সখাগণ যে ভুজ্জুকে সমুদ্রমধ্যে ত্যাগ করিয়াছিল, তোমরা তাহাকে পায় করিয়াছিলে। সে তোমাদিগকে কামনা করিয়াছিল এবং বিকঙ্কাচরণ করে নাই ।

৮। রক যখন ক্রীণ হইয়া যাইতেছিল, হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা কর্ম এবং সামর্থ্যদ্বারা তাহাকে ধন দিয়াছিলে। আহূরমান হইয়া শয্যুকে শ্রবণ করিয়াছিলে। নদী যেরূপ জলদ্বারা পূর্ণ করে, সেইরূপ নিরুত্ত প্রসবা গাভীকে দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলে ।

৯। সেই স্তোতা, সূমনাঃ হইয়া উষার পূর্বে আগরিত হইয়া যজ্ঞদ্বারা স্তুতি করিতেছে, উহাকে অন্নদ্বারা বর্জিত কর, দুগ্ধদ্বারা বর্জিত কর, এবং ইহার গাভীকে বর্জিত কর। তোমরা সর্ব্বনা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৬৯ সূক্ত।

অশ্বিনয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমাদের রথ তরুণ অশ্বযুক্ত হইয়া আগমন করুক। উহা দ্যাবা-
পৃথিবীকে বাধা দান করে এবং হিরণ্যয়। উহার চক্রে জন আছে। উহা
রথনেমিদ্ধারা দীপ্তিমান, অন্নবাহক, নৃপতি এবং অন্নবান।

২। উহা পঞ্চভূতে প্রথিত, বন্ধুরত্রয়বিশিষ্ট ও স্তুতিবিশিষ্ট। উহা
আগমন করুক। হে অশ্বিনয়! তোমরা যে কোন স্থানে গমনার্থ উদ্যোগ
করিয়া, ঐ রথে দেবান্তিলাষী প্রজার প্রতি গমন কর।

৩। তোমরা সূর্যের অশ্ব ও অগ্নির সহিত অশ্বদতিযুগে আগমন কর।
হে দম্রহয়! তোমরা মধুমান্ নিধি (সোম) পান কর। তোমাদের রথ
বধুর সহিত গমন করতঃ চক্রে দ্বারা ছালোকের পঞ্চাস্ত প্রদেশসমূহকে
বাধা দান করে।

৪। রাজিতে যোষিৎ সূর্য্যদুহিতা তোমাদের রথ পরিহত করে। যখন
তোমরা দেবান্তিলাষীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর, তখন দীপ্তঅন্ন রক্ষার জন্য
তোমাদিগকে পরিগমন করে।

৫। হে রথিনয়! সেই রথ তেজঃসমূহ আচ্ছাদিত করে ও (অশ্বের
সহিত) যুক্ত হইয়া মার্গে গমন করে, হে অশ্বিনয়! উহা প্রকাশিত হইলে
আমাদিগের এই যজ্ঞে সেই রথদ্বারা (পাপের) শাস্তি ও (স্বথের) মিশ্রণের
জন্য উপস্থিত হও।

৬। হে নেতৃদয়! যুগীর ন্যায় বিশেষরূপে দীপ্যমান (সোম)
পানেজু হইয়া অদ্য আমাদের সর্বনসমূহে আগমন কর। যেহেতু বহু
(যজ্ঞে) তোমাদিগকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করে (অতএব) অন্য দেবান্তি-
লাষীগণ তোমাদিগকে যেন দান না করে।

৭। হে অশ্বিনয়! তোমরা, বিক্ষিপ্ত সমুদ্রমধ্যে (নিমগ্ন) ভূজ্যকে
অক্ষত, অমরহিত ও শীঘ্রগামী (অশ্বদ্বারা) এবং কর্মদ্বারা পার করতঃ
জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলে।

৮। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর। হে নিত্যযোবন অশ্বিদয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর। তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্বস্তিদারা পালন কর।

৭০ সূক্ত।

অশ্বিদয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে সকলের বরণীয় (অশ্বিদয়)! আমাদের (যজ্ঞ বেদিতে) আগমন কর, পৃথিবীতে তোমাদের ঐ স্থান বলিয়া থাকে। যে অশ্বে তোমরা উপবেশন কর, সেই মুখকর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব (তোমাদেরই নিকট) থাকুক।

২। অতিশয় অন্নবতী সেই স্মৃতি তোমাদিগকে সেবা করে। ঋষি মনুষ্যের গৃহে তপ্ত হইয়াছে। উহা তোমাদিগকে (প্রাপ্ত হয়)। সরিৎ ও সমুদ্র সকলকে পূর্ণ করে। অশ্ব যেরূপ (রথে) যোজিত হয়, সেইরূপ তোমাদিগকে (যজ্ঞে) যোজিত করে।

৩। হে অশ্বিদয়! তোমরা দ্ব্যলোক হইতে (আগমন করিয়া) মহতী ওষধি ও প্রজাগণের মধ্যে যে স্থান কর, তোমরা পার্বত্যের মন্তকে উপবেশন করতঃ অন্নদাতাকে (সেই স্থান) প্রাপিত কর।

৪। হে দেবদয়! যেহেতু তোমরা ঋষিদিগের প্রদত্ত উপযুক্ত পদার্থ ব্যাপ্ত করিয়া থাক, অতএব তোমরা ওষধি ও জল কামনা কর। আমাদের (তোমাদের) বহুতর রত্ন দান করতঃ তোমরা পূর্ব মিথুন সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিলে।

৫। হে অশ্বিদয়! তোমরা শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগের বহুকর্ম অতিদর্শন করিয়া থাক। অতএব যজ্ঞমানের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর। আমাদের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত অন্নযুক্ত অনুগ্রহ হউক।

৬। হে নাসত্যদয়! যে যজমান হব্যযুক্ত, কৃতজ্ঞোত্র ও মর্ত্যগণের সহিত মিলিত হয়, সেই বরণীয় বসিষ্ঠের নিকট আগমন কর। এই যত্র সকল তোমাদের জন্য স্তুত্য হইতেছে।

৭। হে অশ্বিনয়! তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল, হে কামবর্হিষয়! এই শোভন স্তুতি সেবা কর, এই কর্ম সকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সঙ্গত হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭১ সূক্ত ।

অশ্বিনয় দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। ভগিনী উষার নিকট হইতে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ (রাত্রি সূর্য্যাস্থ) অকহের জন্য পথ প্রদান করেন। অতএব হে অশ্বধন! হে গোধন অশ্বিনয়! তোমাদিগকে আহ্বান করি, তোমরা দিবারাত্রি হিংসকদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর ।

২। হে অশ্বিনয়! হব্যদায়ীর জন্য রথদ্বারা রমনীয় পদার্থ বহন করতঃ তোমরা আগমন কর। অন্নদারিত্র্য ও রোগ আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর। হে মধুবিশিষ্টয়! তোমরা আমাদিগকে দিবারাত্রি রক্ষা কর ।

৩। এই আসন্ন প্রাতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষা অশ্বগণ তোমাদিগকে আনয়ন করুক। হে অশ্বিনয়! সুখকর রশ্মিবিশিষ্ট ধনযুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কর ।

৪। হে মৃপতিয়! তোমাদিগের যে রথ বহনসমর্থ, বন্ধুরত্নযুক্ত, ধনবান, দিবসের প্রতিগামী এবং যে রথ ব্যাপ্তরূপ হইয়া গমন করে, তোমরা সেই রথে আমাদের নিকট আগমন কর ।

৫। তোমরা চ্যবনকে জরা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলে, পেতুর জন্য শীঘ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলে, অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হইতে পার করিয়াছিলে, যাহসকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলে ।

৬। হে অশ্বিনয়! তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল। হে অভীষ্টবর্হিষয়! এই শোভন স্তুতি সেবা কর, এই কর্ম সকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সঙ্গত হউক। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তি দ্বারা পালন কর ।

৭২ সূক্ত ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত আগমন কর, বহু নিধুৎ তোমাদের সেবা করে, তোমরা সূর্য্যের শোভা শরীর দ্বারা দীপ্যমান হও ।

২। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া রথারোহণে আমাদের নিকটে উপস্থিত হও । তোমাদের সহিত আমাদের বন্ধু পিতৃক্রমাগত, আমাদের বন্ধু এক বলিয়া জানিও, তাঁহার ধন ও এক ।

৩। স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে সুন্দররূপে জাগরিত করিতেছে, বন্ধু স্থানীয় কর্ম সকল দ্যোতমান উষাকে জাগরিত করিতেছে । মেধাবী (বসিষ্ঠ) এই স্তোত্রাহঁ দ্যাবাপৃথিবীর পরিচর্যা করতঃ নাসত্যদ্বয়ের অভিযুখে স্তব করিতেছেন ।

৪। হে অশ্বিদ্বয় ! যদি উষা সকল তমোনিবারণ করে, তাহা হইলে স্তোত্রারা বিশেষরূপে তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করিবে । সবিতাদেব উর্দ্ধ তেজঃ আশ্রয় করেন, অগ্নিদেব সমিধদ্বারা বিশেষরূপে স্তব করেন ।

৫। হে নাসত্যদ্বয় ! পশ্চাৎদেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, দক্ষিণদিক ও উত্তরদিক হইতে আগমন কর, পঞ্চাশ্রেণী লোকের হিতকর সকল দিক্-হইতেই আগমন কর । তোমরা সর্বদা আমাদের সন্তি দ্বারা পালন কর ।

৭৩ সূক্ত ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। আমরা দেবান্তিলাষী হইয়া স্তোত্র সম্পাদন করতঃ অজ্ঞানের পারে উত্তীর্ণ হইব । হে বহুকর্মা, প্রভুতম, পূর্বজাত, অমর্ত্য অশ্বিদ্বয় ! স্তোতা আহ্বান করিতেছে ।

২। তোমাদের প্রিয়ভূত মনুষ্য হোতা এই উপবিষ্ট রহিয়াছে, হে নাসত্যদয়! যে যাগ করে ও বন্দনা করে, হে অশ্বিদয়! তাহার মধুর সোমরস সমীপে থাকিয়া ভক্ষণ কর। যজ্ঞে অন্নবান্ হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

৩। আমরা মহান্ স্তোত্রকারী, আমরা আগমনশীল দেবগণের জন্য যজ্ঞ বর্দ্ধিত করিতেছি। হে অভীষ্টবর্ষীদয় এই সুস্তুতি সেবা কর। আমি বসিষ্ঠ ক্রতুগামী দূতের ন্যায় তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া, স্তোত্রদ্বারা স্তব করতঃ প্রবোধিত হইয়াছি।

৪। সেই হব্যবাহীদয় রাক্ষসঘাতী, পুষ্ঠাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি, তাঁহার আশ্রমের প্রজার নিকট উপস্থিত হউন। তোমরা মদকর অম্রের সহিত সজ্জত হও, আশ্রমদিগকে হিংসা করিও না, মদ্রলের সহিত আগমন কর।

৫। হে নাসত্যদয়! পশ্চাৎদেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, পঞ্চজনের হিতকর সকল দিক্ হইতেই আগমন কর। তোমরা সর্বদা আশ্রমদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৭৪ সূক্ত।

অশ্বিদয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদয়! এই স্বর্গেচ্ছুগণ(১), তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, হে কর্মধনদয়! আমিও রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি। কারণ তোমরা প্রতি প্রজার নিকট গমন করিয়া থাক।

২। হে অশ্বিদয়! তোমরা যে চিত্রধন ধারণ কর, স্তুতিবান্ ব্যক্তির নিকট তাহা প্রেরণ কর। তোমরা একমনা হইয়া তোমাদের রথ আশ্রমের অতিমুখে প্রেরণ কর, সোমসম্বন্ধীয় মধু পান কর।

৩। হে অশ্বিদয়! তোমরা আগমন কর, নিকটে অবস্থান কর, মধু পান কর। হে অভীষ্টবর্ষী ধনঞ্জয়দয়! তোমরা পরঃ মোহন কর, আশ্রমদিগকে হিংসা করিও না, আগমন কর।

(১) মূলে “দিবিষ্টয়ঃ” আছে।

৪। তোমাদের যে অশ্বগণ হব্যদাতার গৃহে তোমাদিগকে ধারণ করত: গমন করে, হে নেতা অশ্বিদেবদ্বয়! আমাদেরকে কামনা করিয়া সেই শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে আগমন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! গমনকারী স্তোভাগণ প্রভূত অন্ন সেবা করে, তোমরা আমাদেরকে অবিচলিত যশ: ও গৃহ প্রদান কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমরা ধনবান্।

৬। যাহারা পরকীয় ধন গ্রহণ না করিয়া মনুষ্য মধ্যে মনুষ্য রক্ষক হইয়া, তোমার নিকট রথের ন্যায় গমন করে, তাহারা নিজের বলে বর্দ্ধিত হয় এবং সুনিবাস স্থানে গমন করে।

৭৫ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। উষা অন্তরীক্ষে প্রাকুর্ভূত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তেজোবলে আপনার মহিমা আবিষ্কৃত করত: আগমন করিলেন, অপ্রিয় শত্রু ও অন্ধকারকে দূরীকৃত করিলেন, সর্বাপেক্ষা গম্ভীৰ্য্য পথ প্রকাশ করিলেন।

২। অদ্য আমাদের মহা মুখলাভের জন্ম প্রবন্ধ হও। হে উষা! মহা সৌভাগ্য প্রদান কর, বিচিত্র যশোযুক্ত ধন আমাদের নিমিত্ত ধারণ কর। হে মনুষ্য হিতকারিণী দেবি! মর্ত্যগণকে অন্নবান্ (পুত্র প্রদান কর)।

৩। দর্শনীয় উষার এই সকল প্রবন্ধ, বিচিত্র, অনশ্বর রশ্মি দেবগণের ত্রুত উৎপাদন করত: অন্তরীক্ষ সকল পূর্ণ করত: আগমন করিতেছে ও বিবিধ প্রকারে গমন করিতেছে।

৪। এই সেই ছ্যালোকের দুহিতা, ভুবনের পালয়িত্রী, উষা প্রাণিগণের প্রজ্ঞানসমূহ অভিনন্দন করিয়া দূর হইতেও উদ্যোগ করত: পঞ্চাশ্রণীর নিকট সদ্য গমন করিতেছেন।

৫। অন্নবতী, সূর্য্য গৃহিণী, বিচিত্র ধনবতী, ধন ও বসুর দৈশরী হইয়াছেন। ঋষিগণের স্তোভা, জরাদায়িনী ধনবতী উষা যজমানকর্ত্তৃক স্ত্রমান হইয়া প্রভাত করিতেছেন।

৬। দীপ্তমতী উষাকে যাহারা বহন করে, সেই উজ্জ্বল বিচিত্র অশ্ব-সমূহ দৃষ্ট হইতেছে । সেই উষা দীপ্তমতী হইয়া বলরূপ রথে গমন করিতেছেন ও পরিচর্যাকারী মনুষ্যকে রত্ন দান করিতেছেন ।

৭। সত্যা, মহতী, যজনীয়া, উষাদেবী সত্য, মহান্ ও যজনীয় দেব-গণের সহিত অত্যন্ত স্থির (অন্ধকার) ভেদ করিতেছেন । গো সকলের (সঞ্চারার্থ আলোক) প্রদান করিতেছেন, গো সকল উষাকে কামনা করিতেছে ।

৮। হে উষা ! আমাদিগকে গোবিশিষ্ট, বীরবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর, আমাদিগকে বল অন্ন (প্রদান কর), পুরুষগণের মধ্যে আমাদের যজ্ঞ নিমিত্ত করিও না । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে শ্রুতিদ্বারা পালন কর ।

৭৬ সূক্ত ।

উষা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। সকলের নেতা সবিভা উল্লদেশে অবিনাশী ও সর্বজনের হিতকর জ্যোতিঃ আশ্রয় করেন । তিনি দেবগণের কর্মের নিমিত্ত প্রাচুর্যভূত হইয়াছেন, উষা চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া সমস্ত ভুবনকে আবিস্কৃত করিয়াছেন ।

২। আমি, হিংসাশূন্য তেজোদ্বারা সংস্কৃত দেবদান পথকে দর্শন করিয়াছি, উষার কেতু পূর্বদিকে ছিলেন । উষা আমাদের অভিযুখী হইয়া উন্নত প্রদেশ হইতে আগমন করেন ।

৩। হে উষা ! যে সকল তেজঃ সূর্যের উদয়ে তাহার পূর্বে উদয় হয়, যাহাদিগের গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হইয়া পতিসমীপগামিনী রষণীর ন্যায়(১) পরিদৃষ্ট হও, তোমার সেই সকল তেজঃ প্রভূত ।

৪। যে (অজিরাগণ) সত্যবান্, কবি, পূর্বকালীন পিতা ও যাহারা গৃহ জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন এবং অবিভক্ত মন্ত্রদ্বারা উষাকে প্রাচুর্যভূত করিয়াছিলেন, তাহারাই দেবগণের সহিত একত্রে প্রমত্ত হইতেন ।

(১) মূলে আছে “জারঃ ইব আচরন্তী . . . নপুনঃ বভী ইব।”

৫ । তাঁহারা সাধারণ গোসমূহের জন্য সম্ভূত হইয়া একবুদ্ধি হইয়া-
ছিলেন । তাঁহারা কি পরস্পর যত্ন করেন নাই ? তাঁহারা দেবগণের কৰ্ম্ম
হিংসা করেন না । তাঁহারা হিংসারহিত, বাসপ্রদ, কিরণের দ্বারা গমন
করেন ।

৬ । হে সুভগা উষা ! তোমাকে প্রাতঃকালে জাগরিত স্তুতিকারী
বসিষ্ঠগণ স্তোত্রের দ্বারা স্তব করে । তুমি গোসমূহের প্রাপিকা, অন্ন-
পালিকা, তুমি আমাদের জন্য প্রভাত কর । হে সুজাতা উষা ! তুমি
প্রথমে স্তুত হও ।

৭ । এই উষা স্তোতার স্মৃত বাক্য সকলের নেত্রী হইয়া তমো
নিবারণ করতঃ এবং সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ধন আমাদের দান করিয়া
বসিষ্ঠগণকর্তৃক স্তুত হইতেছেন । তোমরা সৰ্ব্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা
পালন কর ।

৭৭ সুক্ত ।

উষা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১ । যুবতী যোষার ন্যায় উষা সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারার্থ প্রেরণ
করতঃ সূর্য্যের সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন । অগ্নি মনুষ্যদিগের জন্য
ইন্ধনযোগ্য হইয়াছেন এবং অন্ধকার নাশক জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন ।

২ । সমস্ত জগতের অতিমুখী, সৰ্ব্বত্র প্রথতি উষা উদিত হইলেন,
ভেজোময় বসন ধারণ করতঃ বর্জিত হইলেন । হিরণ্যবর্ণ, দর্শনীয় ও
ভেজোবিশিষ্ট বাক্যসমূহের মাতা, দিবসসমূহের নেত্রী উষা শোভা
পাইতেছেন ।

৩ । দেবগণের চক্ষুঃ স্থানীয় তেজঃ বহন করতঃ সুভগা ও স্বকীয় কিরণে
প্রকাশিতা, বিচিত্র ধনবিশিষ্টা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রভূতা উষা সুদর্শন অশ্বকে
শ্বেতবর্ণ করতঃ দৃষ্ট হইতেছেন ।

৪ । হে উষা ! তুমি সমীপে বিচিত্র ধনবিশিষ্টা হইয়া অমিত্রকে
দূর করিয়া প্রভাত হও, আমাদের বিস্তীর্ণ গো প্রচুর ভূমিকে ভয়শূন্য কর,
দেবকারিগণকে পৃথক কর, শত্রুগণের ধন আহরণ কর । হে ধনবতি !
স্তুতিকারী নিকট ধন প্রেরণ কর ।

৫। হে উষা দেবি ! আমাদের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করতঃ শ্রেষ্ঠ রশ্মি-
সহিত আমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হও । হে সকলের বরণীয়া ! আমা-
দের উদ্দেশে গৌরুকৃত, অশ্বযুক্ত ধন ধারণ করতঃ (প্রকাশিত হও) ।

৬। হে দ্যালোকের দুহিতা সুজাতা উষা ! বসিষ্ঠগণ স্তুতিদ্বারা
তোমাকে বর্দ্ধিত করে, তুমি আমাদের রমণীয় মহৎ ধন দান কর ।
তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৭৮ সূক্ত ।

উষা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। প্রথম কেতু সকল দৃষ্ট হইতেছে । উহার ব্যঞ্জক রশ্মি সকল
উর্দ্ধমুখ হইয়া সর্বত্র আশ্রয় করিতেছে । হে উষা দেবি ! আমাদের অভি-
মুখে আগত, মহৎ, জ্যোতিষ্মানু রথদ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন
কর ।

২। অগ্নি সমিদ্ধ হইয়া সর্বত্র বর্দ্ধিত হইতেছেন ; মেধাবিগণ স্তুতি-
দ্বারা উষাকে স্তব করতঃ বর্দ্ধ হইতেছেন । উষা দেবীও জ্যোতিদ্বারা
সমস্ত অন্ধকার ও দুরিত বাঁধা দান করতঃ গমন করিতেছেন ।

৩। এই সেই সকল প্রভাতকারিণী জ্যোতিঃপ্রদায়িনী উষা পূর্ব-
দিকে দৃষ্ট হইতেছেন । তাঁহার সূর্য্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে প্রাচুর্ভূত করিলেন,
তাহাতে নীচগামী অপ্রিয়তমঃ অপগত হইল ।

৪। দ্যালোকের দুহিতা ধর্মবতী উষা জাত হইয়াছেন, সকলে প্রভাত-
কারিণী উষাকে দেখিতেছে । তিনি অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়াছেন,
সুযুক্ত অশ্ব এই রথ বহন করিতেছে ।

৫। হে উষা ! আমরা ও আমাদের সূর্য্য ও ধনবান্ লোক
সকল অদ্য তোমাকে প্রতিরোধিত করিতেছি । হে উষাগণ ! তোমরা
প্রভাতকারিণী হইয়া জগৎ স্নিদ্ধ কর । তোমরা সর্বদা আমাদের
স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

৭৯ সূক্ত।

উষা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। মনুষ্যাগণের হিতকারিণী উষা তমো নাশ করিতেছেন, পঞ্চাশ্রণী মনুষ্যকে প্রবোধিত করিতেছেন, উত্তম তেজোবিশিষ্ট কিরণসমূহদ্বারা সূর্য্যকে আশ্রয় করিতেছেন, সূর্য্যও তেজোদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করিতেছেন ।

২। উষাগণ অন্তরীক্ষের প্রান্তে তেজঃ সকলকে ব্যক্ত করিতেছেন, পরস্পর মিলিত প্রজাগণের ন্যায় চেষ্টা করিতেছেন । তোমার রশ্মি সকল অন্ধকার নাশ করিতেছে, সূর্য্য বাহুদ্বয়ের ন্যায় জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছেন ।

৩। সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, ধনবতী উষা প্রাদুর্ভূত হইলেন ; কল্যাণার্থ জল উৎপাদন করিয়াছেন । স্বর্গের দুহিতা, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঙ্গিরা(১), উষাদেবী সুকর্মকারীর জন্য ধন ধারণ করেন ।

৪। হে উষা ! পূর্ব্বের স্তোতাগণকে যত ধন দিয়াছ, আমরাগকে তত ধন দাও । রষভের ন্যায় রবদ্বারা তোমাকে (প্রাণিগণ) জানিতে পারে । দৃঢ় অঙ্গির দ্বার ভূমি বিবৃত করিয়াছিলে ।

৫। তুমি সকল স্তোতাকে ধনার্থ প্রেরণ করতঃ এবং আমাদের অভি-
মুখে স্নৃত বাক্য প্রেরণ করতঃ তমোবিনাশিনী হইয়া আমাদের দানের জন্য বুদ্ধি স্থির কর । তোমরা সর্বদা আমরাগকে শস্তিদ্বারা পালন কর ।

(১) মূলে অঙ্গিরস্তমঃ শব্দ আছে, সাংগঠ্যচার্য্য গমনশীল অর্থ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে ইহার অর্থ করিয়াছেন, যে অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন তরদাজগণের সহিত উষার উৎপত্তি হওয়ায় এবং রাক্ষস নাশক উষা বলয় উষার নাম অঙ্গিরস্তম হইয়াছে ।

৮০ সূক্ত ।

ঊষা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। বিপ্র বসিষ্ঠগণ, সকলের প্রথমে স্তোম ও স্তবের দ্বারা ঊষা-দেবীকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন । ঊষা সমান প্রাপ্তবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যবৰ্ত্তিত করেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে প্রকাশিত করেন ।

২। এই সেই ঊষা, যিনি নবর্যোবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃ দ্বারা গৃঢ় তমঃ (বিমাশ করিয়া) জাগতির হন । লজ্জাহীন। যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্য্যের সন্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন ।

৩। বহুঅশ্ব এবং বহুগোবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য ঊষা সকল সৰ্ব্বদা তমঃ নিবারণ ককন । তাঁহারা জল দোহন করেন এবং সৰ্ব্বত্র প্রবুদ্ধ হন । স্তোমরা সৰ্ব্বদা আমাদিগকে স্তুতিদ্বারা পালন কর ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

৮১ সূক্ত ।

উষা দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। তমোনিবারিণী, ছ্যালোকছুহিতা উষা আগমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। তিনি দর্শনার্থে মহৎ তমঃ অপান্বিত করিতেছেন, মনুষ্যের নেত্রী হইয়া জ্যোতিঃ (বিকাশ) করিতেছেন।

২। সূর্য্য রশ্মিদমূহকে যুগপৎ উৎগত করিতেছেন, প্রাচুর্ভূত হইয়া নক্ষত্রকে দীপ্তিযুক্ত করিতেছেন। হে উষা! তোমার ও সূর্য্যের প্রকাশ হইলে আমরা যেন অন্নের সহিত মিলিত হই।

৩। হে ছ্যালোকছুহিতা উষা! আমরা ক্ষিপ্ৰকারী হইয়া তোমার দিগকে প্রতিবুদ্ধ করিব। হে ধনবতি! তুমি স্পৃহণীয় বহুধন বহন কর, যজমানের জন্য রত্ন ও সুখ বহন কর।

৪। হে মহতী দেবী! তুমি তমোনিবারিণী ও মহিমাযুক্তা। তুমি প্রবোধনার্থ ও দর্শনার্থ সমস্ত জগৎকে প্রেরণ কর। তুমি রত্নভাক্ত, তোমার নিকট যাত্ৰা করি। পুত্রগণ যেরূপ মাতার প্রিয় হয়, সেইরূপ আমরা তোমার হইব।

৫। হে উষা! যে ধন অতি দূরবর্তী স্থানে প্রসিদ্ধ, তুমি সেই বিচিত্র ধন আহরণ কর। হে ছ্যালোকছুহিতা! তোমার যে মনুষ্যাদিগের ভোগযোগ্য অন্ন আছে, তাহা প্রদান কর, আমরাও ভোগ করিব।

৬। হে উষা! স্তোতাগণকে মরণরহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশ প্রদান কর, আমাদেরকে বহুগোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। যজমানের প্রেরিত্রী স্নাত্ত বাক্যবিশিষ্টা উষা শক্রদিগকে দূরীকৃত করুন।

৮২ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা আমাদের পরিচারকজনের উদ্দেশে যজ্ঞাযুক্তানার্থ মহাগৃহ প্রদান কর। যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা যুদ্ধে ছুরতিসন্ধিবিশিষ্ট সেই শত্রুকে(১) জয় করিব।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা মহান ও মহাধনবিশিষ্ট। তোমাদের একজন সত্রাট আর একজন স্বরাট। হে অভীষ্টবর্ষীদয়! উৎকৃষ্ট আকাশে বিশ্বদেবগণ তোমাদিগকে তেজঃ প্রদান করিয়াছিল এবং বলও প্রদান করিয়াছিল।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বলদ্বারা জলের দ্বার অপারিত করিয়াছিলে, প্রভু সূর্য্যকে আকাশে গমন করাইয়াছিলে। এই প্রজ্ঞাকর সোম (পানে) আনন্দ হইলে, তোমরা জলরহিত নদী পূর্ণ কর এবং কর্ম সকলকেও পূর্ণ কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! স্তোত্রধারী ব্যক্তিরা যুদ্ধে শত্রুসেনার মধ্যে রক্ষার জন্য এবং সঙ্কুচিত জানু (অঙ্গিরাগণ) মঙ্গল উৎপাদনের জন্য তোমাদিগকেই আহ্বান করে। তোমরা উভয় প্রকার মনের দেশ্বর এবং সুখে আহ্বানযোগ্য। আমরা স্তোত্রী, তোমাদিগকে আহ্বান করি।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা ভুবনে সমস্ত প্রাণিকে আপনার বলে নির্মাণ করিয়াছ, তোমাদের মধ্যে একজনকে মিত্র মঙ্গলের জন্য পরিচর্যা করেন, অপর ব্যক্তি মকংগণের সহিত উগ্র হইয়া অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়।

৬। মহৎ ধনলাভার্থ বরুণ ও ইন্দ্রের দীপ্তির জন্য অচিরে বল উৎপন্ন হয়। ইহাদের এই বল নিত্য এবং সস্ত্যাম্পদীভূত। একজন অবজ্ঞা, হিংসাকারীকে অভিষাৎ করেন, অন্য অপের দ্বারা বহুতর শত্রুকে বাধিত করেন।

(১) অর্থাৎ অনার্য্য বরুণদিগকে।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! তোমরা যাঁহাঁর যজ্ঞে গমন কর, যাঁহাঁকে কামনা কর, বাঁধা সেই মনুষ্যের নিকট যাইতে পারে না, পাণ যাইতে পারে না, ছুরিত যাইতে পারে না, সম্ভাপও সেই মনুষ্যের নিকট কোন কারণে যাইতে পারে না।

৮। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, তবে দৈব-রক্ষার সহিত তাঁমার সম্মুখে আগমন কর, স্তোত্র শ্রবণ কর। তোমাদের সখিত্ব এবং তোমাদের বন্ধুত্বা স্মৃতির সাধক, আমাদিগকে উহা প্রদান কর।

৯। হে শত্রুকর্মক তেজোবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বরুণ! যুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের অগ্রগামী যোদ্ধা হও, তোমাদিগকে উভয় প্রকার নেতাই যুদ্ধে এবং পুত্র পৌত্র লাভের নিমিত্ত আহ্বান করে।

১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা আমাদিগকে দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্ষিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করিব।

৮৩ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া গো লাভের ইচ্ছায় পৃথুপশুবিশিষ্ট(১) (যজ্ঞমানগণ) পূর্বদিক্‌ভাগে গমন করিলেন, তোমরা দাস রত্ন ও অর্য্যগণকে মারিয়া ফেল(২), তোমরা সুদাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার সহিত আগমন কর।

২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বংস উত্তোলন করতঃ মিলিত হয়, যে যুদ্ধে, কিছুই অনুকূল হয় না, যাঁহাঁতে দৃতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও।

(১) মূলে “পৃথুপশুবঃ” আছে, লায়ণ অর্থ করিয়াছেন পৃথু বিস্তীর্ণঃ পশুঃ পাশাঁস্থিষেযাংভে তথোক্তাঃ। বিস্তীর্ণাশ্বপশু হস্তাঃ সত্তাঃ প্রাচী প্রাচীনঃ যযুঃ বর্হিঃ রাহরণার্থং গচ্ছন্তি। পশ্বাহি বহিরাহিন্যভে। অতএব পশু অর্থে এক প্রকার ঘাস কাটা কান্তে।

(২) অর্থাৎ সুদাস রাজার আর্য্য ও অনার্য্য সকল প্রকার শত্রু ধ্বংস কর। ২, ৩, ও ৫ শ্লোকে যুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ভূমির অন্ত সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, কোলাহল ছালোকে আরোহণ করিতেছে। সৈন্যের শত্রু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে হবনশ্রবণকারী ইন্দ্র ও বরুণ! রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আয়ুধদ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসা করতঃ তোমরা সুদাসকে রক্ষা করিয়াছ, তৃৎসুদিগের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছ, যুদ্ধকালে তৃৎসুদিগের পৌরহিত্য সফল হইয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাদের চারিদিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসকদিগের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিতেছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর, অতএব যুদ্ধদিনে আমাদের রক্ষা কর।

৬। যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন রাজাকর্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সহিত তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞবহিত রাজা(৩) মিলিত হইয়াও সুদাস রাজাকে গ্রহণ করিতে শক্তি হইল না। ইহাদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৮। যেখানে নির্মলগামী জটাবিশিষ্ট কর্মযুক্ত তৃৎসুগণ অন্ন এবং স্ততির সহিত পরিচর্যা করে, সেই দেশে দশজন রাজাকর্তৃক চারিদিকে পরিবেশিত সুদাসকে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বল প্রদান করিয়াছিলে।

৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের একজন যুদ্ধে রত্নগণকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন। হে অতীতবর্ষাধ্বয়! তোমাদিগকে সুপ্রত্ন স্ততিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা আমাদের সুখ প্রদান কর।

১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, ও অর্ঘ্যমা আমাদের দ্যোতমান ধন এবং মহানু বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবজ্রিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করিব।

(৩) দশজন রাজা কাহার? ইহারা কি অনাধাররাজা, না ধর্মবিবেচী আধ্য-
রাজা? বা শত্রুপক্ষীয় বলিয়া বসিত ইহাদিগকে যজ্ঞবহিত বলিয়াছেন?

৮৪ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! এই যজ্ঞে তোমাদিগকে হব্য ও স্তোত্রদ্বারা আবর্তিত করিতেছি। বাহুদ্বয়ে ধৃত নানারূপবিশিষ্ট জুহু স্বয়ং তোমাদের অভিগমন করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমার স্বর্গরূপ রহৎ রাক্ষু (রক্ষি প্রদানদ্বারা) সকলকে প্রীত করে। তোমরা রজ্জুরহিত বাধা প্রদ উপায়ে (পাপকারীকে) বন্ধন কর। বরুণের ক্রোধ আমাদের পবিত্রাণ করিয়া গমন করুক, ইন্দ্রও স্থানকে বিস্তীর্ণ করুন।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের গৃহের যজ্ঞকে মনোহর কর, স্তোত্র-গণের স্তোত্রকে উৎকৃষ্ট কর। দেবগণের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। স্পৃহনীয় রক্ষাদ্বারা তাঁহারা আমাদের বর্জিত করুন।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের সকলের বরণীয় নিবাসস্থান-যুক্ত, বহুভিন্নবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। যে আদিত্য অনৃত বিনাশ করেন, সেই শূর অপরিমিত ধন করুন।

৫। আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সূন্দর রত্নবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞ প্রাপ্ত হইব। তোমরা সর্কদা আমাদের স্তুতিদ্বারা পালন কর।

৮৫ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের জন্য অগ্নিতে সোম ক্ষেপ করতঃ দীপ্তিমতী উষার ন্যায় দীপ্তাবয়ব। ব্রাহ্মসংহিতা স্তুতিকে গোধন করিতেছি। তাঁহারা উপস্থিত যুদ্ধে যাত্রাকালে আমাদের রক্ষা করুন।

২। পরস্পর স্পর্ধাবিশিষ্ট সংগ্রামে আমরা শত্রুদিগকে স্পর্ধা করিতেছি। যে যুদ্ধে ধজায় আয়ুধ সকল পতিত হয়, সেই সংগ্রামে,

হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমারা হিংসক আয়ুধদ্বারা পরাঙ্মুখ ও বিবিধ গতি-
বিশিষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর ।

৩। সোম সকল স্বায়ত্ত, যশোবিশিষ্ট ও দ্ব্যতিমানু হইয়া সদনে ইন্দ্র
ও বরুণ এই উভয় দেবতাকে ধারণ করেন । ইহাদের একজন প্রজাগণকে
পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ধারণ করেন, অন্যজন অপ্রতিগত শত্রুগণকে বিনাশ
করেন ।

৪। হে আদিভাদ্রয়! তোমরা বলশালী, যে নমস্কারযুক্ত হইয়া
তোমাদিগের (পরিচর্যা করে), সেই শোভনকর্ম্মবিশিষ্ট হোতা ঋতজ
ইউন । যে ইব্যযুক্ত ব্যক্তি তৃপ্তির জন্য তোমাদিগকে আবর্তিত করে, সে
অন্নবানু হইয়া একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে ।

৫। আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত
স্তুতি পুত্র ও পৌত্রবিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক । সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হইয়া
যজ্ঞ প্রাপ্ত হইব । তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন
কর ।

৮৬ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। এই বরুণের জন্ম মহিমা প্রযুক্ত স্থির হইয়াছে । ইনি বিস্তীর্ণ
দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, ইনি রুহং আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে
দ্বিধা প্রেরণ করেন । ইনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করিয়াছেন ।)

২। আমি কি স্বীয় শরীরের সহিত, অথবা বরুণের সহিত স্তুতি
করিব? কখন বরুণ দেবের সন্নিহিত থাকিব? বরুণ কি ক্রোধরহিত হইয়া
আমার হব্য সেবা করিবেন? আমি সুমনা হইয়া কখন সুখপ্রদ বরুণকে
দেখিতে পাইব?।

৩। হে বরুণ! আমি দিচ্ছু হইয়া সেই পাণের কথা তোমায়
জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বিবিধ প্রণের অন্য বিদ্বানুজনের নিকট
গিয়াছি। কবিতা সকলেই আমাকে একরূপ বলিয়াছেন যে “এই বরুণ
তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।”

৪। হে বরুণ! আমি এমন কি করিয়াছি, যে তুমি মিত্রভূত স্তোতাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর। হে দুর্দ্ধর্ষ তেজশ্বিনু, আমাকে তাহা বল যাহাতে আমি ত্বরমানু হইয়া নমস্কারের সহিত তোমার নিকট গমন করি।

৫। হে বরুণ! আমাদের পিতৃক্রমাগত জ্রোহ বিস্মিত কর। আমরা নিজ শরীর দ্বারা যাহা করিয়াছি, তাহাও বিস্মিত কর। হে রাজা! পশুখাদক চৌর্যের ন্যায়(১), রজ্জুবদ্ধ গৌ বৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হইতে বিস্মিত কর।

৬। হে বরুণ! সেই পাপ নিজের দোষে নহে। ইহা ভ্রম, বা সুর, বা মন্যু, বা দ্যুতক্রীড়া, বা অবিবেক বশতঃ ঘটিয়াছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে লইয়া যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয়।

৭। অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হইয়া আমি দাসের ন্যায় পর্যাণ্ডরূপে পরিচর্যা করিব। আমরা অজ্ঞান, আর্ধ্যদেব আমাদের জ্ঞান দান করুন। প্রাজ্ঞতরদেব স্তোত্রাকে ধনার্থ প্রেরণ করুন।

৮। হে অন্নবানু বরুণ! তোমার উদ্দেশে রচিত এই স্তোত্র তোমার হৃদয়ে সুনীহিত হউক। লাভ আমাদের মঙ্গল হউক, ক্ষোম আমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর(২)।

(১) মূলে “পশু ভূপং ন তায়ুং” আছে। কেহ চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্তের অন্তে ঘাসাদির দ্বারা পশুদিগকে ভূগু করিতে হয়, লায়ণ এই অর্থ করিয়াছেন। “Like a thief who has feasted on stolen oxen.”—Max Müller.

(২) বসিষ্ঠরচিত এই সপ্তম মণ্ডলে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তগুলি অতিশয় পবিত্র এবং এই গুলিতে পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষ-রূপ লক্ষিত হয়। বিশেষ ৮৬ ও ৮৯ সূক্ত অতিশয় স্বয়ংপ্রাণী।

৮৭ শ্লোক।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। এই বরুণদেব সূর্য্যের জন্য পথ প্রদান করিয়াছেন, নদী সকলকে অন্তরীক্ষীভব জল প্রদান করিয়াছেন। অশ্ব যেরূপ বড়বার প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনি মহতী রজনীসমূহকে দিবস হইতে পৃথক করিয়াছেন।

২। হে বরুণ! তোমার বায়ু (জগতের আত্মা), সে জলকে চারিদিকে প্রেরণ করে। ঘাস প্রদত্ত হইলে পশু যেরূপ অন্নবান্ হয়, সেইরূপ তর্ভা বায়ু অন্নবান্। মহতী, রহতী দাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে তোমার সমস্ত স্থান (লোকের) প্রিয়।

৩। বরুণের চর সকলের গতি প্রশস্ত, তাহারা সুন্দররূপবিশিষ্ট দাবাপৃথিবী সমদর্শন করে এবং কর্ম্মবান্, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র প্রেরণ করেন, তাহাও চতুর্দিকে দর্শন করে।

৪। আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলিয়াছেন যে গো(১) একুশটি নাম ধারণ করে। বিদ্বান্, মেধাবী বরুণ, উপযুক্ত অন্তেবাসিকে উপদেশ দিয়া উৎকৃষ্ট স্থানে এই সফল গৃহ কথাও বলিয়াছেন।

৫। এই বরুণের ভিতর তিন প্রকার ত্র্যালোকে(২) নিহিত আছে, তিন প্রকার ভূমি(৩) ছয় অবস্থায়(৪) ইহাতে অন্তর্ভূত আছে। স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্য দোলার ন্যায়(৫) সূর্য্যকে দীপ্তির জন্য নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন।

৬। সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান্, গভীর স্তোত্রবিশিষ্ট, উদকের নিৰ্ম্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সংপদার্থের রাজা।

(১) অর্থাৎ বাহু অথবা পৃথিবী। সায়ণ।

(২) উত্তম, মধ্যম ও অধম। সায়ণ।

(৩) উত্তম, মধ্যম ও অধম। সায়ণ।

(৪) বসন্তাদি ঋতুভেদে। সায়ণ।

(৫) সূর্য্য কেবল ইহা দিক্ স্পর্শ করে, এই জন্য সূর্য্য দোলার ন্যায়। সায়ণ।

৭। অপরাধ করিলেও যে বরুণ দয়া করেন(৬) অদীন (বকণের) ব্রত সকল যথাক্রমে সমুদ্র করতঃ আমরা যেন তাঁহার নিকটই অনপরাধী হই। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮৮ সূক্ত ।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে বসিষ্ঠ! তুমি অতীতবর্ষী বকণের উদ্দেশে স্বতঃশুদ্ধ প্রিয়-তম স্তুতি কর। ইনি যজনীয়, সহস্র ধনবিশিষ্ট, অতীতবর্ষী ও রুহৎ। এই দেবতাকে আমাদের অভিযুথ কর।

২। অধুনা আমি শীঘ্র বকণের সমদর্শন প্রাপ্ত হইয়া অগ্নির জ্বালা-সমূহকে স্তব করি। যখন বরুণ সুখকর পাণ্যানে অবস্থিত এই সোম অধিক পরিমাণে পান করেন, তখন দর্শনার্থ আমাকে প্রশস্ত রূপ প্রদান করে।

৩। যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের(১) মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় মুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

৪। মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্ৰিকে বিস্তার করতঃ দিন-সমূহের মধ্যে সুদিনে বসিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে রক্ষাদ্বারা মুকর্ম্ম করিয়াছিলেন।

(৬) “The consciousness of sin is a prominent feature in the religion of the Veda; so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of his sins. And when we read such passages as ‘Varuna is merciful even to him who has committed sin’ (*Rig Veda*, VII-87-7), we should . . . remember that it (Varuna) is one of the many names which men invented in their helplessness to express their ideas of the Deity.”—Max Müller's *Selected Essays* (1881), vol. II, p. 150.

(১) মূলে “সমুদ্রং” আছে। অতএব প্রকাশ হইতেছে বসিষ্ঠ বা ভয়ংকীয়গণ সমুদ্র গমন করিয়াছিলেন।

৫। হে বরুণ! আমাদের সেই সখ্য কোথায় হইয়াছিল? পূর্ব কালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাহাই সেবা করিতেছি। হে অন্নবান্ বরুণ! তোমার মহান্ ছুতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে গমন করিব(২)।

৬। হে বরুণ! যে বসিষ্ঠ নিতাবন্ধু, যে পূর্বে প্রিয় হইয়া তোমার প্রতি অপরাধ করিয়াছিল, সে তোমার সখ্য হউক। হে যজনীয় বরুণ! আমরা তোমার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হইয়া যেন ভোগ না করি। তুমি মেধাবী, তুমি স্তুতিকারিকে বরণীয় (গৃহ) প্রদান কর।

৭। এই সকল নিতাত্মিতে বাস করতঃ (আমরা তোমার স্তব করি) বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হইতে বরুণের রক্ষা ভোগ করিতে পারি।

৮৯ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে রাজা বরুণ! মুখ্য গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সূক্ষত্র(১)! দয়া কর, দয়া কর।

২। হে আয়ুধবান্ বরুণ! আমি কল্পাস্থিত কলেবরে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় গমন করিতেছি। হে সূক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৩। হে ধনবান্, নির্মল বরুণ! অশক্তি প্রযুক্ত কর্মের প্রতিকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সূক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৪। জলমধ্যে বাস করিলেও তোমার স্রোতাকে তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে সূক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

(২) বরুণের সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ কি? আমি অনুমান করি স্বর্গ।

(১) ক্ত্র অর্থ বল, সূক্ষত্র অর্থে অতিশয় বলবান। “Almighty.”—Max Müller. কত্রির নামে একটী ভিন্ন জাতি তখনও সৃষ্ট হয় নাই। এই সূক্তের প্রথম চারিটি ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে। “বলে সূক্ষত্র বলয়।” “Have mercy, Almighty, have mercy.”—Max Müller.

৫। হে বরুণ! আমরা মনুষ্য, দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিকঙ্কাক্ষরণ করিয়াছি, অজ্ঞানবশতঃ তোমার যে কৰ্ম্মে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সকল পাপপ্রযুক্ত আমাদেরিগকে হিংসা করিও না।

২০ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বায়ু! তুমি বীর। শুদ্ধ, মাধুর্য্যযুক্ত অভিবৃত্ত সোম অধর্যুগল তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে। তুমি নিযুগলকে রথে যোজিত কর, অভিমুখে আগমন কর, আনন্দের জন্য অভিবৃত্ত সোমরসের ভাগ ভক্ষণ কর।

২। হে বায়ু! তুমিই ঈশ্বর। যে তোমার জন্য উত্তম আহুতি প্রদান করে, হে সোমপায়ী! যে তোমার জন্য শুচি সোম প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে তুমি তাহাকে প্রধান কর, সে সর্বত্র প্রাচুর্য্য হইয়া প্রাপ্তব্য ধন লাভ করে।

৩। এই দ্যাব্যাপৃথিবী যে বায়ুকে ধনার্থে উৎপন্ন করিয়াছেন, দ্যুতিমতি ধিষণা ধনার্থে যে দেবতাকে ধারণ করেন, অধুনা স্বকীয় নিযুতগল সেই বায়ুকে সেবা করিতেছে। বায়ু দারিদ্রে শ্বেতবর্ণ ধন প্রদান করেন।

৪। পাপরহিত, উষা সকলসুদিনের (হেতু হইয়া) তমঃ নাশ করিতেছেন। দীপ্যমান হইয়া বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করিতেছেন। উশিজগল গোরূপ ধন লাভ করিয়াছেন, পুরাণ জল তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তাহারা যথার্থ মননীয় স্তোত্রদ্বারা দীপ্যমান হইয়া আপনাদের কৰ্ম্মদ্বারা বীরগণের বহনীয় রথ বহন করিতেছেন। তোমরা ঈশান, অন্ন সকল আমাদেরিগকে সেবা করিতেছে।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগল আমাদেরিগকে গো, অশ্ব, নিবাসপ্রদ ধন ও হিরণ্যের সহিত সুখ প্রদান করে, সেই দাতাগল সংগ্রামে অশ্ব ও বীরগণের সাহায্যে ব্যাণ্ড আয়ুঃ জয় করিয়া লন।

৭। অশ্বের ন্যায় (হব্যবাহী), অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছ বসিষ্ঠগণ (অর্থাৎ আমরা) উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা সর্বদা আমাদেরকে স্তুতিদ্বারা পালন কর।

৯১ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। পূর্বকালে যে প্ররুদ্ধ স্তোতাগণ, বহুভাক্ত স্তোত্রদ্বারা অনিন্দনীয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিপদগ্রস্ত মনুষ্যগণের উদ্ধারার্থ বায়ুর উদ্দেশে সূর্য্যের সহিত উষাকে একত্র বাস করাইয়াছেন(১)।

২। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা কাময়মান দূত ও রক্ষক। তোমরা হিংসা (করিও) না, মাস এবং বহুবৎসর ব্যাপিরা রক্ষা কর। সুন্দর স্তুতি তোমাদের নিকট গমন করতঃ সুখ যাচক্ষা করিতেছে এবং প্রশস্য সুপ্রাপ্য (ধন) যাচক্ষা করিতেছে।

৩। সূমেধী এবং নিযুতগণের আশ্রয়নীয় শ্বেতবর্ণ (বায়ু) প্রভূত অন্নবিশিষ্ট এবং ধনহক্ক ব্যক্তিগণকে সেবা করেন। তাহারাও সমান-মনস্ক হইয়া বায়ুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে অবস্থান করিয়াছিলেন, (সেই) নেতাগণ সুন্দর অপত্যের হেতুভূত (কার্য্য) করিয়াছিলেন।

৪। যাবৎ (তোমাদের) শরীরের বেগ থাকে, যাবৎ বল থাকে, যাবৎ নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান থাকেন, তাবৎ হে বিশুদ্ধ (সোম) পায়ী ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা আমাদের বিশুদ্ধ (সোম) পান কর, এই বর্হিতে উপবেশন কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা স্পৃহনীয় স্তোত্রবিশিষ্ট এবং নিযুৎ-গণকে এক রথে সংযুক্ত কর। তোমরা অভিযুখে আগমন কর। এই মধুর সোমের অগ্র তোমাদের জন্য আনীত হইয়াছে; অনন্তর তোমরা প্রীত হইয়া আমাদেরকে বিযুক্ত কর।

(১) অর্থাৎ বায়ুর বাগের অর্থ উষার ভ্রমো নিবারণ ও সূর্য্যোদয় করিয়া-ছেন। সারণ।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে নিযুৎগণ শতসংখ্যক হইয়া তোমাদিগকে সেবা করে, সকলের বরণীয় যে নিযুৎগণ সহস্রসংখ্যক হইয়া সেবা করে, সেই শৌভনধনপ্রদ (নিযুৎগণের) সহিত অভিযুখে আগমন কর। হে নেতৃদ্বয়! (উত্তরবেদির) প্রতি নীত মধুর (সোম) পান কর।

৭। অশ্বের ন্যায় (হব্যবাহী), অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগ্ন (অর্থাৎ আমরা) উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহবান করিতেছি। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯২ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে শুচি (সোম)পাতা বায়ু! আমাদের সমীপে আগমন কর। হে সকলের বরণীয়! তোমার নিযুৎ সকল সহস্রসংখ্যায়ুক্ত। হে বায়ু! তুমি যে সোমের প্রথম পানে অধিকারী, সেই মদকর সোম পাণ্ড্রে স্থাপিত রহিয়াছে।

২। ক্ষিপ্ৰহস্ত অভিষবকারী, ইন্দ্রও বায়ুর পানার্থে যজ্ঞে সোম প্রস্থাপিত করিয়াছেন। হে ইন্দ্র ও বায়ু! দেবান্তিলাষী অধ্বর্যুগণ কর্মদ্বারা তোমাদের জন্য এই যজ্ঞে সোমের অগ্রভাগ সম্পাদন করিয়াছেন।

৩। হে বায়ু! গৃহস্থিত হব্যদারীর অভিযুখে যজ্ঞের জন্য যে নিযুৎগণের সহিত গমন কর (তাহাদিগের সহিত আগমন কর)। আমাদিগকে সুন্দর অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর। বীর পুত্র, গোযুক্ত ও অশ্বযুক্ত ঐশ্বর্য প্রদান কর।

৪। যাহারা ইন্দ্রের এবং বায়ুরও তৃপ্তি উৎপাদন করেন, তাহারা দেবযুক্ত, অতএব শক্রগণের নিহতা হয়। সেই স্তোত্রগণের সাহায্যে আমরা যেন শক্রনিপাতে সমর্থ হই। আমাদের লোকদ্বারা যেন যুদ্ধে অমিত্রগণকে পরাভব করিতে পারি।

৫। হে বায়ু! শতসংখ্যাবিশিষ্ট ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট নিযুৎগণের সহিত আমাদের হিংসারহিত যজ্ঞের সমীপে আগমন কর, এই যজ্ঞে প্রমত্ত হও। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯৩ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে রুদ্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা শুদ্ধ নবজাত স্তোম অদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুই জনকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি । যজমান কামনা করিতেছেন, তাঁহাকে সদ্য অন্ন প্রদান কর ।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা সংভজনীয়, তোমরা বলের ন্যায় আচরণ কর । তোমরা যুগপৎ প্ররুদ্ধ, বলদ্বারা বর্জমান, বহুল ধন ও অস্ত্রের দৈশ্বর, তোমরা স্থূল ও শত্রুবিনাশক অন্ন যোজন্য কর ।

৩। হবিষ্যাম্ অনুগ্রহাভিলাষী যে বিপ্রগণ কর্মদ্বারা যজ্ঞপ্রাপ্ত হয়, সেই নেতাগণ, অশ্ব যেরূপ যুদ্ধভূমি ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ ইন্দ্র ও অগ্নি কর্মব্যাপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে ।

৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! অনুগ্রহার্থী বিপ্র যশোযুক্ত ও প্রথম উপ-ভোগযোগ্য ধনের উদ্দেশে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে স্তব করিতেছে । হে রুদ্রঘাতী সুন্দর আয়ুধবিশিষ্টদ্বয় ! নবতর ও দাতব্য ধনদ্বারা আমাদিগকে প্রবদ্ধিত কর ।

৫। মহৎ, পরস্পর আক্রোশকারী, স্পর্ধমান ও সংগ্রামে যত্নকারী (সেনাদ্বয়কে) আমদের তেজোদ্বারা সতত বিনাশ কর । সোম্যভিষবকারী ও দেবাভিলাষী জনের সাহায্যে যজ্ঞে অদেবকাম ব্যক্তিকে বিনাশ কর ।

৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! সৌমেন্দ্র লাভের জন্য আমাদিগের এই সোম্যভিষব ক্রয় আগমন কর । তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে জান না, অতএব তোমাদিগকে বহু অন্নদ্বারা আবর্তিত করিব ।

৭। হে অগ্নি ! তুমি এই অন্নদ্বারা সমিদ্ধ হইয়া মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণকে বল, আমরা যে অপরাধ করিয়াছি তাহা হইতে রক্ষা কর । অর্ঘ্যমা ও অদিতি সকলে তাহা বিমুক্ত করন ।

৮। হে অগ্নি! শীঘ্র এই যজ্ঞ ভজনা করতঃ আমরা তোমাদের অন্ন যুগপৎ যেন প্রাপ্ত হই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মকৎগণ আমাদের পুরিত্যাগ করিরা (অন্যকে) যেন না দেখেন। তোমরা সর্বদা আমাদের ন্যস্তি-দ্বারা পালন কর।

১৪ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইয়াছে।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর, তাঁহার স্তুতি ভজন কর। তোমরা ঈশ্বর, অমুষ্টিতকর্ম্ম পূরণ কর।

৩। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদেরকে হীনভাবের জন্য, পরাভবের জন্য ও নির্দার জন্য পরবশ করিও না।

৪। আমরা রক্ষাভিলাষী হইয়া রহং হব্য ও মুক্তি ও কর্ম্মযুক্ত বাক্য, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট প্রেরণ করি।

৫। তাঁহাদের দুই জনকে বহুবিপ্রাগণ রক্ষার্থে এই প্রকারে স্তব করিতেছে, পরস্পর বাধা প্রাপ্ত লোকেও অন্নলাভের জন্য স্তব করিতেছে।

৬। স্তোত্রেচ্ছু, অন্নবিশিষ্ট ও ধনেচ্ছু হইয়া আমরা যজ্ঞ লাভের নিমিত্ত, সেই তোমাদের দুই জনকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিব।

৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা মনুষ্যাগণের অভিভব কর, তোমরা আমাদের জন্য অন্নের সহিত আগমন কর। পক্ষবাদী ব্যক্তি যেন আমাদের পাত্ত না হয়।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! কোনও শত্রুরই হিংসা যেন আমাদেরকে প্রাপ্ত না হয়, আমাদেরকে সুখ প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমরা তোমাদের নিকট যে গোবিশিষ্ট, হিরণ্য-বিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট ধন যাক্রা করি, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি।

১০। সোম অভিযুক্ত হইলে কর্ম্মনেতাগণ পরিচরণাভিলাষী হইয়া উত্তম অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নিকে বারম্বার আহ্বান করে ।

১১। সর্বাংগে ক্ষা রত্নহস্তা, অত্যন্ত আনন্দিত ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমরা উকুধ ও ঘোষণীয় স্তব ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করিব ।

১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা দুষ্কৃতিসন্ধিযুক্ত, দুষ্কৃজ্ঞানযুক্ত, বলবান্, অপহরণকারী মনুষ্যকে আয়ুধদ্বারা কুস্ত্রের ন্যায় হনন কর ।

৯৫ সূক্ত ।

সরস্বতী দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি

১। এই সরস্বতী অয়োনির্মিত পুরীর ন্যায়(১) ধারয়িত্রী হইয়া ধারক উদকের সহিত প্রধাবিতা হইতেছেন । তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমা দ্বারা বাধা প্রদান করতঃ পথের ন্যায় গমন করিতেছেন ।

২। নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হইয়াছিলেন, ভুবনস্থ বল্লব ধন প্রদান করতঃ তিনি নত্বের জন্য(২) যত ও তৃপ্ত দোহন করিয়াছিলেন ।

৩। মনুষ্যগণের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীকৃতবর্ষী (সরস্বান)(৩) যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন । তিনি হবিষ্মান যজমান-দিগকে বলবান্ পুত্র দান করেন এবং লাভার্থে তাঁহাদের শরীর সংস্কার করেন ।

(১) অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে ।

(২) নহব রাজা সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিবার অতিপ্রায় সরস্বতীকে স্তব করিয়াছিলেন, সরস্বতী সেই স্তব অবগত হইয়া তাঁহাকে সহস্র বৎসরের উপযুক্ত হৃৎ ও যত প্রদান করিয়াছিলেন । সাধারণ । এ গল্পটী পৌরাণিক ভাষা ল্পষ্টই বোধ হইতেছে, কিন্তু সাধারণ অর্থ করেন সরস্বান্ শব্দে মধ্য স্থান বান্ । মধ্যমস্থানবর্তী জলসমূহ ভাষায় বোঝিবে ।

(৩) সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একদী দেবস্বরূপ কোন ২ স্থানে অর্চনা করা হইয়াছে ।

৪। সুভগা সরস্বতী প্রীতা হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ ককন। অর্চনীয় (দেবগণ) নতজানু হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করে, তিনি নিত্য ধনবিশিষ্টা এবং সথাংগের প্রতি অভ্যন্ত দয়াবতী ।

৫। হে সরস্বতী! আমরা এই (হব্য) হোম করতঃ নমস্কারদ্বারা তোমার নিকটে হইতে (ধন প্রাপ্ত হইব), আমরাদিগের স্তোম সেবাকর, আমরা তোমার অতিপ্রিয় গৃহে অবস্থিতি করতঃ আশ্রয়ভূত রুক্ষের ন্যায় তোমার সহিত মিলিত হইব ।

৬। হে সুভগে সরস্বতী! এই বসিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবী! বর্দ্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্ন দান কর। তোমরা সর্বদা আমরাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯৬ সূক্ত ।

প্রথম তিনটি ঋকের সরস্বতী দেবতা ; অবশিষ্টের সরস্বানু দেবতা ।

বসিষ্ঠ ঋষি ।

১। (হে বসিষ্ঠ)! তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে রুহং স্তোত্র গান কর, দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমান সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর ।

২। হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতী! তোমার মহিমা দ্বারা মনুষ্যাগণ উভয়-বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া আমরাদিগকে অবগত হও, মকংগের সখা হইয়া তুমি হবিষ্মানদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর ।

৩। কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই ককন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী হইয়া আমাদের প্রজা উৎপাদন ককন। আমি জমদগ্নির ন্যায় স্তব করিলে, তুমি বসিষ্ঠের উপযুক্ত স্তব লাভ কর ।

৪। আমরা জায়াভিলাষী, পুজাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা ; আমরা সরস্বানু দেবকে স্তব করি ।

৫। হে সরস্বাস্থ! তোমার যে জলসমূহ রসবাস্থ এবং ঘৃতক্ষারী সেই জল সংজ্ঞাবাহী আমাদের রক্ষক হও।

৬। প্রবুদ্ধ সরস্বাস্থদেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই, তিনি যেম সকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি।

১৭ সূক্ত।

প্রথম ঋকের ইন্দ্র দেবতা; তৃতীয় ও নবমের ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি দেবতা; দশমের ইন্দ্র ও ব্রহ্মস্পতি; অবশিষ্টের ব্রহ্মস্পতি। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে যজ্ঞে দেবাতিল্যাবী নেতাগণ মত্ত হইলেন, যে যজ্ঞে সবনসমূহ ইন্দ্রের জন্য অভিষৃত হয়, (ইন্দ্র) ছয় হইবার জন্য ছালোক হইতে পৃথিবীর নেতাগণের সেই যজ্ঞে প্রথম আগমন করুন এবং গমনশীল (অশ্বগণও আগমন করুক)।

২। হে সখাগণ! আমরা দৈবরক্ষা প্রার্থনা করি, ব্রহ্মস্পতি আমাদের (হব্য) স্বীকার করুন। পিতা যেরূপ দূরদেশ হইতে (ধন আহরণ করিয়া) পুত্রকে দান করে, সেইরূপ তিনি আমাদের দান করেন। আমরা যাহাতে কামবর্ষী (ব্রহ্মস্পতির) নিকট অনপরাধী হইতে পারি, (সেইরূপ কর)।

৩। জ্যেষ্ঠ, মুমুখবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মণস্পতিকে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা স্তুতি করি। যিনি দেবকৃত মন্ত্রের রাজা, দেবাহ্নীলোক সেই মহান্ ইন্দ্রকে সেবা করুক।

৪। সেই প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি আমাদের স্থানে উপবেশন করুন, তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন। ধন এবং সুবীর্ঘ্যের যে অভিলାষ তাহা তিনি আমাদের দান করুন, আমরা উপজবযুক্ত, তিনি আমাদের অহিংসিত করিয়া পার করুন।

৫। এই পুরাজাত অমরগণ আমাদের সেই অমর, পর্যাপ্ত ও অর্চনসাধন অন্ন দান করুন। আমরা শুদ্ধ সোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগ-যোগ্য ও অপ্রতিগত ব্রহ্মস্পতিকে আহ্বান করিব।

৬ । সুখকর, উজ্জ্বল, বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ অশ্বগণ সেই ব্রহ্মস্পতিকে বহন করুক ! তাঁহার বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ (আছে) ।

৭ । ব্রহ্মস্পতি শুচি ; তাঁহার বাহন অনেক ; তিনি সকলের শোষণ-য়িতা, হিত ও রমণীয় বাঁকায়ুক্ত ; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত । তিনি স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ন দান করেন ।

৮ । ব্রহ্মস্পতিদেবের জননী দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমা বলে ব্রহ্মস্পতিকে বর্জিত করুন । হে সখাগণ ! বর্জনীয় ব্রহ্মস্পতিকে বর্জিত কর' তিনি প্রভূত অন্নের জন্য (জল সতলকে) তরল ও অবগাহন যোগ্য করেন ।

৯ । হে ব্রহ্মস্পতি ! তোমার ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্ররূপ স্তুতি করিলাম । তোমরা কর্ম রক্ষা কর, বহুস্তুতি গ্রহণ কর, আমরা তোমার প্রসাদ ভোজী, আমাদের আক্রমণশীল শক্রসেনা বিনাশ কর ।

১০ । হে ব্রহ্মস্পতি ! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের ঈশ্বর ; তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর । তোমরা সর্বদা আমাদের সন্তানদের পালন কর ।

৯৮ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও ব্রহ্মস্পতি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

১ । হে অধ্বর্যুগণ ! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য দীপ্তিমান্ অভিবৃত্ত সোম পান কর ; ইন্দ্র গৌরমৃগ অপেক্ষাও শীঘ্র দূরস্থিত পাতব্য সোম অবগত হইয়া সোমোত্তমবকারী যজমানকে অন্বেষণ করতঃ সর্বদাই আগমন করেন ।

২ । হে ইন্দ্র ! পূর্বকালে যে চাক অন্ন ধারণ করিতে, এখনও প্রত্যহ সেই সোমপানের কামনা কর । হৃদয় ও মনে আমাদের কামনা করতঃ হে ইন্দ্র ! সম্মুখে আনীত সোম পান কর ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াই বলের জন্য সোম পান করিয়া-
ছিলে। মাতা তোমার মহিমা বর্ণিয়াছেন। তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ পূর্ণ
করিয়াছ, দুর্দ্ধার্য স্তোত্রগণের জন্যই ধন উৎপাদন করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র! যখন প্রভূত ও অভিমানবিশিষ্ট শক্রদিগের সহিত
আমাদিগকে যুদ্ধ করাইবে, তখন হিংসকগণকে হস্তদ্বারাই অতিভব করিব।
যদি তুমি মকংগণের সহিত নিজেই যুদ্ধ কর, তবে সুন্দর অন্নের হেতুভূত
মেই সংগ্রাম তোমার সাহায্যে জয় করিব।

৫। আমি ইন্দ্রের পুরাতন কর্ম সকল কীর্তন করিব, মঘবা নুতন যাহা
করিয়াছেন তাহাও কীর্তন করিব, যেহেতু তিনি অদেবী মায়্যা অতিভব
করিয়াছেন, অতএব সোম কেব। মাত্র ইন্দ্রেরই হইয়াছে।

৬। হে ইন্দ্র! পশু হিতকর এই যে বিশ্ব, চারিদিকে অবস্থিত এবং
সূর্যের তেজে যাহা দেখিতেছ এ সমস্তই তোমার। তুমি একাকী সমস্ত
গোসমূহের পতি। তোমার প্রদত্ত ধন ভোগ করিব।

৭। হে রহস্যপতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয়গণের ঈশ্বর,
তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্বদা
আমাদিগকে অস্তিত্বদ্বারা পালন কর।

৯৯ সূক্ত।

উরু, যজ্ঞের প্রভৃতি তিনটির ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। অবশিষ্টের কেবল বিষ্ণু
দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বিষ্ণু! তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্দ্ধমান হইলে তোমার
মহিমা কেহ অতুবাগ্য করিতে পারে না, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উভয়
লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল, হে দেব! পরমলোক অবগত
আছ।

২। হে দেব বিষ্ণু! যাহারা জন্মিয়াছে ও যাহারা জন্মিবে, কেহই
তোমার মহিমার অপর পার দেখিতে পায় না। দর্শনীয় রহৎ নাক্রমে তুমি
উল্লে ধারণ করিয়াছ। তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করিয়াছ(১)।

✓ (১) শ্বশ্বেদে বিষ্ণু অর্থে সূর্য্যঃ, সূর্য্য পূর্বদিকে উদয় করেন।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা স্তুতিকারী মনুষ্যকে দান করিবার ইচ্ছাযুক্ত হইয়া অন্নবতী, ধেনুমতী ও সুন্দর যববিশিষ্টা হইয়াছ। হে বিষ্ণু! এই দ্যাবাপৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করিয়াছ। সর্বত্রস্থিত ময়ূখদ্বারা(২) এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য্য, অগ্নি ও উষাকে উৎপাদন করিয়া তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করিয়াছ, হৃষণিপ্র নামক দাসের মায়া, হে নেতাৱয়! সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শস্যের নবলবতী দৃঢ় পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্জিনামক অশ্বের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে তাহারা আর প্রতিদন্দী হইতে না পারে, এরূপ করিয়া নাশ করিয়াছ।

৬। এই মহতী স্তুতি রহৎ, বিস্তীর্ণ, বিক্রমযুক্ত ও বলবানু ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্জিত করিবে। হে বিষ্ণু! হে ইন্দ্র! তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে স্তোম প্রদান করিয়াছি, তোমরা যুদ্ধে আমাদিগের অন্ন বর্জিত কর।

৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে ব্ধটকার করিয়াছি, অতএব হে শিপিবিন্দ! আমার সেই হব্য সেবা কর, আমাদেব স্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্জিত করুক, তোমরা সর্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১০০ সূক্ত।

বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি বহুলোকের কীৰ্ত্তনীয় বিষ্ণুকে (হব্য) দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন (সেই) মর্ত্য্য ধন ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র প্রাপ্ত হন।

২। হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু! সর্বজনের হিতকর দোষরহিত অনুগ্রহ আমাদিগকে প্রদান কর। যাহাতে সুপ্রাপ্ত, প্রচুর অশ্ববান্ বহুলোকে প্রীতিকর ধন লাভ করা যায়, তাহা কর।

(২) সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর “ময়ূখ” অর্থ ক্রিয়ণ। কিন্তু সায়ণ বিষ্ণুর পৌরাণিক অর্থ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলেন ময়ূখ শব্দের অর্থ পরিত।

✓ ৩। এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট। পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পাদক্ষেপ করেন। রুদ্ধ হইতে রুদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন, প্ররুদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত(১)।

৪। এই বিষ্ণু এই পৃথিবীকে নিবাসার্থ মনুষ্যকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুর স্তোতাগণ নিশ্চল হন। সূক্তা বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাস স্থান নির্মাণ করিয়াছেন।

৫। হে শিপিবিস্ট! অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীৰ্ত্তন করিব। তুমি প্ররুদ্ধ, আমি অরুদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর।

শিপিবিস্ট - ১ -

✓ ৬। হে বিষ্ণু! “আমি শিপিবিস্ট” এই যে নাম বলিতেছি, ইহা প্রথাপন করা কি তোমার উচিত, তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ, আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুকায়িত করিও না(২)।

৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বধট্কার করিতেছি, অতএব হে শিপিবিস্ট! আমার সেই হব্য সেবা কর, আমার স্তুতি ও বাক্য তোমাকে বর্জিত করুক। তোমরা সর্বদা আমাদের গকে স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

✓ + (১) অর্থাৎ সূর্য্যরূপ বিষ্ণুরূপ কিরণময়।

(২) পূর্ব্বকালে বিষ্ণু আপনার রূপ পরিভ্যাগ করিয়া অন্যরূপ ধারণ করতঃ সংগ্রামে বসিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া এই ঋকের দ্বারা স্তব করিতেছেন। লায়ণ। কিন্তু এই উপাখ্যানটী বোধ হয় এই ঋক হইতেই উৎপন্ন। নিরুক্তকারের মতে বিষ্ণুর দুই নাম আছে, শিপিবিস্ট ও বিষ্ণু। উপমন্যু বলেন যে শিপিবিস্ট নামটী কুৎসিতার্থ নাম। কেহ বলেন প্রশংসার্থ এই নামটী ব্যবহার হইতে পারে। এই জন্য লায়ণ এই দুই প্রকার অর্থই দিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

১০১ সূক্ত।

পৰ্জ্জন্য দেবতা। অগ্নিপূজা কুমার অথবা বসিষ্ঠ ঋষি।

(শৌনক বলেন যে উপবাস করিয়া জল মধ্যে অবগাহন করতঃ এই সূক্ত ও ইহার পরবর্তী সূক্ত জপ করিলে পঞ্চ রাত্রের পর নিশ্চয়ই বৃষ্টি লাভ করা যায়)।

১। অত্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য(১) উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ কর। তিনিও(২) সহবাসী (বৈদ্যুতায়ি) প্রাচুর্যভূত করতঃ এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করতঃ সদা উৎপন্ন হইয়া রুমভের ন্যায় শব্দ করিতেছেন।

২। বিনি ওষধিসমূহের ও জলের বৃদ্ধিকর, যে দেবতা সমস্ত জগতের ইশ্বর, তিনি তিন প্রকার ভূমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করন এবং আমাদিগকে তিন প্রকারে বর্তমান(৩) সুগতিবিশিষ্ট জ্যোতিঃ প্রদান করন।

৩। (ইহার) একরূপ নিরুক্তপ্রসবাগাভী, অপর রূপ (জল) প্রসব করে। ইনি ইচ্ছানুসারে আপন শরীর নির্মাণ করেন। মাতা পিতার নিকটে(৪) পয়ঃ গ্রহণ করেন, তাহাতে পিতা ও পুত্র উভয়েই বর্দ্ধিত হয়।

৪। সমস্ত ভুবন যাঁহাতে অবস্থিত, যাঁহাতে ত্র্যলোক প্রভৃতি (লোক) ত্রয় (অবস্থিত), যাঁহা হইতে আপ সকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়(৫),

(১) অত্রভাগে জ্যোতিঃ অথবা ওঁঙ্কারবিশিষ্ট তিন প্রকার অর্থাৎ সাম, যজু, ও ঋকরূপ বাক্য। অথবা বিদ্যুৎ প্রমুখ যে রুদ্র, বিলম্বিত এবং মধ্যম এই তিন প্রকারের মেঘধনি। সাংগ।

(২) অর্থাৎ পৰ্জ্জন্যদেব। সাংগ।

(৩) তিন ঋতুতে বর্তমান; আদিভ্যের জ্যোতিঃ বসন্তকালে প্রাতে, গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে এবং শরৎকালে অপরাহ্নে প্রকাশ পায়। সাংগ।

(৪) পিতা ত্র্যলোক, মাতা পৃথিবী, পুত্র পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ। সাংগ।

(৫) প্রাণী, প্রতীণী ও অবাণী। সাংগ।

উপসেচনকর তিন প্রকার মেঘ(৬), যে মহান (পর্জন্মের) চারিদিকে মধুদক বর্ষণ করেন।

৫। স্বায়ত্তদীপ্তিবিশিষ্ট পর্জন্মের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিতেছি। তিনি উহা গ্রহণ করুন। উহা তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হউক। আমাদিগের অন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হউক। পর্জন্ম যাঁহাদিগের রক্ষক, সেই ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হউক।

৬। সেই পর্জন্ম রুষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি রেতঃ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁহাতেই (বাস করে)। তৎপ্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য(৭) আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্বদা আমাদিগকে অস্তিত্বদ্বারা পালন কর।

১০২ সূক্ত।

পর্জন্ম দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্মদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন।

২। যে পর্জন্মদেব ওষধিসমূহের, গৌসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন।

৩। তাঁহারই উদ্দেশে (দেবগণের আর্ঘ্যভূত (অগ্নিতে) অতিশয় রসবান হব্য হোম কর। তিনি আমাদের উদ্দেশে অন্ন নিশ্চিত করিয়া দেন।

(৬) প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও উদীয়।

(৭) মনুষ্য পরমায়ুর লীমা শতবৎসর।

১০৩ সূক্ত।

মণ্ডুকদেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

রুটিকাম ব্যক্তি এইসূক্ত জপ করেন। নিরুক্তকার বলেন যে বসিষ্ঠ রুটিকাম হইয়া পর্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডুক সকল তাঁহার অনুমোদন করে। তজ্জন্য তিনি মণ্ডুকগণকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

১। সম্বৎসর ব্রতচারী স্তোত্রাদিগের ন্যায়(১) (সম্বৎসর) শয়ান থাকিয়া মণ্ডুকগণ পর্জন্যের শ্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

২। শুকচর্মের ন্যায়, সরোবরে শয়ান মণ্ডুকগণের নিকট স্বর্গীয় জল যখন আগমন করে, তখন বৎসযুক্ত ধেমুর শব্দের ন্যায়(২) মণ্ডুকগণের শব্দ সম্ভব হয়।

৩। বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জন্য যখন কামনাবানু ও তৃষ্ণার্ভ মণ্ডুকগণকে জলদ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখঞ্চল শব্দ করতঃ পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এক মণ্ডুক অন্যের নিকট গমন করে।

৪। জল পড়িলে পর যখন মণ্ডুকদ্বয় হৃষ্ট হয়; যখন পর্জন্যকর্তৃক সিক্ত হইয়া অত্যন্ত লক্ষ্য প্রদান করত ধূম্রবর্ণ মণ্ডুক হরিবর্ণ মণ্ডুকের সহিত একত্রে শব্দ করে, তখন এক মণ্ডুক অন্যকে অনুগ্রহ করে।

৫। শিষ্য গুরুর ন্যায় যখন এই মণ্ডুক সকলের মধ্যে একটী অন্যের বাক্য অনুকরণ করে; যখন হে মণ্ডুকগণ! তোমরা সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হইয়া জলের উপর লক্ষ্য প্রদান করতঃ শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্জন্যদ্বারা শরীর সমৃদ্ধ হয়।

৬। ইহাদের একের শব্দ গৌরব ন্যায়, অপরের শব্দ ছাগলের ন্যায়, একটী ধূম্রবর্ণ, অপরটী হরিবর্ণ। সকলেরই এক নাম অথচ রূপ বিবিধ প্রকার, ইহারা নানাদেশে শব্দ করতঃ প্রীতভূত হয়।

(১) “মূলে ব্রাহ্মণঃ” আছে। অর্থ “ব্রহ্ম” বা স্তোত্র উচ্চারণকারী। তাহা-
দিগের স্তোত্র উচ্চারণের সহিত তেজদিগের রবের তুলনা হইতেছে।

(২) বৎস পাঁছিলে ধেমুগণ যে রব করে, রুটি আগমনে তেজদিগের রব তাহার
সহিত তুলনা করা হইতেছে। ইহার পরের ঋকভূমিতেও তেজদিগের শব্দ লব্ধে
অন্যান্য উপমা আছে।

৭। হে মণ্ডুকগণ! অতিরাত্রনামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ (সরোবরের) চতুর্দিকে শব্দ করতঃ যেদিন প্রারূঢ় সঞ্চার হইল, সেই দিন চতুর্দিকে অবস্থিতি কর ।

৮। সোমযুক্ত সাম্বৎসরিক স্তুতিকারী স্তোতাগণের ন্যায়(৩) এই (মণ্ডুকগণ) শব্দ করিতেছে ; প্রবর্গচারী অধ্বর্যাগণের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, ক্লান্তিযুক্ত কোন কোন মণ্ডুক সম্প্রতি ব্রহ্মীতে আবির্ভূত হইতেছে ।

৯। নেতা মণ্ডুকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহারা দ্বাদশ (মাসের) ঋতুগণকে হিংসা করে না । সম্বৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, ঐশ্বাহু তাপপীড়িত মণ্ডুকগণ গর্ভ হইতে বিমুক্তি লাভ করে ।

১০। ধেমুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদিগকে ধন দান করুক, অজবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদিগকে ধন দান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডুক আমাদিগকে ধন দান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডুক আমাদিগকে ধন দান করুক । সহস্র (৬৪খি) প্রাসবকারী (বর্ষা ঋতুতে) মণ্ডুকগণ অপরিমিত গো প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধিত করুন ।

১০৪ সূক্ত ।

নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশের সোম দেবতা ; একাদশের দেব দেবতা ; অষ্টম ও ষোড়শের ইন্দ্র দেবতা ; সপ্তমের গ্রাবা দেবতা ; অষ্টমের মরুৎ দেবতা ; দশম ও চতুর্দশের অগ্নি দেবতা, প্রবত্তর ইত্যাদি পাঁচটির ইন্দ্র দেবতা ; ত্রয়োবিংশের পুরাক্ষি বলিষ্ঠের প্রার্থনা, অপরাঙ্কের পৃথিবী ও অন্তরীক দেবতা ; অবশিষ্টের দেবতা রক্ষোবিনাশক ইন্দ্র ও সোম । বলিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা রাক্ষসগণকে সন্তাপ প্রদান কর ও হিংসা কর । হে কামবর্ষাধ্বয়! তোমরা অন্ধকারদ্বারা বর্দ্ধমান রাক্ষসদিগকে

(৩) ব্রাহ্মণ শব্দে অর্থ স্তোতা, ব্রাহ্মণ জাতি নহে, তাহা এই ঋকে স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে । যুলে “ব্রহ্ম রূপং ব্রাহ্মণাসঃ” আছে । অর্থ “স্তুতিকারী স্তোতাগণ ।” ব্রাহ্মণ নামে একটি ত্রিম “জাতি” তখন সৃষ্ট হয় নাই ।

নীচ করিয়া দেও। জ্ঞানরহিত রাক্ষসদিগকে পরাভূত করিয়া হিংসা কর, দধী কর, মারিয়া ফেল, দূর করিয়া দেও। ভক্ষক রাক্ষসগণকে ক্ৰশ করিয়া ফেল।

২। হে ইন্দ্র ও সোম! অনর্থবাদী, আক্রমণকারী রাক্ষসকে একে-বারেই অভিভব কর, তাপপ্রাপ্ত (রাক্ষস) অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত চকর ন্যায় বিনুগ্ন হউক। ব্রহ্মদেবী ক্রব্যাদ ঘোরদর্শন ক্রুরবুদ্ধির প্রতি যাহাতে নিরন্তর দ্বেষ থাকে তাহা কর।

৩। হে ইন্দ্র ও সোম! দুষ্কর্মকারীকে আবরণ কর, মধ্যস্থলে অবলম্বন-রহিত অন্ধকার মধ্যে ফেলিয়া তাড়না কর, যে ইহাদের মধ্যে একজনও উহার মধ্য হইতে পুনরায় উদ্ধাত হইতে না পারে। তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ ক্রোধবিশিষ্ট বল অভিভবার্থ সমর্থ হউক।

৪। হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরীক্ষ হইতে বধ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। অনর্থ উৎপাদকের জন্য পৃথিবী হইতে নাশ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। মেঘ হইতে উপতাপপ্রদ (অশনি) উৎপাদন কর, যদ্বারা প্রহরক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছে।

৫। হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরীক্ষ হইতে চারিদিকে আয়ুধসমূহ প্রেরণ কর। তোমরা অগ্নিদ্বারা সমুগ্ধ, তাপপ্রদ, প্রহারযুক্ত, জরারহিত। প্রস্তুত বিকারভূত অন্ত্রদ্বারা রাক্ষসগণকে পার্শ্বস্থানে বিদ্ধ কর। তাহারা নিঃশব্দে নির্গত হউক।

৬। হে ইন্দ্র ও সোম! কক্ষ বন্ধনরজ্জু যেমন অশ্বকে বেঁধেন করে, সেইরূপ এইমনোহর স্তুতি তোমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। তোমরা বলবান্; আমরা মেধা বলে এই স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি। নৃপতির ন্যায় তোমরা এই স্তোত্র সকলকে ফলযুক্ত কর।

৭। হে ইন্দ্র ও সোম! ত্বরমান্ অশ্বের সাহায্যে অভিগমন কর। হ্রোহশীল ভঞ্জনকারী রাক্ষসদিগকে নিধন কর। পাপকারী রাক্ষসের যেন সুখ না হয়। কারণ সে হ্রোহযুক্ত হইয়া আমাদের কাছে কখন না কখন ইহন করিতে পারে।

৮ । আমি শুদ্ধমনে (ব্রত) আচরণ করি। যে অনৃত বাক্যদ্বারা আমার অপবাদ দেয়, হে ইন্দ্র! মুক্তিতে গৃহীত জলের ন্যায় সেই অসত্যবাদী অস্তিত্ব শূন্য হউক ।

৯ । আমি পরিপক্ববাক্যযুক্ত, যাহারা আপনার স্বার্থের জন্য আমার পরিবাদ করে, আমি কলাগরুড়ি, যাহারা বলযুক্ত হইয়া আমার দোষ দেয়, সোম তাহাদিগকে সর্পের উপর পাত্তিত কখন, অথবা নিখতির উৎসঙ্গে অর্পণ কখন ।

১০ । হে অগ্নি! যে আমাদের অন্নের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, যে অশ্বগণের, গোসকলের ও সম্ভানগণের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, শক্র, চোর ও ধনাপহারী সেই ব্যক্তি হিংসাপ্রাপ্ত হউক, সে আপনার শরীর ও তনয়ের সহিত নিহত হউক ।

১১ । সে তনু ও তনয় হইতে বিযুক্ত হউক, ব্যাণ্ড তিন পৃথিবীর অধোদেশে গমন করুক, যে দিন ও রাত্রি আমরাদিককে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, হে দেবগণ! তাহার যশঃ পরিশুদ্ধ হউক ।

১২ । বিদ্বানগণের বিদিত হউক, যে সত্য এবং অসত্যরূপ বাক্যদ্বয় পরস্পর স্পর্শ করে; তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য এবং যাহা ঋজুতম সোম তাহাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন(১) ।

১৩ । সোমদেব পাপকারীকে প্রবর্তিত করেন না; বলযুক্ত, মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্তিত করেন না । তিনি রাক্ষসকে হনন করেন, অনত্যবাদীকে হনন করেন, তাহারা (হত হইয়া) ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে ।

১৪ । যদিও আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ, অথবা যদিও আমি রুধা দেবগণের নিকট গমন করি, তাহা হইলেও হে জাতবেদা অগ্নি! কি জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছ? মিথ্যাবাদীগণ তোমার হিংসা বিশেষরূপে লাভ করুক ।

(১) এই ঋকসমূহের দ্বারা ঋষি রাক্ষসদিগের সহিত শপথ করিতেছেন । কেহ কেহ বলেন রাক্ষস বলিষ্ঠের পুত্র শতকে বিশাশ করিয়া, অগ্নি বসিষ্ঠ এই বলিয়া বসিষ্ঠকে আক্রমণ করে, তখন বসিষ্ঠ এই সকল ঋক উচ্চারণ করিয়াছিলেন ।

১৫ । যদি আমি জাতুধান হই, অথবা যদি পুরুষের আয়ুঃ নাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেম এখনই মরিয়া যাই, অথবা যে আমাকে রথ্য রাক্ষস বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, সেই তোমার যেন দশ বীরপুত্র নষ্ট হয় ।

১৬ । আমি রাক্ষস, যে আমাকে জাতুধান এই সম্বোধন করিতেছে এবং যে রাক্ষস, আমি শুচি, এই কথা বলিতেছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তুর অধম হইয়া পতিত হউক ।

১৭ । যে রাক্ষসী রাত্রি কালে দ্রোহযুক্ত হইয়া উলূকীর ন্যায় তাপনার শরীর লুক্কায়িত করতঃ গমন করে, সে অবায়ুখ হইয়া অনন্তগর্ভে পতিত হউক । প্রস্তর সকল অভিষবণ শব্দদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করুক ।

১৮ । হে মকংগণ! তোমরা প্রজাদের মধ্যে বিবিধ প্রকারে বাস কর । যাহারা পক্ষী হইয়া রাত্রিতে আগমন করে, অথবা যাহারা দৌণ্ড যজ্ঞে হিংসা ধারণ করে, সেই রাক্ষসদিগকে ইচ্ছা কর, গ্রহণ কর ও চূর্ণ কর ।

১৯ । হে ইন্দ্র ! অন্তরীক্ষ হইতে অশনি প্রবর্তিত কর, হে মঘবা ! সোমদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত যজমানকে সংস্কৃত কর, পর্যবুক্ত (বজ্রদ্বারা) পূর্বদিক্ হইতে, পশ্চিম দিক্ হইতে, দক্ষিণ দিক্ হইতে ও উত্তর দিক্ হইতে রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর ।

২০ । ইহার কুক্কুরের দ্বারা হিংসা করতঃ আগমন করে । যাহারা জিঘাংসু হইয়া অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, সেই কপটগণকে হিংসা করিবার জন্য ইন্দ্র অশনি তীক্ষ্ণ করিতেছেন । তিনি শীঘ্র জাতুধানদিগের উদ্দেশে অশনি নিক্ষেপ করুন ।

২১ । ইন্দ্র হিংসকদিগের পরাশর(২), পরশু যে রূপ বন (ছেদ করে), (মৃদংগর) পাত্রমৃদুকে যে রূপ ভেদ করে, ইন্দ্র সেই রূপ হব্য মন্থনকারী ও অভিযুখে আগমনকারীর জন্য রাক্ষস সকল বিনাশ করতঃ আগমন করিতেছেন ।

২২। হে ইন্দ্র ! যাহারা উলুক্রূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর; যাহারা ক্ষুদ্র উলুক্রূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর। যাহারা কুস্কুররূপে, যাহারা চক্রবাকরূপে, যাহারা শোনপক্ষীরূপে, যাহারা গৃধ্ররূপে বিনাশ করে, পাষাণের ন্যায় (বজ্রের দ্বারা) সেই সকল রাক্ষসকে দারিদ্র্য ফেল।

২৩। রাক্ষস আমাদিগকে যেন না ব্যাপ্ত করিতে পারে, যজ্ঞদান্যী রাক্ষসগণের মিথুন সকল অপগত হউক। এই রাক্ষসেরা “একি একি” বলিয়া বেড়ায়। পৃথিবী আমাদিগকে অন্তরীক্ষভব পাণ হইতে রক্ষা করুন, অন্তরীক্ষ আমাদের স্বর্গীয় পাণ হইতে রক্ষা করুন।

২৪। হে ইন্দ্র ! রাক্ষসপুরুষকে বিনাশ কর এবং যে রাক্ষসী স্ত্রী বধূনা দ্বারা হিংসা করে, তাহাকেও বিনাশ কর। আঘাত করাই যে সকল রাক্ষসের ক্রীড়া, তাহারা ছিন্নগ্রীব হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। তাহারা যেন উদরশীল সূর্য্যকে দেখিতে না পায়।

২৫। হে নোম ! তুমি ও ইন্দ্র তোমরা প্রত্যেকে দর্শন কর, বিবিধ প্রকারে দর্শন কর, জাগরিত হও, জাতুধান রাক্ষসদিগের উদ্দেশে অশনিরূপ আয়ুধ রূপ কর(৩)।

(৩) এই সূক্তটি পাঠ করিলে বোধ হয়, এক্ষণে লোকে যে রূপ “ভূতের” ভয় করে, তৎকালে সেইরূপ রাক্ষস ও জাতুধানের ভয় করিত। তাহারা রাত্রিতে দেহ লুক্কায়িত করিয়া গমন করে ও লোককে নানা রূপে হিংসা করে।

অষ্টম মণ্ডল ।

১ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । কথগোত্র মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি ঋষি; আদি ঋকদ্বয়ের ঘোরের-
পুত্র ঋষি; পরে ভ্রাতা কথের পুত্রতা প্রাপ্ত প্রগাথনামে ঋষি; ত্রিংশ হইতে
চারিটি ঋকের ঋষি অসঙ্গনামে রাজপুত্র; চতুত্রিংশ ঋকের ঋষি অসঙ্গের । -
ভার্য্যা অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী

১। হে সখা সকল! তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করিও না,
হিংসিতা হইও না, সোম অভিষূত হইলে অভীষ্টবর্ষা ইন্দ্রকে একত্র হইয়া
স্তব কর এবং মুহু' মুহু' উক্ত সকল উচ্চারণ কর ।

২। রূষভের ন্যায় শক্রদিগের হিংসাকারী ও জরারহিত ও রূষভের
ন্যায় মনুষ্যদিগের পরাভবকারী ও শক্রদিগের বিদ্রোহী ও স্তোত্রগণের
সম্ভজনীয় এবং উভয় প্রকার ধনবিশিষ্ট দাতৃত্ব ইন্দ্রকেই স্তব কর ।

৩। হে ইন্দ্র! এই জনগণ যদিও রক্ষার্থে পৃথক্ পৃথক্ তোমায় স্তব
করিতেছে, তথাপি আমাদের এই স্তোত্রই সর্বকালেই তোমার বর্দ্ধক হউক ।

৪। হে মঘবানু ইন্দ্র! তোমার পণ্ডিত স্তোতাগণ শক্রগণের কল্প
উৎপাদন করতঃ সর্বদা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের নিকট
আগমন কর, তৃপ্তির জন্য বহুরূপবিশিষ্ট নিকটস্থিত অন্ন আমাদের
প্রদান কর ।

৫। হে বজ্রবানু ইন্দ্র! তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করি না। হে
বজ্রহস্ত! সহস্রসংখ্যক ও অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও করি না এবং হে
বহুধন! অপরিমিতধনের জন্যও করি না ।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমার পিতা হইতেও অধিক ধনবানু, অপালন-
কারী ভ্রাতা হইতেও অধিক ধনবানু । হে বহু! আমার মাতা ও তুমি
সমান হইয়া আমার ব্যাণ্ডিবিশিষ্ট ধনলাভার্থ পুজিত কর ।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি কোথায় গিয়াছ, কোথায় আছ, তোমার মন নানা দিকে । হে যুদ্ধকুশল, যুদ্ধকারী পুরন্দর ! আগমন কর, গায়ত্রীগণ তোমার স্তব করিতেছেন ।

৮। এই ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্র গান কর, পুরন্দর ইন্দ্র সকলের সংভজনীয়, যে ঋক্সমৃহদ্ধারা কণ্ঠপুস্ত্রের বজ্রযুক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন এবং যাহাদের দ্বারা পুরী ভেদ করিয়াছিলেন, সেই ঋকে গায়ত্র গান কর ।

৯। হে ইন্দ্র ! তোমার যে দশযোজনগামী শতসংখ্যক ও সহস্র-সংখ্যক অশ্ব আছে, তাহারা সেচনসমর্থ ও শীঘ্রগামী । সেই অশ্বের সাহায্যে শীঘ্র আগমন কর ।

১০। অদ্য দুক্ষদায়িনী, প্রসংশনীয় বেগযুক্তা, সুখে দোহন সমর্থ। ধেনুর স্তব করি, এতদ্বির বহুধারায়ুক্ত, বাঞ্ছনীয়, রক্তিরূপ পর্য্যাপ্তকারী ইন্দ্রকে স্তব করি(১) ।

১১। সূর্য্য যখন এতশকে পীড়া দিয়াছিলেন, তখন বক্রগামী ও বায়ু-সদৃশগমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জুনপুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করিয়াছিল । শতক্রতু গন্ধর্ব্ব(২)ও অহিংসিত সূর্য্যকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন ।

১২। যে ইন্দ্র সন্ধান দ্রব্য ব্যতিরেকেই গ্রীবা হইতে কধির নিঃসরণের পূর্বেই সন্ধির সংযোজনা করেন, ক্ষমবান্, বহুধন সেই ইন্দ্র বিচ্ছিন্নকে পুনঃ সংস্কার করিয়া দেন ।

১৩। হে ইন্দ্র ! তোমার অমুগ্রহে আমরা যেন নীচ না হই, যেন দুঃখী না হই, আরও প্রকৌণ বলের ন্যায় (আমরা যেন পুস্ত্রপৌত্রাদিবিকৃত না হই) । হে বক্রবান্ ইন্দ্র ! অন্যে আমাদের দক্ষ করিতে পারে না, গৃহে নিবাস করতঃ আমরা তোমার স্তব করিব ।

(১) এই ঋকে ইন্দ্রকে ধেনু ও রক্তিরূপে স্তব করা হইতেছে ।

(২) “গন্ধর্ব্ব” শব্দে গবাম্ রক্ষ্মীনঃ ধস্তারঃ । সারণ ।

১৪। হে বরুহণ! সত্ত্ব ও উগ্রতাশূন্য হইয়া আমরা ধীরে ধীরে তোমার স্তব করিব। হে শূর! তোমার জন্য একবার প্রভূত ধনের সহিত সুন্দর স্তোত্র অমুমোদন করিব।

১৫। ইন্দ্র যদি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তখনই যেন আমাদের সোম সকল তাঁহাকে হর্ষিত করিতে পারে, উহার। তির্ঘাকৃভাবে অবস্থিত পবিত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে ও বসন্তীবরী প্রভৃতি জলের-দ্বারা বর্দ্ধমান, অতএব শীঘ্র মদজনক হইয়াছে।

১৬। হে ইন্দ্র! তোমার সেবাকারী স্তোত্রার সংমিলিত স্তুতির অভি-
মুখে অদ্য শীঘ্র আগমন কর; অন্য ইবিষ্মানুদিগের স্তোত্র তোমার নিকট গমন করুক; অধুনা আমিও তোমার স্তুতি কামনা করি।

১৭। তোমরা প্রস্তরদ্বারা সোম অভিষব কর, ইহাকে জলে ধোত কর। গোচর্মের ন্যায় মেঘের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া মকংগণ নদী-
গণের জন্য জল দোহন করিতেছেন।

১৮। হে ইন্দ্র! পৃথিবী হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, অথবা রহৎ দীপ্ত-
প্রদেশ হইতে আগমন করতঃ আমার এই বিস্তৃত স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত হও।
হে স্ক্রজতু! আমাদের উৎপন্ন লোক সকলকে অভিলষিত ফলে পূর্ণ কর।

১৯। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্বাংগে মদকর বরণীয় সোম অভি-
ষব কর। শত্রু সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রীতি উৎপাদক অস্বাভিলাষী যজ্ঞমানকে
বর্দ্ধিত করেন।

২০। হে ইন্দ্র! সবনসমূহে সোম স্রাবণ ও স্তুতিযুক্ত হইয়া সর্বদা
প্রার্থনা করতঃ আমি যেন তোমাকে কুপিত না করি। তুমি তর্জী ও
সিংহের ন্যায় (ভয়ঙ্কর), কে তোমার নিকট যাক্রা না করে।

২১। উগ্রবলযুক্ত ইন্দ্র, মদোৎপাদক স্তোত্রাদ্বারা প্রেরিত মদকর
সোম পান করুন। তিনি সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে, আমাদেরিগকে
শত্রুগণের জেতা ও তাহাদের গর্ভ খর্বকারী পুত্র প্রদান করেন।

২২। ইন্দ্রদের সুখোৎপাদক যজ্ঞে হব্যদারী (যজ্ঞমানের) উদ্দেশে
বহুবরণীয় ধন দান করেন। তিনিই সোমাবিষবকারী ও স্তোত্রকারীকে

ধন প্রদান করেন। তিনি সৰ্বকাৰ্য্যে উদ্যোগী ও স্তোতাগণের প্রশংসনীয়।

২৩। হে ইন্দ্র! আগমন কর, হে দেব! তুমি বিচিত্র ধনদ্বারা ক্ষুণ্ণ হও, একত্র পীত সোমদ্বারা তোমার বিস্তীর্ণ বৃদ্ধ উদর সরোবরের ন্যায় পূর্ণ কর।

২৪। হে ইন্দ্র! শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্য রথে সোমপানার্থ ইন্দ্রকে বহন করুক। উহারা প্রভুযুক্ত ও কেশরযুক্ত।

২৫। শ্বেতপৃষ্ঠ, ময়ূরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে মধুর স্তুতি-যোগ্য সোম পানার্থে হিরণ্য রথে বহন করুন।

২৬। হে স্তুতিযোগ্য! শীঘ্র এই অভিবৃত্ত সোম প্রথম সোম-পায়ীর ন্যায়(৩) পান কর; ইহা পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এই আসব মদকর ও চর, ইহা মত্ততার জন্য সম্পন্ন হয়।

২৭। যে ইন্দ্র একাকী আপন কর্মদ্বারা সকলকে পরাভব করেন, যিনি কর্মদ্বারা মহান্, উগ্র এবং শিরদ্বাগবিশিষ্ট, সেই ইন্দ্র আগমন করুন। তিন যেন পৃথক না হন। আমাদের স্তোত্রাভিযুগে আগমন করুন। তিনি যেন আমাদের ভ্যাগ না করেন।

২৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্কের সম্ভরণশীল নিবাসস্থান বজ্রের দ্বারা সংচূর্ণ করিয়াছিলে, তুমি দুই প্রকারের (স্তোত্র ও যজ্ঞের) দ্বারা আশ্বান-যোগ্য, তুমি দীপ্তিমান হইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলে।

২৯। সূর্য্য উদিত হইলে, তুমি আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্তিত কর। দিবসের অবসান হইলে আমার স্তোত্র আবর্তিত কর। শরীরী সময়েও আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর।

৩০। হে মেঘাভিধি! পুনঃ পুনঃ আমাকে স্তব কর, আমাকে প্রশংসা কর, আমরা ধনবানদিগের মধ্যে তোমার প্রতি সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক

ধনদাতা। আমার বীৰ্য্যে অন্যের অশ্ব নির্মিত হয়, আমার পথ উৎকৃষ্ট, আয়ুধ উৎকৃষ্ট।

৩১। আমি অশ্বায়ুক্ত হইয়া আহাঁরান্তে অশ্বদিগকে তোমার স্বথে যোজনা করিয়াছিলাম। আমি মনোহর ধন (দান করিতে জানি) আমি যদুবংশোৎপন্ন(৪) ও পশুমান্।

৩২। যিনি গমশীল ধন হিরণ্য চন্দ্রাস্তরণের সহিত আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি শকারমান্ রথযুক্ত হইয়া (শত্রুদিগের) সমস্ত ধন অভিভব করুন।

৩৩। হে অগ্নি! পুরোহিতপুত্র আসজ দশ সহস্র (গাভী দানের) দ্বারা দাতাগণকে অতিক্রম করিয়া দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই সেচনসমর্থ ও দীপ্যমান্ (পশু সকল) সরোবর হইতে নলের ন্যায় নির্গত হইয়াছিল।

৩৪। ইহার সম্মুখভাগে স্থূল দেখা যাইতেছে, উহা অগ্নিরহিত, বিস্তীর্ণ এবং নিম্নমুখে লম্বমান। শব্দভীনাগ্নী নারী উহা দেখিয়া বলিলেন(৫), আৰ্য্য! উত্তম ভোগসাধন বস্তু ধারণ করিতেছ।

২ হুক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কথগোব্রীয মেধাতিথি ও অন্ধিরাগোত্র প্রিয়মেধ ঋষি।

১। হে বসু ইন্দ্র! এই অভিবৃত্ত সোম পান কর, উদর পূর্ণ হউক, হে অকুতোভয় ইন্দ্র! তোমাকে দান করিব।

২। নেতাগণদ্বারা ধৌত, বস্ত্রদ্বারা অভিবৃত্ত ও মেঘলোমে পরিণূত সোম, নদীতে স্নাত অশ্বের ন্যায় (শোভা পাইতেছে)।

(৪) স্থলে “বাহঃ” আছে।

(৫) পুরোহিত নামক রাজারপুত্র অসজ্জ পাণপ্রসূ হইয়া স্ত্রী হইয়া বাম, পর মেধাতিথির প্রভাবে পুরুষ লভ করেন। সায়ণ। অন্ধিরাগোত্র কন্যে শব্দভী নামক ঋষি। সেই শব্দভী এই ঋকের বক্তা এবং ঋষি।

৩। হে ইন্দ্র ! যবের ন্যায় উক্ত সোম তোমার জন্য গব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আশ্বাদযুক্ত করিয়াছিলাম। অতএব হে ইন্দ্র ! এই একত্র পাল স্থলে আগমন কর।

৪। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রই কেবল সমস্ত সোমপান করিতে পারেন। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রই সর্ব প্রকার অন্নযুক্ত।

৫। যে দূরব্যাপী সূক্ষ্ম ইন্দ্রকে দীপ্ত সোম অগ্নীত করে না, দুর্লভ মিশ্রণ দ্রব্যবিশিষ্ট সোম বাঁহাকে অগ্নীত করে না, তৃপ্তিকর চক পুরোডাশাদি বাঁহাকে অগ্নীত করে না, (আমরা সেই ইন্দ্রকে স্তব করি)।

৬। ব্যাধ যুগকে যেরূপ অন্বেষণ করে, সেইরূপ অন্য যে লোক গব্য (সংস্কৃত সোমদ্বারা ইন্দ্রকে) অন্বেষণ করে ও বাক্যদ্বারা কুৎসিতরূপে তাঁহার নিকট গমন করে; (তাহারা তাঁহাকে পায় না)।

৭। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রদেবের তিন প্রকার সোম যজ্ঞগৃহে অভিষুত হউক।

৮। একমাত্র ঋত্বিকগণের ভরণীয় যজ্ঞে তিনটী কোশ সোম স্রবণ করিতেছে; তিনটী চমস পূর্ণ হইয়াছে।

৯। হে সোম ! তুমি শুচি এবং বহুপাত্রে অবস্থিত এবং মধ্যে ক্লীর-দ্বারা ও দধিদ্বারা মিশ্রিত। তুমি বীর ইন্দ্রকে সর্বাংগে অধিক প্রমত্ত কর।

১০। হে ইন্দ্র ! তোমার এই সোম সকল তীত্র, আমাদের অভিষুত ও দীপ্ত মিশ্রণ দ্রব্য তোমার আকাজক্ষা করিতেছে।

১১। হে ইন্দ্র ! উক্ত সোম সকলে মিশ্রণ দ্রব্য মিশ্রিত কর। পুরোডাশ ও এই সোমকে মিশ্রিত কর; যে হেতু তোমাকে ধনবান্ বলিয়া শুনিতে পাই।

১২। সুরা পীত হইলে, কুৎসিত মত্ততা সুরাপায়ীকে প্রমত্ত করিবার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করে, সেইরূপ হে ইন্দ্র ! পীতসোম সকল হৃদয় মধ্যে যুদ্ধ করে। (হৃদয়পূর্ণ) উষঃকে লোকে যেরূপ পালন করে, (তুমি সোমপূর্ণ), স্তোতাগণ সেইরূপ তোমার পালন করে।

১৩। হে হর্যশ্ব! তুমি ধনবান্, তোমার স্তোতা ধনবান্ হয়।
তোমার ন্যায় ধনবান্ প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভু হয়।

১৪। ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চাৰ্য্যমান্ উকথু জানিতে
পারেন, সম্প্রতি গায়ত্র গান করা হইতেছে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি বধকারী শক্রর হস্তে আমাকে পরিত্যাগ করিও
না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করিও না, হে শক্তিমান্ ইন্দ্র! তুমি স্বীয়
কৰ্ম্মবলে আমাদিগকে ধন দান কর।

১৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখা; তোমার ইচ্ছা করি; তোমার
স্তোত্রই আমাদের প্রয়োজন; আমরা তোমায় স্তব করি। কধগোত্রোৎ-
পন্নগণ উকথদ্বারা তোমায় স্তব করিতেছে।

১৭। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি কৰ্ম্মবান্, তোমায় নূতন যজ্ঞে আমি
অন্য স্তোত্র উচ্চারণ করি না, কেবল তোমার স্তোত্রই আমি জানি।

১৮। দেবগণ সোমভিববকারীকে সর্বদা ইচ্ছা করেন, তাহার স্বপ্না-
বস্থা ইচ্ছা করেন না। তাহার অনলস হইয়া অত্যন্ত মদকর সোম প্রাপ্ত
হন।

১৯। হে ইন্দ্র! অমের সহিত আমাদের অভিযুখে প্রকৃষ্টরূপে আগ-
মন কর। যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন
না, সেইরূপ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না।

২০। দুঃসহনীয় ইন্দ্র, অদ্য আমাদের সমীপে (আগমন ককন),
কুংসিত জামাতার ন্যায় যেন সন্ধ্যা না করেন।

২১। আমরা এই বীর ইন্দ্রের বহুধনদাত্রী কল্যাণী অমুগ্রহ বুদ্ধি
জানি। তিন (লাকে) প্রাত্তভূত ইন্দ্রের হৃদয় জানি।

২২। কণ্ণমান্ (ইন্দ্রের) উদ্দেশে শীত্ৰ (সোম) সেক কর, অতি বল-
সম্পন্ন এবং প্রভূত রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্রের অপেক্ষা অধিক যশস্বী ব্যক্তি
জানি না।

২৩। হে অভিভবকারী! তুমি বীর, শক্তিমান্ ও নরগণের হিতকর,
ইন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যরূপ সোম প্রদান কর, তিনি পান ককন।

২৪। যিনি সুখকর (স্তোতাগণকে) বিশেষরূপে জানেন, (সেই ইন্দ্র),
হোতাদিগকে ও স্তোতাগণকে বহু অশ্বযুক্ত ও গোযুক্ত অন্ন দান করুন।

২৫। হে অভিবৰ্ণকারীগণ! তোমরা মাদয়িতব্য, বীর ও শূর ইন্দ্রের
উদ্দেশে স্তুতিযোগ্য সোম দান কর।

২৬। সোমপানশীল, রুদ্রহস্তা ইন্দ্র আগমন করুন, আমাদের দূরবর্তী
যেন না হন। বহুবিধ রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র (শক্রগণকে) নিয়ত করুন।

২৭। স্তোত্রযুক্ত, সুখকর অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে স্তুতিদ্বারা বিস্তৃত এবং
সংভ্রজনারী সখা ইন্দ্রকে আনয়ন করুন।

২৮। হে শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, ঋষিযুক্ত, শক্তিমান্ ইন্দ্র! এই সোম স্বাহু,
তুমি আগমন কর। সোম সকল (মিশ্রণদ্রব্যে) মিশ্রিত হইয়াছে, আগমন
কর, তুমি হর্ষপ্রিয়, স্তোতা তোমার অভিমুখে (স্তুতি করিতেছে)।

২৯। হে ইন্দ্র! বর্দ্ধনশীল স্তোতাগণ ও (স্তুতিসমূহ) মহৎধন ও বল
লাভের জন্য তোমাকে বর্দ্ধিত করে।

৩০। হে স্তুতিদ্বারা বহনীয় ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তুতি ও উৎস
আছে, তাহা সমস্ত মিলিত হইয়াই তোমার বল বিধান করিতেছে।

৩১। ইন্দ্র বহুকর্মা, তিনি এক এবং বজ্রহস্ত, তিনি চিরকাল হইতে
শত্রুকর্তৃক অনভিভূত, তিনি স্তোতাকে বল প্রদান করেন।

৩২। ইন্দ্র দক্ষিণ হস্তদ্বারা রুদ্রকে হনন করিয়াছেন, তিনি অনেক
স্থানে অনেকবার আহুত, তিনি নানা প্রকার ক্রিয়াদ্বারা মহান।

৩৩। সমস্ত প্রজাগণ যে ইন্দ্রের অধীন, অচ্যুত বল ও অভিত্য যে
ইন্দ্রে বর্ত্তমান, সেই ইন্দ্র, যজমানগণের অনুমোদনকারী হউন।

৩৪। ইন্দ্র এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তিনি সর্বত্র বিস্তৃত, তিনি
হবিষ্যানুদিগের অন্নদাতা।

৩৫। প্রহরণশীল ইন্দ্র যে গমনশীল গবাভিলাষী (স্তোতাকে) অপক-
প্রাক্ত শক্র হস্ত হইতে রক্ষা করেন, সেই স্তোতাই প্রভু হইয়া বহুধন দান
করেন।

৩৬। মেধাবী ইন্দ্র অশ্বের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে গমন করেন। তিনি শূর। নেতা মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্ত বধ করেন। তিনি পরিচর্যাকার (যজমানের) রক্ষক এবং সত্যস্বরূপ।

৩৭। হে প্রিয়মেধা! সেই ইন্দ্রের প্রতি আসক্তমান যজ্ঞ কর। ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হইলে হৃষ্ট হন, সে হর্ষ নিষ্কল হয় না।

৩৮। হে কণ্ণগণ! তোমরা সাধু লোকের পালক, অশ্বাভিনাষী, বহু-দেশগামী, বেগবান্ ও গেষ্যবশঃ সম্পন্ন ইন্দ্রের স্তব কর।

৩৯। পদচিহ্ন না থাকিলেও সখা, সুকর্মা ইন্দ্র নেতা দেবগণকে গাভী-সকল পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবগণ ইন্দ্র হইতে অতিলাষিত পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৪০। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি মেঘরূপে অভিগমন করতঃ এই প্রকারে স্তুতিকারী কণ্ণপুত্র মেধ্যাতিথিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

৪১। হে বিভিস্ত্র(১); তুমি দাতা, তুমি আমাকে চারি অযুত ধন দান করিয়াছ, পরে অষ্ট সহস্র সংখ্যক দান করিয়াছ।

৪২। প্রসিদ্ধ, জলবর্দ্ধক, ভূতনির্মাতা স্তোতার প্রতি অমুগ্রহণীল, (দ্যাবাপৃথিবীকে) ধনোৎপত্তির জন্য স্তব করিয়াছি।

৩ বৃক্ক।

১৯, ২২, ২৩ ও ২৪ এই চারিটি ঋকের কুরুষানেরপুত্র পাক্ষ্যাম রাজার দানের স্তুতি করা হইয়াছে, অতএব উহাই দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।
কণ্ণগোক্তোৎপন্ন মেধ্যাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমাদের রসবান্, গব্যযুক্ত, অভিবৃত্ত সোম পান কর এবং তৃপ্ত হও। তুমি আমাদের সহিত মত্ত হইবার যোগ্য; তুমি বন্ধু হইয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হও। তোমার বুদ্ধি আমাদিগকে রক্ষা করুক।

(১) বিভিস্ত্র নামক রাজার নিকট বহুধন প্রাপ্ত হইয়া ঋষি তাঁহার স্তব করিতেছেন। সায়ণ।

২ । আমরা হবিষ্যাম্, আমরা তোমার অনুগ্রহলাভ করিব, শত্রুর জন্য আমাদেরকে হিংসা করিও না, আমাদেরকে বহুবিধ রক্ষা দ্বারা রক্ষা কর, আমাদেরকে সুখে নিয়ত কর ।

৩ । হে বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র ! আমার এই বাক্য তোমাকে বর্দ্ধিত করুক, অগ্নিভূলা তেজস্বী ও শুচি বিদ্বান্গণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে ।

৪ । ইনি সহস্র ঋষিগণের নিকট হইতে বল লাভ করিয়া বিস্তারিত হইয়াছেন ; ইহার অবিতত্ব, প্রসিদ্ধ মহিমা ও বল যজ্ঞে বিপ্রগণের রাজত্বে স্তুত হয় ।

৫ । আমরা যজ্ঞার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি । আমরা ভজমান্ হইয়া ধনলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ।

৬ । ইন্দ্র আপনার বলের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত করিয়াছেন, ইন্দ্র সূর্য্যকে দীপ্ত করিয়াছেন, সমস্ত ভুবন ইন্দ্রে নিয়মিত হইয়াছে । অভিবৃত সোম ইন্দ্রে অন্তর্ভূত হয় ।

৭ । হে ইন্দ্র ! প্রথম পানার্থে মনুষ্যগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করিতেছে, সমীচীন ঋতুগণ তোমাকেই সম্যক্ স্তব করিতেছেন । তুমি পুরাতন, কক্ষগণ তোমাকেই স্তব করিয়াছে ।

৮ । অভিবৃত সোমপানে (সর্বদেহ) ব্যাপী মত্ততা জন্মিলে ইন্দ্র এই যজ্ঞমানেরই বীৰ্য্য ও বল বর্দ্ধিত করেন ; মনুষ্যগণ অদ্য পূর্বকালের ন্যায় ইন্দ্রের সেই গুণ স্তব করিতেছে ।

৯ । হে ইন্দ্র ! তুমি উত্তম বীৰ্য্যবান্, আমি তোমার নিকট প্রথম লাভার্থ উৎকৃষ্ট অন্ন বাঞ্ছা করিতেছি । যাহাদ্বারা কর্ম্মশূন্য লোকের নিকট হইতে হিতকর ধন প্রদান করিয়াছ ও যাহাদ্বারা প্রমত্তকে রক্ষা করিয়াছ, (আমি তাহাই প্রার্থনা করি) ।

১০ । হে ইন্দ্র ! যে বলদ্বারা সমুদ্রের জন্য প্রভূত জল প্রেরণ করিয়াছ, তোমার সেই বল অভীষ্টফলপ্রদ । ইন্দ্রের সেই সেই মহিমা প্রাপ্তিযোগ্য নহে, পৃথিবী এই মহিমা অনুগমন করে ।

১১। হে ইন্দ্র! শোভন বীৰ্য্যবিশিষ্ট যে ধন তোমার নিকট যাক্রা করি, আমাদিগকে সেই ধন প্রদান কর, ভজনাভিলাষী হবিষ্যানু যজ্ঞমানের উদ্দেশে প্রথম ধন প্রদান কর। হে পুরাতন! তদনন্তর স্তোতাকে দাও।

১২। হে ইন্দ্র! কর্ম সংভজনকারী, যে ধনদ্বারা পুত্ররজার পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই ধন আমাদের এই (যজ্ঞমানকে) প্রদান কর। কশম্, শাবক ও কুপকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ সকল হবিনেতা (যজ্ঞমানকে) রক্ষা কর।

১৩। সর্বত্রগামী (স্তুতির) কর্তা, কোন্ অভিনব মনুষ্য ইন্দ্রকে স্তুতি করিতে পারে। সুখলভ্য ইন্দ্রের স্তুতিকারী লোক ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও মহত্ব ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি দেবতা, স্তুতিকারী কোন্ লোক তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করে? কোন্ ঋষি বিপ্র তোমার (স্তুতি) বহন করে? হে ইন্দ্র! তুমি কখন স্তুতিকারীর আছানানুসারে আগমন কর? কখনই বা স্তোতার নিকট আগমন কর?।

১৫। প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসমূহ শক্রজয়ী, ধনভাক্, অক্ষয় রক্ষাবিশিষ্ট, অম্নাভিলাষী রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে।

১৬। কথুগণের ন্যায় ভৃগুগণ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ধ্যানাস্পদীভূত, ব্যাপ্ত ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রিয়মেধ মনুষ্যগণ পূজা করতঃ স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকেই পূজা করিয়াছিল।

১৭। হে রত্নহা শ্রেষ্ঠ! হরিদ্রকে রথে যোজনা কর, হে ধনবান! তুমি উগ্র, সোমপানার্থ আমাদের অতিমুখে দূরদেশ হইতে দর্শনীয় (মকংগণের সহিত) আগমন কর।

১৮। হে ইন্দ্র! কর্মকর্তা, মেধাবী, এই (যজ্ঞমানগণ) যজ্ঞ ভজনার্থে তোমাকেই স্তুতি করিতেছে, হে মঘবন! হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! তুমি কামুক পুত্রবরে ন্যায় আমাদের আছান প্রবণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! মহাধনুদ্বারা তুমি রত্নকে হত করিয়াছ, মায়াবী অর্কদের ও মৃগকে বিনাশ করিয়াছ, পর্ত্ত হইতে গোসকলকে নির্গত করিয়াছ।

২০। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অন্তরীক্ষ হইতে মহান্ ও হননশীল
রজাকে নির্গত করিয়াছিলে, তখন বল প্রকাশ করিয়াছিলে। অগ্নিসকল
দীপ্ত হইয়াছিল, স্বর্ষ্য দীপ্ত হইয়াছিল, ইন্দ্রের সেব্য সোমরসও দীপ্ত
হইয়াছিল।

২১। ইন্দ্র ও মরুৎগণ যাহা আমাদের দিয়াছিলেন, কুরযানেরপুত্র
পাকস্থামা তাহাই আমাদের দিয়াছেন। উহা সমস্ত ধনের মধ্যে স্বর্গে
ধাবমান, প্রভাযুক্ত সূর্যের ন্যায় শোভা পায়।

২২। পাকস্থামা আমাদের লোহিত বর্ণ, সুন্দর বহনবিশিষ্ট, বন্ধন
রজ্জুর পরিপূরক ও বহুধনের প্রাপক ধন প্রদান করিয়াছেন।

২৩। দশ সংখ্যক অশ্ব উহার প্রতিনিধি হইয়া আমাদের বহন করে।
অশ্বগণ এইরূপে ভূগাপুত্রকে বহন করিয়াছিল।

২৪। পাকস্থামা তাহার পিতার তনয় এবং বাসপ্রদ ও পরিষ্কৃ-
ভাবে বলদাতা, শত্রুদিগের হিংসাকারী ও ভোজয়িতা। লোহিত বর্ণ
(অশ্ব) দাতা পাকস্থামাকে স্তব করি।

৪ সূক্ত।

১৯, ২০, এবং ২১ ঋকের কুরঙ্গদান দেবতা; ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ ঋকের পুয়া
অথবা ইন্দ্র দেবতা; অবশিষ্ট ইন্দ্র দেবতা। দেবতাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যদি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ(১) দেশস্থ নর-
গণকর্তৃক আহৃত হইয়া থাক, হে শ্রেষ্ঠ! (তথাপি) আশুর পুত্রের
উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক প্রেরিত হও, তুর্দশের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক
প্রেরিত হও।

২। হে ইন্দ্র! যদিও তুমি, রুম, কমশ, শ্যাবক ও কূপের সহিত
দ্বষ্ট হইয়া থাক; স্তোত্রবাহক, কথগণ তোমাকে স্তোত্র প্রদান করিতেছে,
তুমি আগমন কর।

(১) মূলে “প্রাক, অপাক উদকন্যক” আছে।

৩। গৌর যুগ যেরূপ তৃষিত হইয়া জলপূর্ণ তৃণ শূন্য (স্থান) জানিতে পারে। হে ইন্দ্র! সেইরূপ তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইলে আমাদের অভিযুখে শীঘ্র আগমন কর; আমরা কথপুত্র, আমাদের সহিত একত্র পান কর ।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র! সোম সকল অভিষবকারীকে ধন দানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করুক। তুমি সোম পান করিয়াছ, ঐ সোম অভিষবন-ফলকদ্বারা অভিষৃত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এই জন্য তুমি মহাবল ধারণ করিয়াছ।

৫। ইন্দ্র বীরকর্মদ্বারা শক্রগণকে অভিভব করিয়াছেন, বলদ্বারা (পরকীয়) ক্রোধ নষ্ট করিয়াছেন। হে মহান্ ইন্দ্র! সমস্ত যুদ্ধকাম শক্রগণকে তুমি রক্ষের ন্যায় নিশ্চল করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! যে তোমার স্তোত্র করে, সে সহস্রসংখ্যক বজ্রাঘুহ (বীর) লাভ করে, যে নমস্কারদ্বারা হব্য প্রদান করে, সে সুবীৰ্য্যবান্ শক্রনিধনকারী পুত্র লাভ করে।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করিয়া আমরা ভীত হইব না, শ্রান্তও হইব না। তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মহৎ কর্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুর্দশ ও যদুকে দেখিয়াছি।

৮। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বায়কটি প্রদেশদ্বারা (সমস্ত ভূতজাত) আচ্ছাদন করিয়াছেন। হব্যদাতা ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাজাত মধুদ্বারা সম্পৃক্ত ও প্রীতিজনক (সোম সকলের) অভিযুখে শীঘ্র আগমন কর, তাহার নিকট গমন কর এবং পান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার সখ্যই অশ্ববান্, রথবান্, গোমান্ ও রূপবান্। সে সর্বদা ধন শীঘ্র প্রাপ্ত হয় এবং সকলের আক্লান্দকর হইয়া সভায় গমন করে।

১০। পিপাসু ঋশ্যনামক যুগের ন্যায় তুমি পাত্রে আনীত সোমাবিযুখে আগমন কর, অভিলষিতরূপ পান কর। হে মঘবান্! তুমি প্রতিদিন নিম্নমুখ হস্তি সিক্ত করতঃ অত্যন্ত ওজস্বী বল ধারণ কর।

১১। হে অধ্বা! ইন্দ্র পান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি সোমের অভিষব কর। তখন বয়স্ক অশ্বদ্বয় অন্য যোজিত হইয়াছে, হ্রত্বা আগমন করিয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র! যাহার সোমে তুমি তৃপ্ত হও, সে হব্যদায়ী ব্যক্তি আপনি তাহা জানিতে পারে। তোমার যোগা অন্ন পাত্রে সিন্ধু রহিয়াছে, তুমি আগমন কর, নিকটে গমন কর ও পান কর।

১৩। হে অধ্বা! রথে ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশে সোম অভিষব কর। মূল প্রান্তরের উপর প্রান্তর সকল যজমানের যাগনিষ্ঠাদক সোম অভিষব করতঃ শোভা পাইতেছে।

১৪। আমাদের কর্মে অন্তরীক্ষবিহারী, সেচনসমর্থ হরিদ্র, ইন্দ্রকে আনয়ন ককন। হে ইন্দ্র! যজ্ঞসেবী, গমনশীল অশ্বগণ তোমাকে সর্বন-সমূহের অভিযুখে উপনীত ককক।

১৫। আমরা সখালাভার্থে বহুধনবিশিষ্ট পুষাকে বরণ করি। হে শক্র, পুরহৃত, পাপ বিশোধক পুষা! আমাদেরকে আপনার বুদ্ধিবারা ধন লাভ ও শক্রনাশার্থে সমর্থ করিতে ইচ্ছা কর(২)।

১৬। হে পুষা! আমাদেরকে বালস্থিত ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর, হে পাপবিশোধককারী! আমাদেরকে ধন দান কর। তোমার গোধন আমাদের মূলভ হউক। তুমি মর্ত্যের প্রতি এই ধন প্রেরণ করিয়া থাক।

১৭। হে পুষা! তোমাকে প্রসাদিত করিতে ইচ্ছা করি, হে দীপ্তিবৃদ্ধ! তুমি আমার স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। তাহার স্তোত্র ইচ্ছা করি না। যেহেতু উহা অসুখকর। হে নিবাসপ্রদ! স্তুতিকারী ও সাময়িক পাত্রকে (অভিলষিত ধন প্রদান কর)।

(২) এই স্থান হইতে চারটি শ্লোকের ইন্দ্র ও পুষা উভয় পক্ষেই অর্থ হয়। পুষা পক্ষে অর্থই প্রতিষ্ঠা। সায়ণ। এ চারটি শ্লোক যে পুষা সম্বন্ধে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে পুষার নামের উল্লেখ আছে এবং ইহাতে গোধন, গাতীদিগের তৃণ তকণ সম্বন্ধে প্রার্থনা আছে। পুষা বিশেষরূপে গোমেষ পালকদিগেরই দেবতা তাহা পুরের বলা হইয়াছে।

১৮। হে দীপ্তিযুক্ত, অমর পুত্র! কোনও কালে আমাদের গোসকল
তৃণ ভক্ষণে পরাগত হয় না। গোরূপ ধন আমাদের নিত্য হউক। তুমি
আমাদের রক্ষক ও মঙ্গলকর হও, অন্নদানার্থে মহানু হও।

১৯। কুরঙ্গ নামক, দীপ্তিযুক্ত ও সৌভাগ্যবান রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি
হেতু যজ্ঞ ও দানে(৩) মনুষ্যাগণের মধ্যে আমরা প্রভূত অশ্বশতযুক্ত হন
জানিতে পারিয়াছি।

২০। কণ্ঠপুত্র হবিষ্মানু ও স্তোতাগণের তজ্জনীয়, দীপ্তিপ্রাপ্ত
প্রিয়মেধ নামক (ঋষিগণের) সেবিত অত্যন্ত পবিত্র যজ্ঞীসহস্র গোসমূহ
আমি (দেবাতীথি) সকলের শেষে প্রাপ্ত হইয়াছি।

২১। আমি (ধন) প্রাপ্ত হইলে, রক্ষসকলও শব্দ করিয়াছিল, যে
ইঁহারা প্রশংসনীয় গোলাভ করিয়াছেন, ইঁহারা অশ্বগণ লাভ করিয়াছেন।

(৩) মূলে “দিবিষ্টিয়ু রাত্বি” আছে। যজ্ঞ ও দানদ্বারা স্বর্গ লাভ করা
বায়, এই বিশ্বাস ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।



অষ্টম অধ্যায়।

৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা, কেবল শেষ পাঁচটি অর্ধ ঋকের দেবতা কশ্যপ নামক রাজা, কারণ তাঁহারই দানের কথা ইহাতে উক্ত হইয়াছে। কথগোত্র ত্রয়াতিথি ঋষি।

১। দূর হইতেই নিকটে বর্তমানার ন্যায় দীপ্তরূপবিশিষ্ট (উষা) যখন সমস্ত বস্তু শ্বেত বর্ণ করিয়া দেন, তখন দীপ্তিকে বহু প্রকারে বিস্তারিত করেন।

২। হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতার ন্যায়। ইচ্ছামাত্রে যোজিত বহু অন্নবিশিষ্ট রথে তোমরা উষার সহিত মিলিত হও।

৩। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রসকল দর্শন কর। ছুত যেমন প্রভুর বাক্য প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমরা তোমার বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি।

৪। তোমরা অনেকের প্রিয়, অনেকের আনন্দপ্রদ, বহুধনবিশিষ্ট, আমরা কথগোত্রোৎপন্ন, আমরা, আমাদের রক্ষার্থে অশ্বিদ্বয়কে স্তুত করি।

৫। তোমরা পূজনীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নপ্রদ, শোভন ধনের অধিপতি এবং মঙ্গলপ্রদ ও হব্যদায়ী গৃহে গমনশীল।

৬। যে হব্যদায়ী সুন্দর দেবতাবিশিষ্ট, তাঁহার জন্য তোমরা উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট অনপায়ী গোসঞ্চরণ ভূমিকে জলের দ্বারা সিক্ত কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্র আমাদের স্তোত্রের নিকট আগমন কর। এই অশ্বগণের গতি প্রশংসনীয়।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিন দিন ও রাত্রি সমস্ত দীপ্তিবিশিষ্ট স্থানে এই অশ্বের সাহায্যে দূর হইতে গমন কর।

৯। তোমরা দিবসের প্রাপক, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট অন্ন ও সন্তোষযোগ্য ধন (প্রদান কর) এবং এই সকলের সন্তোষার্থ পথ প্রদান কর।

১০ । হে অশ্বিদয় ! আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট, পুত্রবিশিষ্ট, সুন্দর রথবিশিষ্ট ও অশ্বযুক্ত ধন আহ্বান কর ।

১১ । হে শোভন পদার্থের অধিপতি, দর্শনীয়, হিরণ্য, মার্গযুক্ত অশ্বিদয় ! প্ররুদ্ধ হইয়া সোমময় মধু পান কর ।

১২ । হে অশ্বযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদয় ! আমরা ধনবান্, আমাদেরিগকে সর্বতোবিস্তীর্ণ অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর ।

১৩ । তোমরা মনুষ্যের স্তোত্র রক্ষা কর, তোমরা শীঘ্র আগমন কর । অন্যের নিকট যাইও না ।

১৪ । হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদয় ! তোমরা আমাদেরিগের প্রদত্ত মদকর মনোহর মধুর অংশ পান কর ।

১৫ । আমাদের জন্য শত ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, বল্লনিবাসযুক্ত, সকলের ধারণক্ষম ধন আনয়ন কর ।

১৬ । হে নেতাশ্বিদয় ! মণীষীগণ নানা দেশে তোমাদিগকে আহ্বান করে, হে অশ্বিদয় ! বাহক অশ্বের সাহায্যে আগমন কর ।

১৭ । হব্যযুক্ত পর্যাপ্ত কার্য্যকারী জনগণ বহিঁ ছিন্ন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে ।

১৮ । হে অশ্বিদয় ! আমাদের এই স্তোম তোমাদিগের সর্বাপেক্ষা অধিক বাহক হইয়া তোমাদিগের নিকটবর্তী হউক ।

১৯ । হে অশ্বিদয় ! যে মধুপূর্ণ চর্ম্মপাত্র মধ্যদেশে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে মধু পান কর ।

২০ । হে অশ্বযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদয় ! আমাদের পশু, পুত্র ও গো-গণের জন্য প্ররুদ্ধ অন্ন সেই রথে অনায়াসে আনয়ন কর ।

২১ । হে দিবসের প্রাপক অশ্বিদয় ! স্বর্গীয়, বাঞ্ছনীয় জল আমাদের জন্য যেন দ্বার দিয়াই সেচন কর ।

২২ । হে নেতা অশ্বিদয় ! তুগ্রপুত্র সমুদ্রে প্রক্লিষ্ট হইয়া কখন স্তুতি-দ্বারা তোমাদিগের পরিচর্যা করিয়াছিল ? যে তোমাদের রথ অশ্বগণের সহিত গমন করিয়াছিল ।

২৩। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমার হৃদয়তলে বদ্ধ কণ্ঠ মুনিকে নানা প্রকার রক্ষা প্রদান করিয়াছিলে ।

২৪। হে বর্ষগণশীল ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! যখন তোমাদিগকে আহ্বান করি ; তখন সেই নবতর প্রশংসনীয় রক্ষার সহিত আগমন কর ।

২৫। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা যেরূপ কণ্ঠ, প্রিয়মেধ, উপস্তুত ও স্তুতি-কারী অত্রিকে রক্ষা করিয়াছিলে, (সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর) ।

২৬। ধনের জন্য যেরূপ অংশুকে, গোসমূহের জন্য যেরূপ অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য যেরূপ সোভারকে রক্ষা করিয়াছিলে ; (সেই রূপ আমাদিগকে রক্ষা কর) ।

২৭। হে বর্ষগণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয় ! আমরা স্তব করতঃ এই পরি-বাণ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক ধন যাক্কা করি ।

২৮। হে অশ্বিদ্বয় ! হিবণ্য সারথিস্থানযুক্ত, হিরণ্য বন্ধায়ুক্ত রথে অবস্থান কর ।

২৯। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের আলম্বনীয় রথের ইবা হিরণ্য, অক্ষ হিরণ্য, উভয় চক্রই হিরণ্য ।

৩০। হে অম্বযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! ঐ রথে দূর দেশ হইতেও আগমন কর । আমাদের এই শোভন স্তুতির নিকট গমন কর ।

৩১। হেমরগরহিত অশ্বিদ্বয় ! তোমরা দাসগণের বহুসংখ্যক পুরী ভ্রম করতঃ দূরদেশ হইতে অন্ন আনয়ন কর ।

৩২। হে অনেকের শ্রিয়, নাসত্য অশ্বিদ্বয় ! আমাদের নিকট অন্নের গহিত আগমন কর, যশের সহিত আগমন কর ও ধনের সহিত আগমন কর ।

৩৩। হে অশ্বিদ্বয় ! দ্বিধ্রুপবিশিষ্ট, পক্ষযুক্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে হৃদয় যজ্ঞবিশিষ্ট জনের নিকট লইয়া যাউক ।

৩৪। যে রথ অশ্বের সহিত বর্তমান, স্তোভাগণকর্তৃক প্রশংসনীয়, তোমাদের সেই রথ সৈন্যসমূহকে বাধা দেয় না ।

৩৫। হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয় ! ক্ষিপ্ত পদযুক্ত, অশ্ব-বিশিষ্ট হিরণ্য রথে (আরোহণ করতঃ আগমন কর) ।

৩৬ । হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বিদয় ! তোমরা সর্বদা জাগরুক
অশ্বেষণীয় সোম পান কর, সেই তোমরা অন্ন প্রদান কর ।

৩৭ । হে অশ্বিদয় ! তোমরা অভিনব সম্ভ্রাজনীর ধন জান । চেদি-
বংশীয় কশুরাজার যে প্রকারে শত উষ্ট্র দশসহস্র গো(১) প্রদান করিয়া
ছিলেন তাহাও জান ।

৩৮ । যে কশু আমার (পরিচর্যার্থ) হিরণ্যসদৃশ দশজন রাজা প্রদান
করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রজা সেই চেদিবংশীয় কশুরাজার পদের নিম্নে
অবস্থিতি করে ।

৩৯ । যে পথে এই চেদিরা গমন করিতেছে, সে পথে আর কেহ
যাইতে পারেনা । ইহা অপেক্ষা অধিকতর দানশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি
(স্তোতার জন্য) দান করে নাই ।

৬ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা, শেষ তিনটি ঋকে পরশুনাংক রাজারপুত্র তিরিন্দ্রিরের দানের
প্রশংসা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাই দেবতা । বৎস ঋষি ।

১ । হৃষ্টিমান্ পর্জন্মের ন্যায় যিনি বলে মহান্, তিনি বৎসের
স্তোমের দ্বারা বন্ধিত হন ।

২ । যখন (নভোদেশ) পূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা (ইন্দ্রকে)
বহন করে, তখন বিদ্বান্গণ যজ্ঞের প্রাপক (স্তুতিদ্বারা) স্তব করে ।

৩ । কথুগণ স্তোমদ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞসাধক করিয়াছেন, অতএব লোকে
আয়ুধকে আত্মীয় বলিয়া থাকে ।

৪ । সিদ্ধুগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রাজাগণ
ইহার ক্রোধের ভয়ে ইহাকে স্রয়ং প্রণাম করে ।

(১) মূলে “শতং উষ্ট্রানাং সহস্রাদশ গোনাং” আছে। ঋগ্বেদে পালিত পশু-
দিগের মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়, তন্মিমাংসায়, উষ্ট্র
প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ স্থানেই পাওয়া যায় ।

৫। যে বলদ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই চর্মের ন্যায় সম্বর্তিত করেন, তাহার সেই বল দীপ্ত হইয়াছিল।

৬। তিনি কক্ষাক রত্নের মস্তক শতপর্ব বীৰ্য্যশালী বজ্রদ্বারা ছেদ করিয়াছিলেন।

৭। আমরা স্তোতাগণের অগ্রে অগ্নির দীপ্তির ন্যায় দীপ্যমানু এই স্তোত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিব।

৮। গুহাতে বর্তমান যে স্তুতিসমূহ স্বয়ং উপগত হইয়া দীপ্তি পায়, কণ্ণগণ উহা উদকধারায়ুক্ত (ককন)।

৯। হে ইন্দ্র! আমরা যেন গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই এবং (অন্যের) পূর্বে জ্ঞানের জন্য অন্ন প্রাপ্ত হই।

১০। আমি পিতা ও সত্য (ইন্দ্রের) অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি সূর্যের ন্যায় প্রাভুত্ব হইয়াছি।

১১। আমি কণ্ণের ন্যায় নিত্য স্তোত্রদ্বারা বাক্যসমূহ অলঙ্কৃত করি, উহাদ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন।

১২। হে ইন্দ্র! যাহারা তোমাকে স্তুতি করে না ও যে ঋষিগণ তোমাকে স্তুতি করে (এই সকলের মধ্যে) আমার (স্তোত্র) সুন্দররূপে স্তুত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।

১৩। যখন ইঁহঁর ক্রোধ রত্নকে পর্কে২ বিভাগ করতঃ শব্দ করিয়াছিল, তখন তিনি সমুদ্রাতিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি, উপক্ষপয়িতা শৃংগের প্রতি ধারয়িতব্য বজ্র আঘাত করিয়াছিলে। হে উগ্র! তুমি অভীক্টবর্ষী বলিয়া বিদিত।

১৫। দ্যুলোকসমূহ ইন্দ্রকে বলদ্বারা ব্যাপ্ত করে না, অন্তরীক্ষসমূহ বজ্রধারীকে ব্যাপ্ত করে না, ভূমিসমূহ ব্যাপ্ত করে না।

১৬। হে ইন্দ্র! যে রত্ন তোমার মহৎ জল স্তম্ভন করতঃ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহাকে গমনশীল (জলের) মধ্যে বধ করিয়াছিল।

১৭। যে, এই মহতী, সংগতা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করিয়াছিল, হে ইন্দ্র! তাহাকে তমঃ সমূহদ্বারা সংরূত করিয়াছ।

১৮। হে উগ্র ইন্দ্র! যে যতিগণ তোমাকে স্তুতি করে, যে ভৃগুগণ তোমাকে স্তব করে, (তাহাদের মধ্যে) আমার আহ্বান গ্রহণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! তোমার এই সত্যবর্দ্ধয়িত্রী গাভীগণ ঘৃত এবং আশির দৌহন করে।

২০। হে ইন্দ্র! প্রসবকারিণী (গোসকল) আন্যদ্বারা তোমার (প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া) সৃষ্টির চতুর্দিকে জলের ন্যায় গর্ভ ধারণ করিয়াছিল।

২১। হে বলপতি ইন্দ্র! কথগণ উক্থদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিতেছে, অভিবৃত সোমসমূহ তোমায় বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

২২। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি পথপ্রদর্শক হইলে উত্তম স্তুতি ও প্ররুদ্ধ যজ্ঞ করা হয়।

২৩। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য মহান্, গোমান্ অন্ন রক্ষা করিতে ও বৌধ্যবান্ পুত্রাদি দান করিতে ইচ্ছা কর।

২৪। হে ইন্দ্র! নহবরাজার প্রজাগণের সমুখে শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত যে বল প্রদান করিয়াছ (আমাদিগকেও) তাহা (প্রদান কর)।

২৫। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি ইদানীং নিকট হইতে দর্শনীয় গোষ্ঠ বিস্তার কর ও আমাদিগকে সুখী কর।

২৬। হে ইন্দ্র! তুমি বলের ন্যায় আচরণ কর ও মনুষ্যগণের রাজা হও, তুমি বলদ্বারা মহান্ ও অনভিভবনীয়।

২৭। হে ইন্দ্র! তুমি, বিস্তীর্ণব্যাপী। হব্যবান্ লোকসকল সোমদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তোমার নিকট আগমন করিয়া স্তব করে।

২৮। পরর্তগণের প্রাপ্তদেশে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে যজ্ঞক্রিয়া করিলে মেধাবী ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

২৯। সর্বব্যাপী ইন্দ্র, যে লোকে বিহার করেন, সেই উর্জলোক হইতে বিধান ইন্দ্র নিম্নযুখে সমুদ্র দর্শন করেন।

৩০। দ্ব্যালোকের উপরিভাগে ইন্দ্র যখন দীপ্তি লাভ করেন, তখনই ,
পুরাতন জলপ্রদ ইন্দ্রের নিবাসপ্রদ জ্যোতিঃ (লোকে) দর্শন করে ।

৩১। হে ইন্দ্র! সমস্ত কণুগণ তোমার বুদ্ধি ও বল বর্দ্ধন করিতেছে,
হে বলবন্তম! তোমার বীরকর্ম ও বর্দ্ধন করিতেছে ।

৩২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই সুন্দর স্তুতি সেবা কর, আমাদের
ভাল করিয়া রক্ষা কর, আমার বুদ্ধিকে প্রবর্দ্ধিত কর ।

৩৩। হে প্ররুদ্ধ বজ্রবানু ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা জীবনার্থ
তোমার জন্য স্তোত্র করিয়াছিলাম ।

৩৪। কণুগণ স্তব করিতেছে, নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলসমূহের ন্যায়
রমণীয় স্তুতি আপনিই ইন্দ্রের সেবার উপযুক্ত হয় ।

৩৫। নদগণ ঘেরূপ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, উক্থসকল ইন্দ্রকে সেই-
রূপ বর্দ্ধিত করিতেছে, ইন্দ্র জরারহিত, তাঁহার ক্রোধ কেহ নিবারণ করিতে
পারে না ।

৩৬। হে ইন্দ্র! দূরদেশ হইতে কমনীয় অশ্বে আরোহণ করতঃ আমা-
দের নিকট আগমন কর, অভিযুত সোম পান কর ।

৩৭। হে সর্বাপেক্ষা শত্রুনাশক ইন্দ্র! যে সকল লোক বর্হিঃ ছিন্ন
করে, তাহারা অম্বলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করে ।

৩৮। হে ইন্দ্র! চক্র ঘেরূপ অশ্বের অনুবর্তন করে, দাবাপথিবী
উভয়েই সেইরূপ তোমার অনুবর্তন করে, অভিযুত সোম সকল তোমার
অনুবর্তন করে ।

৩৯। হে ইন্দ্র! শর্যাপাদেশের পুঙ্করিণীতে সমস্ত ঋষিগণ কর্তৃক
আরক্ত যজ্ঞোত্তম হও, পরিচর্যাকারীর স্তুতিদ্বারা আনন্দ লাভ কর ।

৪০। প্ররুদ্ধ, অতীতবর্ষী, বজ্রবানু, অতিশয় সোমপায়ী বৃত্রহন্তা ইন্দ্র
দ্ব্যালোকের সমীপে শব্দ করেন ।

৪১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বজাত ঋষি, তুমি অধিষ্ঠায় বনদ্বারা সকলের
অধিপতি হইয়াছ । তুমি বারম্বার ধন দান কর ।

৪২। প্রশস্ত পৃষ্ঠবিশিষ্ট, শতসংখ্যক অশ্বগণ আমাদের অভিষুত সোম ও অম্লের উদ্দেশে তোমাকে বহন করুক ।

৪৩। কণ্ণগণ উক্খদ্বারা এই পূর্বকৃত, মধুর জলের বর্দ্ধয়িত্রী যৌগক্রিয়া বর্দ্ধিত করুন ।

৪৪। দেবগণ বিশেষরূপে মহান্, তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রকেই মনুষ্যাগণ ধনাভিলাষী হইয়া ব্রহ্মণার্থ বরণ করে ।

৪৫। হে বহুস্তুত ইন্দ্র ! যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণকর্তৃক স্তুত অথদ্বয় সোম-পানার্থ তোমায় আমাদের অভিযুখে বহন করুক ।

৪৬। যজুগণের মধ্যে পশুপুত্র তিরিন্দিরের নিকট শত ও সহস্র ধন গ্রহণ করিয়াছি ।

৪৭। তাঁহারা পজ্জকে ও সামকে তিনশত অশ্ব ও দশশত গো প্রদান করিয়াছিল ।

৪৮। ইনি উন্নত হইয়া চারি (ধনভার) যুক্ত উষ্ট্রসমূহ প্রদান করতঃ এবং যজুগণকে (দাসরূপে) প্রদান করতঃ কৌর্ভিদ্বারা স্বর্ণ ব্যাণ্ড করিয়াছিলেন ।

৭ সূক্ত ।

মরুৎগণ দেবতা । কণ্ণগোত্র বংশ ঋষি ।

১। হে মরুৎগণ ! যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্বনদ্রয়ে প্রশস্য অন্ন প্রক্ষেপ করেন, তখন তোমরা পর্কতসমূহে দীপ্তি পাও ।

২। হে বলাভিলাষী শোভমান্ মরুৎগণ ! তোমরা যখন রথকে (অশ্বদ্বারা) সংশ্লিষ্ট কর, তখন পর্কতগণ প্রচলিত হয় ।

৩। শরকারী পুষ্টিতনয় (মরুৎগণ) বায়ুগণের দ্বারা (মেঘ) উদ্গত করেন এবং বৃক্ষিকর অন্ন দান করেন ।

৪। যখন মরুৎগণ বায়ুগণের সহিত রথে গমন করেন, তখন তাঁহারা হৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, পর্কতগণকে কম্পিত করেন ।

৫। তোমাদের রথের জন্য গিরিসমূহ নিয়ত হয়, সিঙ্কুগণ বিধরণের জন্য এবং মহৎবলের জন্য নিয়ত হয় ।

৬। আমরা তোমাদিগকে রাত্রিতে রক্ষার জন্য আহ্বান করি, দিবা-ভাগে তোমাদিগকে আহ্বান করি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করি ।

৭। সেই অকণরূপবিশিষ্ট, বিচিত্র, শব্দকারী (মকংগণ) রথযোগে দুালোকের উপরিভাগে সানুপ্রদেশে উদ্গমন করেন ।

৮। (যে মকংগণ) সূর্য্যের গমনার্থে রক্ষিযুক্ত পথ সৃষ্টি করেন, তাঁহারা তেজোদ্বারা অবস্থান করেন ।

৯। হে মকংগণ ! আমাদের এই বাক্য ভজনা কর । হে মহানু (মকংগণ) ! এই স্তোম ভজনা কর, এই আমাদের আহ্বান সেবা কর ।

১০। পৃথিগণ বজীর জন্য উৎস, কবন্ধ(১) ও উদ্রি(২) এই তিন সরোবর হইতে মধু দোহন করিয়াছিলেন ।

১১। হে মকংগণ ! যখন আপনার মুখাভিলাষে আমরা স্বর্গ হইতে তোমাদিগকে আহ্বান করি, তখন শীঘ্রই আমাদের নিকট আগমন কর ।

১২। হে হৃন্দরদানশীল মহাতেজস্বী কজ্রপুংগণ ! তোমরা গৃহে আনন্দ সময়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হও ।

১৩। হে মকংগণ ! স্বর্গ হইতে আমাদের জন্য মদস্রাবী, বহুনিবাস-প্রদ সকলের ভরণসমর্থ ধন আনাইয়া দাও ।

১৪। হে শুভ্র মকংগণ ! তোমরা যখন পর্ব্বতের উপরিভাগে তোমাদের ঘান লইয়া যাও, তখন অভিযুত সোমের বলে প্রমত্ত হও ।

১৫। স্তোতা স্তুতিদ্বারা অহিংসনীয় মকংগণের নিকট তাঁহাদের মুখ ভিক্ষা করেন ।

১৬। মকংগণ অক্ষীণ মেঘকে দোহন করতঃ জলবিন্দুর ন্যায় বৃষ্টি-দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে ।

(১) জল । সায়ণ ।

(২) যেঘ । সায়ণ ।

১৭ । পৃথ্বীপুঞ্জগণ শব্দ করতঃ উর্দ্ধে গমন করেন, রথদ্বারা উর্দ্ধে গমন করেন, বায়ুদ্বারা উর্দ্ধে গমন করেন এবং স্তোমদ্বারা উর্দ্ধে গমন করেন ।

১৮ । বাহাদ্বারা তুর্কমু ও যজুকে রক্ষা করিয়াছে, বাহাদ্বারা ধনকাম কথকেও রক্ষা করিয়াছে, আমরা ধনের জন্য তাহারই ধ্যান করিতেছি ।

১৯ । হে উত্তম দানশীল মকংগণ ! যজ্ঞের ন্যায় পুষ্টিকর এই অন্ন কথগোত্রোৎপন্ন্যের স্তোত্রের সহিত বর্জিত কর ।

২০ । হে মকংগণ ! তোমরা দানশীল, তোমাদের জন্য বর্হিঃ ছিন্ন হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে কোথায় মত্ত হইতেছ ? কোন স্তোত্র তোমাদের পরিচর্যা করিতেছেন ?

২১ । হে রক্তবর্হিঃ (মকংগণ) ! তোমরা যে (অন্য কর্তৃক) পূর্ব-কৃত স্তোত্রদ্বারা যজ্ঞের বলসমূহ প্রীত করিতেছ তাহা নহে ।

২২ । সেই (মকংগণ) ওষধির সহিত অনেক জল মিলাইয়াছিলেন, দ্যাবাপৃথিবীকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত করিয়াছিলেন, সূর্য্যকে স্থাপন করিয়া-ছেন । তাহার প্রতিপর্ষে বজ্রধারণ করিয়াছিলেন ।

২৩ । রাজাশূন্য রুষ্টি ও বলকারক মকংগণ পর্ব্বতের ন্যায় রক্তকে পর্ষে পর্ষে বিনাশ করিয়াছিলেন ।

২৪ । মকংগণ, যুদ্ধকারী ত্রিতের বল রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ক্রতুও রক্ষা করিয়াছিলেন, রক্তবধার্থ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন ।

২৫ । আয়ুষহস্ত, দীপ্তিমান্ শুভ্র মকংগণ শোভার্থে মন্তকে হিরণ্যুর নিরজ্ঞাণ প্রকাশিত করেন ।

২৬ । হে মকংগণ ! তোমরা কামনা করিয়া অভীষ্টবর্ষী (রথের) মধ্যস্থলে দূরদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলে । দ্ব্যালোকবর্তী জনসমূহের ন্যায় ভূতসকল কন্ধ্যাষিত হইয়াছিল ।

২৭ । দেবগণ আমাদের যজ্ঞদানার্থে স্বর্গময় পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করেন ।

২৮। এই মকংগণের রথ, যখন বিন্দু চিহ্নিত, শীঘ্রগামী রোহিত বহন করে, তখন শোভমান মকংগণ গমন করেন এবং জল প্রবাহিত হয়।

২৯। নেভাগণ শোভন সোমবিশিষ্ট, যজ্ঞ গৃহোপেত, ঋজীক দেশ সম্বন্ধীয় শর্যাপা নামক (সরোবরে) রথচক্র নিম্নমুখ করিয়া গমন করেন।

৩০। হে মকংগণ! কখন তোমরা এই প্রকারে আহ্বানকারী যাচ-মান্ বিপ্রের নিকট মুখ হেতুভূত (ধনের) সহিত গমন করিবে?।

৩১। তোমরা স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া থাক; তোমরা যে ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, সে কখন? তোমাদের সখ্য কে প্রার্থনা করিয়াছিল?।

৩২। হে কথগণ! অগ্নিকে বজ্রহস্ত ও স্বর্ণময়বাসীবিশিষ্ট মকংগণের সহিত স্তব কর।

৩৩। আমি বর্হনশীল ও যজ্ঞনীয় ও বিচিত্রবলবিশিষ্ট মকংগণকে নব-তর মুখলভ্য ধনের জন্য আবিস্কৃত করি।

৩৪। গিরিসকল পীড়ামান ও বাধাপ্রাপ্ত হইলেও স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় না। পর্বত সকলও নিয়মিত হয়।

৩৫। বহু দূরব্যাপী, গমনবিশিষ্ট অশ্বগণ আকাশমার্গে গমন করতঃ মকংগণকে আনয়ন করে। তাঁহারা স্তূতিকারীকে অন্ন দান করেন।

৩৬। অগ্নি তেজোবলে স্তুতিযোগ্য সূর্য্যের ন্যায় সকলের মুখ্য হইয়া অম্ব এইণ করিয়াছেন। মকংগণ দীপ্তিবলে নানা স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কথগোষ্ঠীয় সৎসংখ্য কবি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দর্শনীয়, তোমাদের রথ হিরণ্যর, তোমরা সমস্ত রাক্ষস সহিত আগমন কর, সোমময় মধু পান কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভোক্তা, হিরণ্যর শরীরবিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীরচিহ্ন; তোমরা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন কর।

৩। হে অশ্বিদয় ! দৌষবর্জিত স্তুতিপ্রযুক্ত অন্তরীক্ষ হইতে মনুষ্য লোকাভিমুখে আগমন কর ও কথদিগের যজ্ঞে অভিযুত সোম পান কর ।

৪। কথের পুত্র এই যজ্ঞে তোমাদের জন্য সোমময় মধু অভিষব করিতেছেন, অতএব হে অশ্বিদয় ! অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তোমরা দ্ব্যলোক হইতে ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর ।

৫। হে অশ্বিদয় ! সোমপানার্থে আমাদের স্তুতিবিশিষ্ট এই যজ্ঞে আগমন কর । হে কবি ও নেতাৱয় ! তোমরা স্তুতিপ্রযুক্ত ও কর্মপ্রযুক্ত স্তোতার বুদ্ধি প্রদান কর ।

৬। হে নেতাৱয় ! পূর্বকালে ঋষিগণ যখন তোমাদিগকে রক্ষার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, হে অশ্বিদয় ! তোমরা আগমন করিয়াছিলে । অতএব আমার এই সুস্তুতির নিকট আগমন কর ।

৭। হে স্বর্গবিৎ (অশ্বিদয়) ! তোমরা দ্ব্যলোক ও অন্তরীক্ষ হইতে আমাদের নিকট আগমন কর ; হে বৎসের প্রতি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট (অশ্বিদয়) ! তোমরা বুদ্ধির সহিত আগমন কর ; হে আহ্বান অবগকারী-দয় ! তোমরা স্তোত্রের সহিত আগমন কর ।

৮। আমি ভিন্ন অন্য কেহ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিদয়ের উপাসনা করিতে পারে ? কথের পুত্র বৎসঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্জিত করিতেছে ।

৯। হে অশ্বিদয় ! এই যজ্ঞে স্তোতা রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে । হে পাপশূন্য, শত্রুবিনাশকগণের শ্রেষ্ঠ (অশ্বিদয়) ! তোমরা আমাদের সুখপ্রদ হও ।

১০। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদয় ! যোষিৎ তোমাদের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন । হে অশ্বিদয় ! তোমরা সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হও ।

১১। হে অশ্বিদয় ! (তোমরা যে স্থানে আছ), বহুতর রূপযুক্ত রথে (আরোহণ করতঃ) সেই স্থান হইতে আগমন কর । কবির পুত্র কবিবৎস মধুময় বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন ।

১২। হে বহুমদবিশিষ্ট, বহুধনযুক্ত, ধনপ্রদ (জগৎ) বাহক অশ্বিদয় ! আমার এই স্তোত্রপ্রশংসা কর ।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য অলঙ্কার সমস্ত ধন দান কর, আমাদেরকে প্রজ্ঞোৎপাদনরূপ কর্মবান্ কর, নিন্দকদিগের বশীভূত করিও না ।

১৪। হে নাসত্যদ্বয়! দূরদেশেই থাক, অথবা নিকটেই থাক, যে স্থান হইতেই ইউক, সহস্ররূপবিশিষ্ট রথে আগমন কর ।

১৫। হে নাসত্যদ্বয়! যে বৎস ঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্জিত করিয়াছেন, তাহার জন্য সহস্ররূপবিশিষ্ট, যুতক্ষরণশীল অন্ন প্রদান কর ।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উহার জন্য যুতধারায়ুক্ত বলকর (অন্ন) প্রদান কর । হে দানারিষিভিদ্বয়! ইনি আপনাদের সুখের জন্য স্তুতি করিয়াছেন এবং নিজের জন্য ধন অভিলাষ করেন ।

১৭। হে শক্রভক্ষক বহুবোজী নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের এই স্তুতিক্রমে আগমন কর, আমাদেরকে সুশ্রীকর ও পার্থিব পদার্থ প্রদান কর ।

১৮। প্রিয় মেঘনামক ঋষিগণ, দেবগণের আহ্বান সময়ে তোমাদিগকে সমস্ত রক্ষার সহিত আহ্বান করিয়াছে । তোমরা যজ্ঞে শোভা পাও ।

১৯। হে সুখপ্রদ, আরোগ্যপ্রদ, স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! যে বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্জিত করিয়াছে, তাহার অভিযুখে আগমন কর ।

২০। যে উপাস্তদ্বারা কথকে, মেধাতিথিকে, যাহাদ্বারা বশকে ও দশ-ব্রজকে, যাহাদ্বারা গোশর্যাকে রক্ষা করিয়াছে, হে নেতা দ্বয়! তাহাদ্বারা আমাদেরকে রক্ষা কর ।

২১। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! যাহাদ্বারা প্রাপ্তব্য ধনের জন্য ত্রসদমুকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহারই দ্বারা আমাদেরকে অম্ললাভার্থে উত্তমরূপে রক্ষা কর ।

২২। হে বহুব্রাতা, শক্রনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! দোষশূন্য স্তোম ও বাক্য সকল তোমাদিগকে প্রবর্জিত করক । তোমরা আমাদের সম্বন্ধে বহুলরূপে অভিপ্সিত হও ।

২৩। অশ্বিদ্বয়ের তিন পদ(১) গুহার বর্তমান (ধাকিয়া পরে) আবির্ভূত হইতেছে। কবি অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞের হেতুভূত এই পদেদে সাহায্যে জীবলোকে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

৯ সূক্ত ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । শশকর্ণ ঋষি ।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বৎসের রক্ষার্থ নিশ্চয়ই গমন করিয়াছ, ঐ ঋষিকে বাধারহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর, উঁইর শক্রগণকে দূর করিয়া দাও।

২। হে অশ্বিদ্বয়! যে ধন অন্তরীক্ষে ও যে ধন স্বর্গে বর্তমান ও যাহা পঞ্চ শ্রেণী মনুষ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেই ধন প্রদান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! যে বিপ্রগণ তোমাদের কর্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে, (তোমরা তাহাদের জান)। অতএব কধপুস্ত্রের কর্ম অবগত হও।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের সম্বন্ধীয় ঘর্ম(১) স্তোত্রদ্বারা পরিবিস্তৃত হইতেছে, হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! যে সোমদ্বারা তোমরা রত্নকে জালিতে পারিয়াছিলে, সে মধুমান্ সোম এই।

৫। হে বহুকর্মা অশ্বিদ্বয়! জলে, বনস্পতিতে এবং ওষধিতে যাহা করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর।

৬। হে দেব মাসত্যদ্বয়! তোমরা জগৎ পোষণ করিয়াছ ও সকলকে আরোগ্য করিয়াছ, বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে পাইতেছে না। তোমরা হবিষ্মানের নিকট গমন কর।

৭। ঋষি উৎকৃষ্ট (বুদ্ধিদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র অবশ্য জানিয়াছিল, অতিশয় মধুর সোম ও ঘর্ম অথর্ব (অগ্নিতে) প্রক্ষেপ করিয়াছে।

(১) অর্থাৎ যজ্ঞের তিন চক্র। সাযণ ।

(১) ঘর্ম শব্দে প্রবর্গ, অথবা হবির আধারভূত মহাবীর। সাযণ ।

৮। হে অশ্বিদয়! তোমরা শীঘ্রগামী রথে আরোহণ কর, আমার এই স্তোত্রসকল দুর্য্যের ন্যায় তোমাদের অভিযুগে গমন করিতেছে।

৯। হে নাসত্যদয়! অদ্য উক্ধদ্বারা যে প্রকারে তোমাদিগকে আনয়ন করিতেছি, যে প্রকারে বাণীদ্বারা আনয়ন করিতেছি, সেই প্রকারেই কণ্বপুত্রের স্তোত্র অবগত হও।

১০। হে অশ্বিদয়! কক্ষিবানু ঋষি যে রূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, যে রূপে ব্যাথ ও দীর্ঘতমাঃ যে রূপে বেণেরপুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করিয়াছেন, সেই রূপেই আমি স্তব করিতেছি, আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১১। হে অশ্বিদয়! তোমরা গৃহপালক হইয়া আগমন কর। তোমরা অভিযায় পালক, জগৎপালক ও শরীরপালক হও; পুত্রপৌত্রের গৃহে আগমন কর।

১২। হে অশ্বিদয়! যদি তোমরা ইন্দের সহিত এক রথে গমন কর, যদি বায়ুর সহিত এক স্থানবাসী হও, যদি অদিতির পুত্র ঋতুগণের সহিত সমান ত্রীতিযুক্ত হও, যদি বিষ্ণুর পাদক্ষেপে অবস্থান কর, তবে আগমন কর।

১৩। যখন আমি সংগ্রামার্থে অশ্বিদয়কে আহ্বান করি, (তখন তাঁহারা আগমন ককন)। যুদ্ধে শত্রুগণের হিংসা করণে অশ্বিগণের যে অভিভবকর রক্ষা আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

১৪। হে অশ্বিদয়! এই হব্য সকল তোমাদের জন্য বিহিত হইয়াছে, তোমরা অবশ্য আগমন কর। এই সোম তুর্নশ ও যদুতে বর্ভমান। ইহা তোমাদের জন্য (সংকৃত) ও কণ্বপুত্রগণকে প্রদত্ত।

১৫। হে নাসত্যদয়! দূরে অথবা নিকটে যে ভেষজ আছে, হে প্রচেতাদয়! তাহার সহিত বিমদের ন্যায় বৎসকে গৃহ প্রদান কর।

১৬। অশ্বি সম্বন্ধীয়, দ্ব্যতিমানু স্তোত্রের সহিত আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি। হে দ্ব্যতিমতি উষা! আমার স্তুতিপ্রযুক্ত তমঃ নিবারণ কর ও মর্জ্জসমূহকে ধন দান কর।

১৭। হে উষা! হে দেবি! হে সুনতে! হে মহতী! অশ্বিনয়কে প্রবুদ্ধ কর, প্রবুদ্ধ কর। হে দেবগণের আছাতা! অনবরত প্রবোধিত কর, উর্হাদের আনন্দের জন্য রূহং অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮। হে উষা! যখন তুমি দীপ্তির সহিত গমন কর, তখন সূর্য্যের সহিত সমান শোভা পাপ। সেই সময় অশ্বিনয়ের এই রূপ মনুষ্যাগণের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আগমন করে।

১৯। যখন পীতবর্ণ সৌমলতাকে গাভীর উধঃ প্রদেশের ন্যায় দোহন করে, যখন দেবাভিলাষীগণ স্তুতি উচ্চারণ করে, হে অশ্বিনয়! তখন রক্ষা কর।

২০। হে প্রচেতাশ্বয়! তোমরা ধনের জন্য আমাদের রক্ষা কর, বলের জন্য মনুষ্যাগণের উপভোগযোগ্য, সুখের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদের রক্ষা কর।

২১। হে অশ্বিনয়! তোমরা পিতৃভূত দ্যুলোকের কোড়ে যদি কশ্মের সহিত উপবেশন করিয়া থাক, যদিবা প্রশংসনীয় হইয়া সুখে নিবাস কর, তবে আমাদের নিকট আগমন কর।

১০ সূক্ত।

অশ্বিনয় দেবতা। কণপুত্র প্রণাথ ঋষি।

১। হে অশ্বিনয়! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেই লোকে থাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ প্রদেশে থাক, যদি অন্তরীক্ষে নির্মিত গৃহে বাস কর, ঐ সকল স্থান হইতে আগমন কর।

২। হে অশ্বিনয়! তোমরা যে রূপে মনুর জন্য যজ্ঞে সিক্ত করিয়াছিলে, সেইরূপে কণের যজ্ঞ অবগত হও। রূহস্পতি, সমস্ত দেবগণ, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ও ক্রতুগামী অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিনয়কে আমি আহ্বান করি।

৩। অশ্বিনয় স্বকর্মা এবং গ্রহণার্থ প্রারুভূত, আমি তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। ইহাদের সহিত সখ্য দেবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজলভ্য।

৪। যজ্ঞ সকল যাঁহাদিগের উপর প্রভু হন, স্তুতিশ্রুতাদিগের মধ্যেও যাঁহাদের স্তোতা আছে, তাঁহারা হিংসারহিত যজ্ঞের প্রচেষ্টা, তাঁহারা স্বধার সহিত সোমময় মধু পান করেন ।

৫। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ইদানীং তোমরা পশ্চিম দিকেই অবস্থিতি কর, অথবা পূর্বদিকেই অবস্থিতি কর, যদি বা ঋতু, অমু, তুর্লশ বা যতুর সন্নিহিত হও, আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি, আমাদের নিকট আগমন কর ।

৬। হে বলভোজী অশ্বিদ্বয়! যদি অন্তরীক্ষে গমন কর, যদি দ্যাঁবা-পৃথিবী অভিমুখে গমন কর, যদি তেজোবলে রথে উপবেশন কর, সকল স্থান ইহাতেই আগমন কর ।

১১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বৎস ঋষি ।

১। হে অগ্নিদেব! তুমি মর্ত্যগণের মধ্যে কর্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য ।

২। হে শত্রুপরাজয়কারী! তুমি যজ্ঞে প্রশংসাযোগ্য, তুমি অধ্বর-সমূহের নেতা ।

৩। হে জাতবেদা! তুমি আমাদের শত্রুগণকে পৃথক কর । হে অগ্নি! তুমি দেবদেবী অরাতিগণকে পৃথক কর ।

৪। হে জাতবেদা! অন্তিকস্থিত হইলেও রিপুর যজ্ঞ তুমি কখনই কামনা কর না ।

৫। আমরা বিশ্র, তুমি মরণরহিত ও জাতবেদা । আমরা তোমার বিস্তৃত নাম অবগত হইব ।

৬। আমরা বিশ্র ও মর্ত্য । আমরা বিশ্র ও দেব অগ্নিকে^(১) হব্যদ্বারা প্রীত করিবার জন্য আমাদের রক্ষার্থ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি ।

(১) মূলে “বিশ্রং দেবং অগ্নিং” আছে । অর্থ মেধাবী দেব অগ্নি । বিশ্র শব্দের এখন যে অর্থ, স্বপ্নেদ রচনার সময় সে অর্থ ছিল না । তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া একটি “জাতি” ছিল না, অগ্নি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন না ।

৭। হে অগ্নি! বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট বাসস্থান হইতেও তোমার মন আকর্ষণ করে। তাঁহার স্তুতি তোমার প্রতি অভিলষবতী।

৮। তুমি বহুদেশে সমানরূপে দর্শন কর, অতএব সমস্ত প্রজাগণের পক্ষে তুমি দৈশ্বর। যুদ্ধে তোমাকে আমরা আহ্বান করি।

৯। আমরা অগ্নেয়ী হইয়া যুদ্ধে রক্ষার্থ অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সংগ্রামে বিচিত্র ধনযুক্ত।

১০। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞে পূজনীয় ও পুরাতন। তুমি সনাতন হোতা ও স্তুতিযোগ্য। তুমি যজ্ঞে উপবেশন কর, তুমি আপনার শরীরকে ব্যাপ্ত কর, আমাদেরকেও সৌভাগ্য প্রদান কর।

ঋগ্বেদ সংহিতা ।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

বাল্মীকি ভাষায় অনুবাদিত ।

ষষ্ঠ অষ্টক ।

কলিকাতা ।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের যন্ত্রে মুদ্রিত ।

১৮৮৬ ।

ভূমিকা।

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ অষ্টকে অষ্টম মণ্ডলের ১২শ সূক্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত এবং নবম মণ্ডলের ৪৩টী সূক্ত আছে।

অষ্টম মণ্ডলে প্রসিদ্ধ বালথিলা সূক্তগুলি আছে। কেহ কেহ সে গুলি ঋগ্বেদের অন্তর্গত মনে করেন না। সায়ণাচার্য্য সে গুলির ব্যাখ্যা দেন নাই। পাঠক যথা স্থানে সেই একাদশটী সূক্ত সম্বন্ধে টীকা পাইবেন।

ঋগ্বেদের প্রথম অংশ অপেক্ষা ঋগ্বেদের শেষ অংশ ঋত্বিক্গণের ক্ষমতা ও লাভের বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে সকল লোকেরই যজ্ঞ সম্পাদন করিবার অধিকার ছিল, কিন্তু রাজা বা ধনাঢ্যগণ ঋত্বিক্গণকে ডাকাইয়া আড়ম্বরপূর্ব্বক যজ্ঞ করিতে ভাল বাসিতেন। ক্রমে যজ্ঞের আড়ম্বর বাড়িতে লাগিল, সুতরাং ঋত্বিক্গণের লাভও বাড়িতে লাগিল, তাহার পরিচয় অষ্টম মণ্ডলে পাওয়া যায়।

নবম মণ্ডল আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল সোমরসের স্তুতি। তদ্বারা তৎকালের লোকের সোমপ্রিয়তা প্রকাশিত হইতেছে।

ঋগ্বেদ রচনার সময় আর্য্যগণ সিন্ধু নদী ও সিন্ধুর পঞ্চ শাখা ও গুপ্তা, যমুনা ও সরস্বতীর তীরে বাস করিতেম। বোধ হয় ঐ নদী-সকলের তীরে পাঁচটী বা সাতটী প্রধান অধিনিবেশ বা জনপদ ছিল, তাহারই অধিবাসীদিগকে সর্ব্বদা “পঞ্চজন” বা “পশুমানুষ” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদিগের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে এই ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখ আছে, তাহা যথা স্থানে টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

S. S. “NUDDEA,”

Port Said, Egypt, 11th May 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত!



ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিবরণ

| বিষয়। | মণ্ডলে সংখ্যা | স্থানের সংখ্যা | সংখ্যা |
|---|------------------|-------------------|----------|
| স্বর্গ ও অমরত্ব লাভ | ৮ | ৪৮ | ১ |
| যজ্ঞের আড়ম্বর রুচি ও ঋতুগণের ক্ষমতা ও লাভের রুচি। | ৮ | ৪৬ | ১, ২ ও ৫ |
| দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ | ৮ | ৬৮ | ২, ৩ ও ৪ |
| সপ্তমরুৎ | ৮ | ১০০ | ১ |
| ত্রিষষ্টিমরুৎ | ৮ | ২৮ | ২ |
| বিকৃ অর্থে সূর্য্য | ৮ | ২৬ | ৩ |
| সৌম্যের স্তুতি (সমস্ত নবন মণ্ডল) | ৮ | ৭৭ | ২ |
| ৩৩ জন দেবতা | ৮ | ১ | ১ |
| অসুর | ৮ | ২৮ | ১ |
| বালখিল্য সূত্র (৮। ৪৯ হইতে ৮। ৫৯ পর্য্যন্ত) | ৮ | ৩৩ | ১ |
| যমু | ৮ | ৩৫ | ১ |
| কুরুনাথক ঋষি | ৮ | ৩৯ | ১ |
| অত্রির কন্যা | ৮ | ৪১ | ১ |
| দম্পতির একত্র বজ্রসম্পাদন ও সংসারস্থখলাভ | ৮ | ৪২ | ২ |
| "জ্ঞীর মন হুঃশাল্য;" যজ্ঞের উক্তি | ৮ | ৪৩ | ১ |
| ঋষেদের যজ্ঞের পৌরাণিক অর্থ | ৮ | ৪৪ | ১ |
| | ৮ | ৪৫ | ২ |

আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিবরণ।

| বিষয়। | মণ্ডলের সংখ্যা। | স্থলের সংখ্যা। | টাকার সংখ্যা। |
|--|--------------------|-------------------|------------------|
| পঞ্চজন | ৮ | ৩২ | ৩ |
| সপ্তমাম্ব | ৮ | ৩৯ | ১ |
| কৃষিকার্য | ৮ | ২২ | ১ |
| | ৮ | ৩৩ | ১ |
| পালিত পশু গো, অশ্ব, বড়বা, হস্তী, উষ্ট্র, মেঘ, বহনকারী কুকুর ইত্যাদি। | ৮ | ৪৬ | ২ ৫ ৩ |
| | ৮ | ৫৫ | ১ |
| | ৮ | ৫৬ | ১ |
| | ৮ | ৬৮ | ৪ |
| দাস (Slaves) ? | ৮ | ৪৬ | ৪ |
| | ৮ | ৫৬ | ১ |
| দাসী বা কন্যা | ৮ | ৪৬ | ৫ |
| বর্ণকার | ৮ | ৪৭ | ১ |
| মহিষ ও বরাহ খাদ্যপশু | ৮ | ১২ | ১ |
| | ৮ | ৭৭ | ৩ |
| সংরক্ষিত জমী, বস্ত্রাংকিত বধূ | ৮ | ১৭ | ১ |
| | ৮ | ২৬ | ১ |
| | ৮ | ১৪ | ২ |
| | ৮ | ২৪ | ২ |
| | ৮ | ৪০ | ২ |
| | ৮ | ৫০ | ১ |
| অনার্যাদিগের উল্লেখ | ৮ | ৫১ | ১ |
| | ৮ | ৭০ | ১ |
| | ৮ | ৯৬ | ৪ |
| | ৮ | ৯৭ | ১ |
| | ৮ | ৪১ | ১ |
| কুকর্ণামক অনার্য যোদ্ধা | ৮ | ৯৬ | ৫ |
| | ৮ | ২০ | ২ |
| সপ্তনদী, শেভয়াবরী নদী, শর্ষণাবতী নদী, স্বনোমা (সিন্ধুনদী), অসিক্রী (চিনাব- নদী), পরুফী (রাবী নদী), অর্জিকীয়া (বেয়া নদী)। | ৮ | ২৪ | ২ |
| | ৮ | ২৬ | ২ |
| | ৮ | ৬৪ | ১ |
| | ৮ | ৭৪ | ১ |